বিশ্ব-বীণা।

(১ম খণ্ড।)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৩, চৈত্র।

প্রকাশক

শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ, এম, এ,

প্রফেসার, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র]
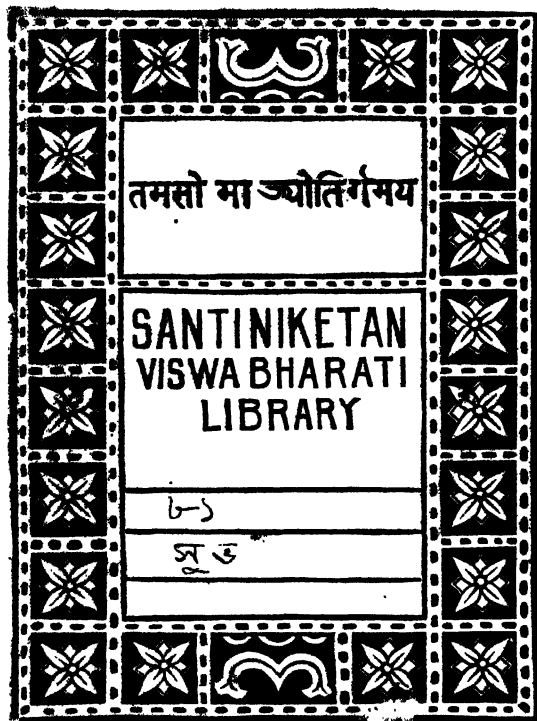
নিবেদন।

শুধু মিষ্টি মধুর ঝঙ্কার শোন্‌বার জন্যই বীণার সৃষ্টি হয় না। নানা রকমের সুরই বেজে উঠে তাতে। কেউ শুন্‌তে চায় খড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম—সা, রি, গা, মা; কেউ পছন্দ করে পঞ্চম ধৈবত নিষাদ—পা, ধা, নি।

এই বিশ্ববীণায়ও আমরা বিশ্বের সকল প্রকার সুরই বাজাতে চেষ্টা করেছি। কোথাও "হাসি কান্নার হীরা ও পান্না" কোথাও বা বীর করুণ রৌদ্র রস। ব্রাহ্মণদের অতীত ও বর্ত্তমান বৃত্তান্ত শুন্‌তে ইচ্ছা হয়ত এতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সমগ্র হিন্দু জাতির কাহিনীও এরি ভিতরে সাধারণ ভাবে রয়েছে। বড় বড় মজ্‌লিসের মাঝে ঐ সমস্ত রাগিণীর আলাপ বড় গলায়ই করা চলে। নারীজাতি সম্পর্কীয় নানা কবিতা মহিলাদের নানা সভায় পঠিত হতে পারে।

বিয়ের সময় ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষ এই বিশ্ববীণায় ঝঙ্কারের মাঝে নিজেদের মনের মত রাগিণী শুন্‌তে পাবেন। স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ ও মৌলবীগণ বছরের শেষে পুরস্কার-বিতরণী সভায়, অথবা সরস্বতীপূজার উৎসবে ছেলেদের আবৃত্তির জন্য নানা রঙের কবিতা খোঁজেন; ওপেনিং সঙ্‌ (opening song) বা ক্লোজিং সঙ্‌ (closing song) এখানে সেখানে তালাস করেন। এর ভিতর সেই শ্রেণীর কতক কবিতা ও গানের তার জুড়ে দেওয়া হয়েছে—কিছু নিজের রচনা, কিছু অপরের; কিছু মুসলমান ছেলেদের উপযোগী।

শিশুকাল অবধি যখন যেমন খেয়াল হ'য়েছে তখনি সে খেয়াল ছন্দে অছন্দে রূপ ধরে উঠেছে—বীণার অঙ্গে তার যোজনা করতে। তাঁরি এক অংশ বেছে নিয়ে সকলের সাম্‌নে আজ সুর ভাজ্‌তে বসেছি। সংসারে নানাজনের নানারুচি, নানা রকমের কাণ। মাঝে মাঝে সমজ্‌দার শ্রোতা বিশ্ববীণার আংশিক ঝঙ্কার শুনেই নিজেদের উল্লাস ও আনন্দ জ্ঞাপন করেছেন। সেই উল্লাস ও আনন্দ সম্বল নিয়েই নিঃসম্বল লেখক বিরাট বাহিরের সভায় উপস্থিত। এখন বুঝা যাবে প্রকাশকের আকুল আগ্রহ সফল হয় কতদূর।

ঢাকা, মহেশ্বরদী
পোঃ মাধবদী।

বিনীত নিবেদক—
সম্পাদক।

বিশ্ব-বীণা সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

স্বনামখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ, মহাশয় লিখিয়াছেন "অনেক কবিতাই সুন্দর ভাবপূর্ণ। আপনি সত্যই কবি এবং ভাবুক কবি। ২৯।১২।২৬

সুকবি শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ, এম্‌-এ, মহাশয় লিখিয়াছেন "আপনার রচনা গৌরবপূর্ণ। আমাদ্বারা যদি আর কোনও সহায়তা হয় তবে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।" ১৬।১।২৭

মুক্তাগাছা নিবাসী 'থেরী' কাব্য প্রণেতা কবি শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মহোদয় জানাইয়াছেন "আপনার পুস্তক যাহাতে জনসমাজে আদৃত হয় তজ্জন্য আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে জানিবেন।"

১৩।৯।৩৩

ময়মনসিংহ, জামালপুরের খাঁ সাহেব মৌলভী সৈয়দর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন "বিশ্ববীণা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। নিজের মনের ভাব অতি সহজে ও সচ্ছন্দগতিতে বিবৃত করিয়াছেন। আপনার সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক, কবিত্ব যশ বিস্তৃত হউক।" ১৪।১।২৭

ঢাকা জিলা, মুরাপাড়ার ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার স্বর্গীয় তারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী বিশ্ব-বীণা পাঠ করিয়া, বিশেষতঃ এই পুস্তকের 'মহিলা-মঙ্গল' অংশ পড়িয়া অতিশয় আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

২৯।৯।৩৩

শ্রীহট্ট জিলা কান্দিরায়চর নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশ্ব-বীণার অন্তর্গত "ব্রাহ্মণ" কবিতা এবং বরযাত্রী বা কন্যাদায় অংশ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত থাকা অবস্থায় পাঠ করিয়া ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

যশোহর জিলা স্বস্ত্যয়ন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন "বরযাত্রী পেয়ে তৃপ্তিলাভ করলাম। ফুটনোটের পাঠান্তরগুলি অতি চমৎকার।" ইত্যাদি।

২৪।১।২৪

টাঙ্গাইল হইতে শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছায় জানাইয়াছেন "আপনার বরযাত্রী সময়োপযোগী হইয়াছে। আশা করি ইহা পাঠে বঙ্গীয় নব্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই উপকৃত হইবে। ১০ই পৌষ, বুধবার, ১৩৩০।

চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন "বহিখানি ক্ষুদ্র হইলেও গুণগৌরবে ক্ষুদ্র নহে। ছোট কথায় বড়ভাব ব্যক্ত করাই বাস্তবিক কৃতিত্ব। এই পুস্তক প্রচারে আপনার সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।" ২৬।১২।২৪

"ভারত-পথিক-সহায়" প্রণেতা, ময়মনসিংহ জেলার ধলা নিবাসী জমিদার মিঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয় পুস্তক পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ২৪।১০।৩৩

উপহার পৃষ্ঠা।

আমার

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী যুক্ত বিশ্বভারতীর সভ্য মহোদয়গণকে

শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই বিশ্ব-বীনা সঙ্গীত

উপহৃত

শ্রী সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরী

বিশ্ব-বীণা।

(১ম খণ্ড)

সূচীপত্র।

সভা সমিতি

মুসলমান সমাজ

আবৃত্তি

সবিতৃ-বরণ।

লক্ষ যোজন দূরদেশে
কক্ষ তুমি করেছ স্থির,
বক্ষে তব জীবন-সুধা
মিটায় ক্ষুধা নর-নারীর।
হে প্রশান্ত হে গম্ভীর!
করুণ হস্তে ন্যায়ের রশ্মি
সোণার রথে তুমি রথী।
পুণ্য-আসন স্বস্তি-শাসন
দণ্ডধারী তুমি যতী।

তোমার কেতন সাতটি ঘোড়া
বিশ্বহিতে রথে জোড়া
মহাকালের অসীম বুকে
তন্দ্রা-বিহীন ছুটছে ওরা।
পরের তরে স্ব-সর্ব্বস্ব
বিলাও তুমি স্বার্থ-শূন্য।
দীপ্ত জ্যোতির রেখায় রেখায়
জাগাও জাতি ফুটাও পুণ্য।

❖ "প্রতিভা" মাসিকপত্রে মুদ্রিত। ১৩২৩। কার্ত্তিক।

রুদ্র! তোমার রুদ্ররূপে
ক্ষুদ্র ধরে রুদ্রতা।
দিব্যতেজে দীপ্ত হ'য়ে
শূদ্রও ত্যজে ক্ষুদ্রতা।
রথের চূড়ায় সেবার ধ্বজা
বিশ্ব-প্রীতির নিদর্শন।
আর্য্যগণের পূজা তুমি
পুণ্য-ভূমি সুদর্শন।

দিবারাত্র অবিশ্রান্ত
আপন কাজে আপ্‌নি রত।
মুক্তি পথের তীর্থ ওগো,
পিতৃরূপী সেবাব্রত।
তোমার স্নিগ্ধ কিরণ পাতে
ফোটে অযুত পদ্মফুল।
তোমার গোপন-চরণ-ঘাতে
নাস্তিকের ভাঙ্গে ভুল।

বিশ্বমাঝে মোহন সাজে
তুমিই মূর্ত্ত দেবতা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মৃত্যুঞ্জয়
সপ্তলোকের সবিতা।
বেদের ভাষায় তুমি আত্মা
অন্তহীন মহাব্যোম,
দ্বৈত বাদীর দ্বাদশাত্মা,
তোমায় রাজে ঋক্ষ সোম।

তোমা হ'তে বিশ্ব-সত্তা
মহাসৃষ্টি অনুলোম,
বিশ্ব বিলীন তোমার মাঝে
বিলোম কালে; তুমি ওম্!

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষা।

(প্রথম স্তবক)

চারিভিতে শুধু জল;
জলকল্লোলে বেণু-বীণা বাজে
অচেতন আজি চেতনের সাজে
মরমের মাঝে আকুলি বিকুলি
কথা কয় কল কল।

মাঠে ঘাঠে ভরা জল;
কে বলে উহার নাই মুখে ভাষা,
নাই হাসি-রাশি, প্রীতি ভালবাসা?
দেখেছে কে কভু কচি শিশু মুখে
এত হাসি খল খল?

*সৌরভ; ১৩২৮, আষাঢ়।

কোথা হ'তে এত জল ?
পাহাড়ের বুক এত রসে ভরা
স্নেহ-নীরে ক্ষীরে ভাসাইবে ধরা ?
অজীব আজি কি লভিল জীবন
জীয়াতে পৃথিবী-তল ?

অনুভূতি হতবল ;
বন্যা বহে কি রসের সায়রে ?
মন্থনে কিগো অমিয়া উগরে ?
নাই বুঝি সেথা সুধা ছাড়া কভু
কালকূট হলাহল ?

উল্লাসে নাচে জল ;
ছোট ছোট ঢেউ কটির রসনা,
তুলিছে মধুর রণনা ঝণনা,
রূপের লহরী রূপসী-অঙ্গে
যৌবন ঢলমল।

নাই বটে শতদল,
রক্ত রবির তরুণ কিরণে
বুদ্বুদ খেলে হিরণ-বরণে,
ষোড়শী নারীর অঙ্গে যেন গো
মুকুতা ঝলমল।

মনঃ প্রাণ বিহ্বল ;
আকুল বাতাস ছুটিয়া ছুটিয়া
সলিল-অঙ্গে লুটিয়া লুটিয়া
স্বচ্ছ অধর চুমিয়া ঢালে গো
বনফুল-পরিমল ।

বিরহিণী গণে পল;
গুরু গুরু ঘন ঘন-গরজনে
প্রলয়ের ঘোর অশনি-স্বননে
বাতায়ন-পথে চাওয়া অনিমেষ
আঁখি ছুটি ছল ছল

তাই কি গো ধরা টলমল ?
সে আঁখির জলে গলে কি ধরণী ?
বরষায় ভরে নিখিল অবনী ?
এত জল কি গো বঙ্গ ভরিয়া
বিরহিণী-শাপফল ?

(দ্বিতীয় স্তবক ।)

পদ্মার বুকে অযুত তরণী
পালে পালে শোভে যেন বিহঙ্গিনী
আকাশের পাখী চলে আজি জলে
শোঁ শোঁ শন্ শন্ ।

শিশুর হৃদয়ে খেলিছে পুলক,
বালিকার নাকে দুলিছে নোলক,
"পান খেয়ে যাও, অ পানের নাও"
করিছে আমন্ত্রণ।

লক্ষা-মেঘনা-যমুনা চিলাই
ব্রহ্মপুত্র, তিতাস, তরাই,
বাল্লু, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা
গাহিছে কাহিনী কত।

নদীতে নদীতে জাহাজের খেলা,
লহরে লহরে "লন্‌চের" মেলা
বংশী-নিনাদে কাণ ঝালাপালা
পাটের গুদামে শত।

মাঠ-ভরা জলে ধান্য নালিতা,
মার কোলে যেন মেয়েরা লালিতা,
ঢেউ খেলে যায় ধানের ডগায়
ঘুমায় ঘুমায় ছেলে।

খালে বিলে জেলে-ডিঙীর লহর
দিকে দিকে শুধু নায়ের বহর,
গছেনার মাঝি বদর বদর
সারি সারি দাঁড় ফেলে।

ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস জলের উপরে,
থাকে থাকে মাছ সলিল-উদরে,
দলে দলে শিশু ডোবে ও সাঁতারে
নাই কারু পীড়া-ভয়।

পূরব বঙ্গে নবীন বরষা
প্রবীণ নবীন কবির হরষা,
মাস চারি জুড়ি' দেখায় কতনা
নাটকের অভিনয়।

বেদনাতুর। *

দুর্য্যোগে সখি কোথা তুমি যাও চলিয়া?
পীড়িত দয়িতে হেলায় খেলায় ছলিয়া?
মেঘে ঢাকা ফাঁকা গগনের গায়
তারকার রেখা দেখা নাহি যায়,
বিজলীর মত চলি' যাও তুমি, অকালে কিছু না বলিয়া,
দুর্য্যোগে সখি কোথা তুমি যাও চলিয়া?

* মাসিক পত্র "বাতায়ন"। ১৩৩১, আষাঢ়।

চির দিবসের পিয়াসা রয়েছে বুকে এ,
তিয়াসায় তাই কথাটি সরেনি মুখে যে।
রুণু রুণু ঝুনু রণিয়া নূপুর,
এসেছিলে ওগো এরাত দুপুর,
কোন্ দোষে মম হ'লে নির্ম্মম, র'ব আমি কোন্ সুখে ?
চির দিবসের পিয়াসা রয়েছে বুকে এ।
তোমার বিরহে রহে না যে হিয়া সখি গো !
ভেবেছিনু কিবা নয়নে বা কিবা দেখি ও।
গভীরা রজনী যাও চলে' তুমি
গুমরি গুমরি কাঁদিতেছে ভূমি
গেলে না যে তুমি দয়িতেরে চুমি', পীরিতির রীতি একি গো!
তোমার বিরহে রহে না যে হিয়া সখি গো।
মনের নয়নে হেরিয়াছি তোমা কত না
জঞ্জাল বাঁধা ঠেলিয়াছি পায় শত বা,
একেলা একেলা কাটায়েছি কাল,
সে রূপ-মাধুরী সকাল বিকাল
ভাবিয়া ভাবিয়া ওগো প্রাণপিয়া হিয়া সহে কত যাতনা,
মনের নয়নে হেরিয়াছি তোমা কত না।
সাধনা আমার সকলি বিফলে গেলো,
মানসী রূপসী এসেও নাহিত এল,
ভাবিবার মত ভাবি নাই বুঝি,
তাই তারে এবে বৃথা আমি খুঁজি,
সুধার লাগিয়া বসিয়া থাকিয়া 'কপালে গরল ভেল'
সাধনা আমার সকলি বিফলে গেলো।

সাগরতীরে পূর্ণিমা।

হে অনন্ত মহোদধি কল্পলোকে অপূর্ব্ব স্বপন!
ভৈরব-গর্জ্জনে তব চিত্তে তুলি' পুলক-স্পন্দন
দূর হ'তে দূরান্তরে সীমান্তের অসীম অন্তরে
দেয় দোলা, আত্মভোলা বাক্যহারা যাদুর মন্তরে।
অথির অধীর বক্ষে মুহুর্ম্মুহু ফুকারি' ফুকারি'
কোন্ ব্যথা হৃদে তব নিত্য নব উঠিছে বিদারি'।
তালে তালে গর্জ্জি উঠে কি দারুণ প্রলয় কল্লোল,
অপূর্ব্ব অশ্রুত ধ্বনি অবিরাম অভিরাম রোল।
কী সে-ছন্দ, কী-আনন্দ, অনাহত মৃদঙ্গ ঝঙ্কার!
ভাঙিয়া রাঙিয়া উঠে যেন লক্ষ গাণ্ডীব টঙ্কার!

সহস্র রুদ্রের নৃত্য অহরহঃ হৃদয়ে তোমার—
আনিছে এ মরধামে অমরার কোন্ সমাচার?
সে-নাদে আনত বক্ষ লুটাইয়া পড়ে তব পায়,
ক্ষুদ্র এ মানব-হিয়া অসীমের সীমা পেতে চায়।
ভাষা ভাব কাব্য, তব রূপে গুণে প্রবেশিতে নারি'
মৌন হাহাকারে সবে আলিঙ্গিতে চায় তব বারি।
অনন্ত অঞ্চলে তব ধূ ধূ করে উলঙ্গ আকাশ,
সহস্র তপন চন্দ্র তোমা মাঝে প্রকাশ বিকাশ।

দলে দলে মেঘ-দল করে কেলি তোমার অঙ্গনে।
ছয়ঋতু ভৃত্য সাজে সাধে কাজ অতি সঙ্গোপনে।

---

* সৌরভ, ১৩২৯, চৈত্র। পুরী সাগরসঙ্গম ১৩২৯। ১৮ই আশ্বিন, পূর্ণিমা।

কুবেরের ভাণ্ডার গুলি তব গর্ভে সঞ্চিত অশেষ,
(হে অশেষ !) মুক্তদ্বার সে আগার কারো নহে নিষেধ প্রবেশ।
চাঁদের রজত-ধারা মিশে কিগো তোমার হিয়ায়,
অথবা তোমারি বারি স্নাত হয় ইন্দু-জ্যোৎস্নায়,—
কে ভাঙ্গাবে এই ভুল ভ্রান্তিমান্ মানবের মনে ?
অপরূপ তব রূপ চিরশুভ্র কৌমুদী-মিশ্রণে।

স্বচ্ছধারা মন্দাকিনী সুধাধারা বহিয়া মরতে
ঢালিয়া দিয়াছে বুঝি কোটিগুণে অতৃপ্ত জগতে ?
অথবা সে ত্র্যম্বকের হাসি রাশি গলিয়া গলিয়া
দিকে দিকে দ্রবীভূত বিশ্বমাঝে চলিছে বহিয়া—
ধুইবারে মলিনতা পঙ্কিলতা মর মানবের—
সঞ্চিত গভীর যাহা অন্তহীন শত জনমের ॥

জীব ও মৃত্যু।

মৃত্যু বলে—জগতের জীবে মম অক্ষুণ্ণ প্রতাপ।
বলে জীব—জীব-সৃষ্টি বিনা তব শুধু অনুতাপ।

* "বিক্রমপুর" মাসিক পত্র। ১৩২৬, কার্ত্তিক।

আঁখি দাও।

আঁখি দাও, আঁখি ;
বিশ্বের অশেষ রূপ রূপে বেঁধে রাখি,
যেন কভু নাহি হয় ছাড়া, বন্ধহারা,
হে অরূপ
তোমার স্বরূপ ফুলে ফুলে পাতায় লতায়
অন্তহীন নভোনীলিমায়
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা তার কেবা অন্ত পায় ?
সব তুমি ইন্দ্রজালে রাখিয়াছ ঢাকি'
মায়া-ঘেরা তমসায় রাখোনি অন্তর,
ওহে যাদুকর
কতকাল দিবে আর ফাঁকি ?
আঁখি দাও, আঁখি।

যে আঁখি দিয়াছ মোরে
সেত নয় আঁখি, ফাঁকি, ফাঁকি, ফাঁকি।
এ শুধু দেখায় বিশ্ব-বস্তুর বাহির
যাহা নহে স্থির,
ক্ষণে ক্ষণে ভেঙ্গে যায় কালের আঘাতে
মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
ক্ষণপরে ধরে অন্যরূপ, অপরূপ,
ওগো বিশ্বভূপ, চকিতে চপল চিত্ত
চঞ্চলিয়া তোলে এ নয়ন,
তাই তোমা অন্ধকারে ডাকি
আঁখি দাও আঁখি।

বলে লোকে, জন্ম মাত্র
লভিয়াছি আঁখি, হেরিতেছি অপূর্ব্ব আলোক
কেন তবে শোক ?
দিবানিশি কিবা শোভা সোণালি রূপালি,
পত্রে পত্রে মূর্ত্তি ধরে সবুজ স্বপন,
উঠে শিহরণ
শ্যামল বসুধাঞ্চলে হরিৎ হিরণ,
আমি শুধু ভাবি থাকি' থাকি'
ঐ সবি
নহে তাঁর ছবি,
ও কেবল ফাঁকি। আঁখি দাও আঁখি।

মাতৃগর্ভে শিশু
নিবিড় তিমিরে ঘেরা স্তব্ধ কারাগারে
নাহি পারে
দেখিবারে বসুধার বিভূতি-বিভাতি।
দিন রাতি আছে (সে যে) মাতি' চৈতন্য জ্যোতির পানে
তাঁরি ধ্যানে
মুদিত নয়ন'; বলে মম মন, অনুক্ষণ—
সেই শিশু অরূপের রূপে নিমগন।
বিধাতা বিরূপ
আমি শুধু রহিয়াছি বাকী ;
বেদনা-জড়িত-কণ্ঠে ডাকে তাই পাখী
আঁখি দাও আঁখি।

পণ্ডিতের লক্ষণ। *

দম্ভ কভু নাহি করে, মুখে নাই পরনিন্দা পরুষ বচন,
পরের অপ্রিয় বাণী সহে হাসি' ঈর্ষা দ্বেষ না করি' পোষণ।
শাস্ত্রবাণী নাচে রসনায়, তবু মূকপ্রায়, বাগ্মিতা সভায়,
পরদোষ আবরিয়া পরকাশে গুণ, তাঁকে জ্ঞানী বলা যায়।

প্রাচী ও প্রতীচী। *

অমায় ঘেরা কোন্ অতীতে
উঠেছিল দীপ্ত ভানু
রক্ত ছটায় পূরব আকাশ রাঙ্গিয়া।
সুপ্ত ভারত জেগেছিল
গুপ্ত বেদের পরশ পেয়ে
শক্তিতে তার পড়্‌ত ধরা ভাঙ্গিয়া।
সেই আলোতে উঠ্‌লো হেসে
অযুত চন্দ্র লক্ষ তারা;
দৃষ্টি যথা সেথাই শুধু প্রতিভা।
কালের কোলে পড়্‌লো ঢলে'
পূরব-ভানু মলিন-জ্যোতিঃ
কোন্‌বা দোষে? দোষ দেওয়া কার প্রতি বা?

---

* সাহিত্য সংবাদ। ১৩৩০, ফাল্গুন।

* ঢাকা হইতে প্রকাশিত, অকালমৃত "প্রাচী" নামক মাসিকপত্রের জন্য লিখিত। পরে, "সাহিত্য-সংবাদে" মুদ্রিত ১৩৩১, শ্রাবণ।

দিনের শেষে অবশেষে
ভানুর রেখা পড়্‌ল গিয়ে
পূরব সীমায় বিপরীতে—পশ্চিমে।
উজল সোণা ভেজাল হ'য়ে
গড়্‌ল কত হাল্‌কা ফানুস,
কাঁচা সোণার রং মরিল অস্তিমে।
পচিমের এই তপ্ত যুগে
অমায় ঘেরা পূরব দেশে
জ্বল্‌ছে শিখা অন্ধকারের সিন্ধুতে।
পশ্চিমাচল উজল বেশে
উপহাসে পূরবদেশে,
সিন্ধু আজি মিশ্‌বে কিগো বিন্দুতে?

———

শীতারম্ভে। *

হিমসিক্ত বায়ু পরশে
বিপুল আকুল হরষে
চিত্ত উঠিল জাগিয়া
পলকে পুলকে নাচিয়া
দূর করি' দিয়ে আলসে।
এ কি এ গভীর ভাবনা,
তত্ত্ব জানিতে বাসনা,
কাহার আদেশে
মোহন-আবেশে
শিহরিল আজ তনুখানা ?

(কোন্) সুদূর কোমল তানে
প্রেমগীতি পশে কাণে
উজল ফুল্ল—
কুসুম তুল্য—
আনন কাঁহার ধেয়ানে ?
দাও ওগো কেহ বলিয়া
যেওনা চলিয়া ছলিয়া
কাঁর সত্তা জাগে
হিম-কণা ভাগে
কে আছে বিশ্ব জুড়িয়া ?

* ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। ১৩২২, পৌষ।

অনুপ্রাসে পরিহাস।

ইন্দু-কিরণ-বিন্দু-পতনে, সিন্ধু উছলি' উঠে।
মন্দ-পবনে সন্ধ্যা-মালতী গন্ধে ভরিয়া ফুটে। ১।
তরুণ-অরুণ-কিরণ পরশে সরসে সরোজ হাসে,
নীল নবীন-নীরদ-নিনাদে ময়ূর ময়ূরী নাচে। ২।
হৃদ্যতা যথা শুদ্ধ, নিত্য-হৃদ্যতা তথা বিদ্যমান,
এ নহে পদ্য-লেখক গদ্য লইয়া হন্দ হতজ্ঞান। ৩।
বঙ্গজননী বংগ ভাষার অংগ দেখিয়া ভঙ্গ,
ব্যঙ্গপ্রিয় বঙ্গবাসীর ঘুচেনা কেন গো রংগ? ৪।
শক্তি যেখানে যুক্তিযুক্ত ভক্তি সে ঠাঁই বদ্ধ,
ভক্তি-বিহীন ভুক্তি সমীপে মুক্তি চিররুদ্ধ।
যাহার সঙ্গে 'তাহার' পীরিতি নহে ত পীড়িতি 'কাহার'।
কাঁদে আঁখিলোরে মৌন হাহাকারে অনুপ্রাসের বাহার। ৬।

* প্রতিভা। ১৩২৩, আষাঢ়।

১। 'সন্ধ্যা মালতীর' গন্ধ আছে কিনা জানা নাই।

২। "নীল" বিশেষণটী তাৎপর্য্যহীন।

৩। পঙ্‌ক্তিতে যতিভঙ্গ। ৪। বঙ্গ শব্দের তথা বাঙ্গালা শব্দের বাণানে বহু বিতণ্ডা, বিমতি ও বিপ্রতিপত্তি।

৬। যদ্ শব্দের সঙ্গে তদ্ শব্দেরই সম্পর্ক, কিম্ শব্দের নহে।

মদন-ভস্ম।

(অকাল বসন্ত)

বদ্ধ পদ্মাসনে যোগী ধ্যান-নিমগন,
রুদ্ধশ্বাস নির্নিমেষ-আঁখি, মহাবীর ;
গুরুভারে টলমল কাঁপে বসুমতী,
পাতালে বাসুকি কাঁপি' থর থর থরি
নতশির ভূমিভার করে সে বহন।
বিশ্ব বুঝি ডোবে চির অতল পুরীতে!
আড়ম্বরহীন হেন উগ্র তপস্যায়
মৌন শান্তি-সমাকীর্ণ সে আশ্রমদেশে
কলরব-অলি-রব নীরব গুঞ্জনে,
পাখি-দল নাহি গাহে ; শাসনে নন্দীর
মৃগকুল ইতি উতি না করে ভ্রমণ ;
পত্র পুষ্প তরুরাজি নিস্পন্দ সুথির।

সহসা সে দেশে পশি' পর্ব্বত-নন্দিনী
সখীসহ ত্রিলোচনে করে নিরীক্ষণ,
উন্নমিত ঊর্দ্ধবপু যেন ধবগিরি,
অধোদেশ নিচঞ্চল নিরোধে বায়ুর
ভুজঙ্গ-জড়িত ঘন বদ্ধ জটাজাল
সমুন্নত অংস দেশে বাঁধা মৃগাজিন
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠলগ্ন শোভে গাঢ় নীল।

---

* প্রতিভা। ১৩২৩, পৌষ।

ভ্রূবিক্ষেপ-হীন অক্ষি স্থির পক্ষ্মপুট
নাসিকাগ্র লক্ষ্য করি' কৃচ্ছ্র তপে রত।
সেই মূর্ত্তি শরতের জলধর সম
অচঞ্চল স্থির ধীর প্রশান্ত গম্ভীর,
শান্ত সরোবর যেন বীচিক্ষোভহীন,
নিবাত নিষ্কম্প দীপ অথবা নিশীথে।

পুষ্প-পয়োধর-ভারে অবানতা বালা,
বালারুণারুণবাসে সৌম্য কলেবর
পুষ্পদল-পল্লবিতা লতা সম কম,
ঢালি' যোগি-পদতলে ফুল্ল ফুলদল
চারু মালা গলদেশে করিতে স্থাপন
যেমতি উদ্যতা সতী ; টঙ্কারিল দূরে
ফুলধনু ফুলবাণ ফুলধনুমাঝে।

হুঙ্কারিল মত্ত বায়ু, গুঞ্জে অলিকুল,
দিকে দিকে পিকবধূ ধরে কুহুতান
মৃগ সহ ছুটে মৃগী, আকুল বনানী।
কাম-সখা ঋতুরাজ মনোহর সাজে
সমাগত পুষ্পরাজি-রাজিত-কন্দরে।
মুঞ্জরিল মঞ্জুকুঞ্জে বিকচ বল্লরী,
শাখিশাখে পাখিদল কল কল রবে
ঘোষিল অকালবার্ত্তা বসন্ত ঋতুর।

বেদি'পরে যোগি-চিত্ত টলিল চকিতে,
সুদৃঢ় আসনবন্ধ হইল শিথিল,
চন্দ্রোদয়ে উদ্বেলিত মহাসিন্ধু প্রায়
উছলিল ধূর্জ্জটির বিগ্রহ বিশাল;
নবদ্বারে নব নব ভাবের আবেশ।
কি হেতু অকালে চিত্ত উঠিল নাচিয়া ?
পরীক্ষা করিতে বীর জিতেন্দ্রিয় যোগী
চারিভিতে ধীরে ধীরে দৃষ্টি সঞ্চালিয়া
নেহারিলা বাণাসন সহ পুষ্পবাণ
নিক্ষেপিছে পুষ্পবাণ তাহারি উপর।

উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রদেব দীপ্ত ক্রোধানলে
বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, কাঁপে ওষ্ঠাধর,
কণ্ঠে গর্জ্জে ভুজঙ্গম হুঙ্কারি' ভীষণ ;
তপোভঙ্গে ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গী সহিত
ঊর্দ্ধজ্বালা-সমাযুক্ত তৃতীয়াক্ষি হ'তে
প্রলয়ের ভীমবহ্নি করে উদ্‌গিরণ।
'সংহর সংহর প্রভো ক্রোধ নিদারুণ'
অমর বৃন্দের বাণী উঠিল আকাশে,
ভব-নেত্রজাত বহ্নি দীপ্ত ভয়ঙ্কর
ভস্মীভূত মদনেরে করিল চকিতে॥

তরুণ। *

মরণ শিয়রে বসি' হাসি' হাসি' কে তুমি তরুণ!
বাজালে জাগালে বাঁশী মৃত্যুহরা রুণু রুণু ঝুন্?
বাঁশীর মধুর নাদে
পড়িবে কি মৃগ ফাঁদে
নাচিবে কি বাঙ্গালীর হৃদিরক্ত সমরে দারুণ?
মরণ শিয়রে বসি' হাসি' হাসি' কে তুমি তরুণ!

'মুছে গেছে তরুণতা করুণতা বাঙ্গালার দেহে,
জরা-জীর্ণ শীর্ণ সবে', সত্যি নাকি ঘুমে মগ্ন গেহে?
আজি মহাজাগরণে
জাগাইতে বিশ্বজনে
তরুণের হিয়া কাঁদে বিশ্ব-জোড়া মমতার স্নেহে।

দেবতা-মন্দিরে আজি উঠে কিরে পুণ্য ধূপ ধূন?
সত্যের সীমানা ছাড়ি' মিথ্যারাণী উজল অরুণ।
প্রাণহীন প্রাণে গানে,
স্বার্থপরতার টানে
নাহি উঠে উদাত্তের সামছন্দ মধু গুণ গুণ।
মরণ শিয়রে বসি' হাসি হাসি' কে তুমি তরুণ?

---

* "তরুণ" নামক মাসিক পত্রিকার জন্য রচিত। "সাহিত্য সংবাদ" পত্রে মুদ্রিত।

অকালে বাঙ্গালী-চিত্ত কোন্ পাপে হইবেরে খুন ?
সমাজে সহরে ঘরে জ্বলে লঘু হুজুগ-আগুন।
সাহিত্য-অঙ্গন-তলে
রস-সৃষ্টি পদে দলে'
তরুণ অরুণ বক্ষে বাসা লয় মর্ম্মভেদী ঘুণ।
ওরে চিত্ত ওরে নিত্য কর্ম্মজড় ওরে শুন্ শুন্,
উঠো জাগো, পর বর্ম্ম, লও শর্ম্ম, ধর শক্তি-তূণ,
জড়তা-পাহাড় ভেদি'
আকাশ বাতাস ছেদি'
মুক্তি-মন্ত্র গাবে এস আত্মমন্ত্র এযে সকরুণ,
জীবন-সমরে আজি নাচি' নাচি' এস হে তরুণ।

নলিনী-দলগত জল টলমল *

জীবন-প্রভাতে জীবন-সন্ধ্যায় কতটুকুকাল ব্যবধান
কোন্ কবি কবে কবিতায় গানে করেছে তাহার সমাধান ?
ঊষার স্নিগ্ধ মৃদু বায় ছুলি' কুসুমের কলি হাসে,
সন্ধ্যা বেলায় ঢলে' পড়ে হায় কালের গরল-শ্বাসে।
জীর্ণ শীর্ণ সোণালি পর্ণ দিনে দিনে ক্ষীণ ভূমে লুটায়,
অবশেষে আশা-শেষ-রেখা টুকু আকাশে মিশিয়া যায়।

* সাহিত্য সংবাদ। ১৩৩১, ভাদ্র।

মানসী।

চকিতে চলিয়া গেল চপলার প্রায়
চাহিল না চোখে চোখে
রাখিল না বুকে বুকে
মুখে মুখে নাহি দিল সুধার পরশ,
হাসির ঝরণা ঝরা না দিল হরষ।

কেবা সে কোথায় গেল কি নাম তাহার ?
কোকিলের কুহুসম
ভাষা তার অনুপম,
ছন্দে ছন্দে লীলানন্দে লাবণ্য-বিকাশ,
সুরভিত দেহ-বাসে অমিয়া উচ্ছ্বাস।

থেমে গেল রিণি ঝিণি নূপুর নিক্কণ,
অন্তরে বাজিছে আর
সুরের লহরী তার
বাঁশী রবে নাহি উঠে বাজিয়া বাজিয়া,
বীণা আজি নাহি গাহে নাচিয়া নাচিয়া

* সৌরভ। ১৩৩৩, ভাদ্র।

কোথায় বসতি তার আছে কিবা নাই,
ছিল কিনা ছায়াময়ী
ছলনা-রূপিণী অই,
রহিবে কি সত্তা তার যুগযুগান্তর,
অনাদি অনন্তরসে সরস সুন্দর ?

এতরূপ এত রস স্নেহধারা এত
কে কোথা দেখেছে বলো ?
চল ত্বরা চলো চলো
ভুজ-পাশে বাঁধি তারে রাখিব হিয়ায়,
প্রেমের পরশে প্রাণ প্রাণেতে মিলায়।

বাদলের বারিধারা ভেদিয়া চপলা
উজল বরণে দেহে
অপার অসীম স্নেহে
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দেখা নাহি রয় থির,
আঁখি-নীরে নাহি হেরি সেরূপ অথির।

পলকে পলকে চিতে পুলক-কাঁপন,
ঝলকে ঝলকে ব্যথা,
বয়ানে না ফুটে কথা,
মরম ছিঁড়িয়া আহা তোলে তোলপাড়,
দেবী কি মানবী সেগো দানবী আকার ?

শুধু খোঁজা শুধু খোঁজা এই কি চরম ?
বুঝিতে না পাই যদি
নাহি পাই নিরবধি
সে খোঁজা সে বুঝা তবে হবে না বিফল ?
পাওয়া-মাঝে রাজে চির আনন্দ বিমল ।

কি সুখ পাইলে তারে মিশিলে তাহায় ?
কে পেয়েছে সঙ্গ-সুধা,
মিটিয়াছে কার ক্ষুধা,
অজর অমর হ'য়ে আছে কে ধরায় ?
এ মর্ত্ত্য-জগতে কেবা সে কথা জানায় ?

আছে আছে নাই নাই. ভাবনা বিষম,
গিয়াছে সে যাক্ যাক্,
যথা রুচি থাক্ থাক.
দহিয়া দহিয়া মোরে মেরো না গো ভীষণা,
ভালবাসি বলে' আজি সহি এত যাতনা ।

ভালবাসা শুধু কিগো একের সম্পদ ?
আমি এত ভালবাসি,
তুমি মোরে যাও হাসি'
প্রাণ নাশি' প্রিয়তমা কি যে সুখ তব
না পারি বুঝিতে লীলা নিত্য নব নব ।

এ লীলা-খেলায় প্রাণ যায় যদি যাক্,
তোমার কৌতুক যাহা
আমার যৌতুক তাহা
আহা আহা না করিব আর কভু মুখে,
তোমারি ভাবনা সদা রহে যেন বুকে ।

সমাজ-সেবা।

হিন্দু।

হিন্দু!

বজ্র লইয়া তোমার ক্রীড়ন, বিদ্যুৎ-বুকে গাঢ় আলোড়ন,
সাগরে ভূধরে তোলে শিহরণ রুদ্র-ললাটে ইন্দু,
উন্নত তুমি হিন্দু।

যুগে যুগে তব যোগের বহ্নি জ্বালায় নিখিল বিশ্ব,
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত জাতি আঁকে অপূর্ব্ব দৃশ্য,
গরিমায় গড়া ইতিহাস যাঁর নাচায় সপ্ত সিন্ধু,
উন্নত সে যে হিন্দু।

সিন্ধু নদের বিমল-সলিলে অবগাহি' পূতচিত্ত
আর্য্য ঋষির সাম-সঙ্গীতে দিশি মুখরিত নিত্য,
ছন্দে গন্ধে পরমানন্দে
বেদের মন্ত্রে, মধুর মন্দ্রে
পিতা পিতামহ সিন্ধু-নামে কি লভিল সংজ্ঞা হিন্দু?
অতল অপার সাগরে যাঁহারা গণিত গোপদ-বিন্দু
সেই কি এ-জাতি হিন্দু?

সিন্ধু আজি সে হয়েছে "ইন্দাস," ইণ্ডিয়া নামে দেশ
অপরের মুখে মধু-আস্বাদ, তাই কি চরম শেষ?

---

* ঢাকা জিলা, মুরাপাড়ার জমিদার বাড়ীতে বিরাট সভায় পঠিত। "কালের হাওয়া" মাসিক পত্রে মুদ্রিত। ১৩৩২।

সিন্ধু হইতে ইণ্ডিয়া নহে ;—ইন্দ্র সে সুরপতি
তাঁহার রাজ্য এ ভারতভূমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-গতি ;
ইন্দ্রের নামে ইণ্ডিয়া বটে, রাজ্য রাজার নামে,
ভরতের নামে ভারত যেমতি, বাঙ্গালা বঙ্গ-নামে।

বিস্ময় মানে শাহ সেকেন্দ্রা 'পুরু'-বিক্রমে মুগ্ধ,
শৃঙ্খলে বাঁধা হিন্দু-নৃপতি তবু বলে "দেহি যুদ্ধ
নেহি ছোড়্ যাও এ ভারতভূমি ; রক্ত থাকিতে দেহে
সর্প-প্রকৃতি বিজাতি জাতিকে কে ঢুকিতে দেয় গেহে ?"

দিল্লী কনোজে উঠেছিল দুই বিশাল স্তম্ভ গরিমাময়,
একে সহিলনা অপরের যশ, একে দুই হ'য়ে হইল ক্ষয়।
চোহানের চূড়া পৃথ্বীরাজের বিজয় গর্ব্ব সহিতে নারি'
হিন্দুকুলের কালি 'জয়চাঁদ' মারিল ভারতে ভাইকে মারি.'
তবু সে বীর্য্য অটল অচল মরণের কালে হাস্যমুখ,
ঘাতুকের হাতে সঁপিল পরাণ শৃঙ্খলাহত পাতিয়া বুক ;
সেই বটে তুমি হিন্দু ? কোথা আজি তেজো-বিন্দু ?
বুদ্ধ হর্ষ নন্দ অশোক চন্দ্রগুপ্ত-ভূপতি মৌর্য্য
ধ্বনিল রাজ্যে গভীর-মন্দ্রে রিপুভয়কর প্রলয় তূর্য্য,
দলিয়া মথিয়া অযুত সেনানী
ভাঙ্গিয়া লুঠিয়া পাহাড় বনানী,
লক্ষ পরাণ ছুটিত অমনি বক্ষে আটিয়া বীর্য্য,
হিন্দু ধ্বনিত গভীর মন্দ্রে রিপুভয়কর তূর্য্য।

প্রতাপে রুদ্র প্রতাপসিংহ সিংহের সম বাপ্পাবীর
ফেরুপাল সম গণে সে শত্রু বিপদে সম্পদে সমান ধীর ;

রক্তলহরী করে টগ্‌বগ ভক্ত বীরের বক্ষে
সূর্য্যরশ্মি ফুটিয়া টুটিয়া বাহিরায় বুঝি চক্ষে,
ভবানী-ভক্ত কই সে হিন্দু স্বাধীনতা যার ধর্ম্ম,
গুরু-ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি জগতে অতুল কর্ম্ম ?
থাকো যদি কেহ তেমন হিন্দু অমিত অতুল শকতি ধর,
আলস-নিদ্রা শয্যা ত্যজিয়া লহ সত্বর আত্মবর।

আকাশ বক্ষে লক্ষ্য ছুড়িয়া সাগর চিড়িয়া কক্ষ গড়িয়া,
বেহুস্ পরাণে মাতিয়া নাচিয়া শিবাজি-সৈন্য উল্কা প্রায়,
ছুটিয়া পড়িত অরাতির দলে,
তৃণদল-সম দলিত সকলে
'হর হর হর শঙ্কর' বলে' ধ্বনি দিত দিগ্‌বধূর গায়।
মেবার মারাঠা শিশোদিয়া যদু বৃষ্ণি পাণ্ডুবংশধর,
দেবতা অংশে ভূপতিবংশে সকলে অমিত শক্তি ধর,
আলস-নিদ্রা শয্যা ত্যজিয়া লহ আজি পুনঃ আত্মবর।

কোথা সে হিন্দু বিজ্ঞানবিদ্ গণিত-গগনে ভাস্কর ?
খনা লীলাবতী বরাহমিহির কীর্ত্তিতে অবিনশ্বর ?
বিশ্বকর্ম্মা ময়দানবের বিস্ময়কর অশেষ কাজ,
স্থপতিশিল্প-বিজ্ঞানবিদে দিবে চিরকাল চরম লাজ।
ভুবনেশ্বর ভিজাগাপটম রাজমাহেন্দ্রী জগন্নাথ,
দক্ষিণাপথে দক্ষিণে বামে মন্দিরে ঘাটে শিল্প ঠাঁট্।
সেই বটে তুমি হিন্দু, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সিন্ধু।
হিন্দুতীর্থ সোমনাথ কাশী পুরী বৈদ্যনাথ গয়া,
সহে অনাচার পাপীর পীড়ন, তবু তারে করে দয়া ;

নিকষ পাথরে সোণার পরখ, আগুনে পুড়িয়া দীপ্তি,
পাপী সে বাড়ায় তীর্থ মহিমা বাড়ায় দেবতা-কীর্ত্তি।

ভারতের প্রতি ধূলিকণা-মাঝে কোটী হিন্দুর তীর্থ,
হিমালয় হ'তে ধনুকোটি আর
কাশ্মীরাবধি কামরূপ যার
অগণিত মঠ অগণ দেবতা গড়ে মধুময় মর্ত্ত্য।
বৃন্দারণ্য মথুরা প্রয়াগ বিন্ধ্য বদরী ও হৃষীকেশ
অযোধ্যা মিথিলা চন্দ্রনাথের সীতাকুণ্ড যে পাপের লেশ—
নাশে মানবের ; চিত্তে চকিতে জাগায় শকতি কুরুক্ষেত্র ;
অর্জ্জুন যথা গাণ্ডীবধারী শুনে গীতাবাণী অতি পবিত্র।
খাণ্ডবদাহী কোথা পাণ্ডব কোথা তাণ্ডব বীরের নৃত্য ?
প্রলয় আকারে কোথা সেই ভীম ক্ষাত্রশক্তি প্রলয় মূর্ত্ত ?

গীতা রামায়ণ মহাভারতের স্রষ্টা হিন্দু তাপস ঋষি,
হিন্দুশাস্ত্র-প্রসাদ-পুষ্ট কত না বিশ্বে দেশী বিদেশী।
অনাদি কালের আদি পুঁথি বেদ তুলনা-বিহীন ধরণী মাঝে,
সংহিতা স্মৃতি উপনিষদে পুরাণে কাব্যে অমৃত রাজে।
সেইত আমরা হিন্দু, জ্ঞানে ও কর্ম্মে সিন্ধু।

জগৎ জুড়িয়া কে পাবে কোথায় ষড়দর্শন-তত্ত্বসার,
শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ আদি ষড়বেদাঙ্গ চমৎকার !
দিব্য ভাষায় গ্রথিত শাস্ত্র অতলস্পর্শ রত্নাকর
সুধী তথা লভে রতন নিচয়,
মূর্খ সে লভে অতল নিরয়,
হাঙ্গরমুখে ভাঙ্গে সে অস্থি না বুঝি অর্থ গভীরতর।

আর্য্যভাষা সে অমৃতভাষা মৃতভাষা আজি, কালের কোপ !
আমরা হিন্দু জননী-বিহীন, নাই কিরে ক্ষোভ নাই কি শোক ?
আপনা ছাড়িয়া পরের দুয়ারে স্বাধীনতা ছাড়ি' পর-অধীন,
বিজাতি ভাষায় জীবন ভাসায় জগতে হাসায় ; দারুণ দীন !
হিন্দুর দেশে বাল্মীকি ব্যাস দণ্ডী কালিদাস কবির সেরা,
ভবভূতি বাণ মাঘ শ্রীহর্ষ ভারবি ও ভাস পৃথিবী-ঘেরা—
কীর্ত্তি রাখিয়া মরিয়া অমর, অজর তাঁদের শিষ্যগণ,
কিন্তু আমরা বাঁচিয়াই মরা, আপনার জনে বিস্মরণ !
দিব্যদৃষ্টি গোতম কণাদ কপিল জৈমিনি পতঞ্জলি,
হৃদয়রক্ত-কমল-অর্ঘ্য, ঢালে ভগবানে কৃতাঞ্জলি ।
আমরা যে আজি হয়েছি সভ্য নব্য ভব্য মুর্ত্তিমান্,
আপনারে ছাড়ি' পরকে লইয়া বিব্রত উদার বুদ্ধিমান্ ।
'মনু ও অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতাকার,
শিখা-সূত্রধর তারা যে বর্ব্বর মানব কিস্তুত কিমাকার ।
তাঁদের গ্রন্থ ভারতভূমিকে করেছে অধীন নিঃস্ব,'
হিন্দুর মুখে আজি ঐ বাণী, চমকিত সারা বিশ্ব ।
ব্যাধি শোক তাপ ছিলনা তখন,
শতাধিক আয়ু মানব জীবন,
রোগে শোকে মরা আমরা এখন বচন-ধন-সর্ব্বস্ব ।

নালন্দার গায় তক্ষশিলায় বিদ্যা বিলায় বৌদ্ধগণ,
সারনাথ স্তূপে প্রাচীনকীর্ত্তি প্রচুর বিত্ত শ্রেষ্ঠধন ।
হিন্দু বৌদ্ধ নহেত পৃথক্, নহে মন প্রাণ দোহার ভিন্ন,
"বাসুদেব" কিবা পূজ 'তথাগত' 'ব্রহ্ম' অথবা 'শূন্য' ।"

বিদ্যা-গরবে অতুল বিভবে বিক্রমভূপ তুলনাহীন,
নব রতনের সভা গড়ে রাজা, লভে তাহে ঠাঁই ধনী ও দীন।
কায়স্থ-ভূপ প্রতাপাদিত্য বৈদ্য-ভূপতি কেদার রায়
জাতির ধর্ম্ম আকড়িয়া তাঁরা যশোভাতি জ্বালে বাঙ্গলায়।
কোথা আজি সেই আত্মধর্ম্ম জাতীয় ধর্ম্ম হিন্দুর ?
আমরা বিজাতি বিদেশী খেয়ালে ডুবিয়াছি জলে সিন্ধুর।

রত্নপ্রসবা এ ভারতভূমি, আমরা রতনে বঞ্চিত,
হিন্দু তোমার শোণিতবিন্দু হয় না কি দেহে কুঞ্চিত ?
হিন্দু বলিয়া তোমার গর্ব্ব
আছে কি জাতীয় ব্রত ও পর্ব্ব ?
অহিন্দু আচারে ডুবাইয়া মন রাখোনি ধর্ম্ম সঞ্চিত।
ব্যবসা বাণিজ্য, চাঁদ সদাগর, বিজয়সিংহ সিংহলে,
বাণিজ্য তরণী, অর্ণবযান, কোন্ দিকে তব মন চলে ?

কোথা আজি সেই হিন্দু রমণী অহল্যা ভবানী লক্ষ্মীবাঈ,
হিন্দু রমণী বীরের ঘরণী
অবীরার মত দিবস যামিনী
কাটাইছে কাল দীনা ও মলিনা বীর্য্যবিহীনা কামনা-ঠাঁই।
হিন্দু তোমার শোণিতবিন্দু হয় না কি দেহে কুঞ্চিত,
রত্নগর্ভ শাস্ত্র-সাগর, আমরা রতনে বঞ্চিত।

শাস্ত্রবিধান—সকাল দুপুর সন্ধ্যা, দিবসে তিনটীবার
ডাকিবে ঈশ্বরে, চরে ও অচরে বিচরে সতত করুণা যাঁর।

হিন্দু আমরা ভুলি' সেই বাণী ভুলিয়াছি পাতা ধাতার নাম।
পূর্ব্বপুরুষ গোত্র বংশ নাহি জানি কিছু, বিধাতা বাম।
ভোজনের পুঁজি নাই গৃহমাঝে অথচ সর্ব্বদা সর্ব্বভুক্,
বহ্নি আমরা উদর-বহ্নি ললাট-বহ্নি বহ্নিবুক।
গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র সিন্ধু কাবেরী গোদাবরী
ইরাবতী নদী-নদের সলিল-সুধায় ভাসিয়া হিন্দু তরী
মিটায় পিপাসা মরমানবের, অমরতা দানে ভারতবক্ষে,
অসুর যাহারা তাহাদের গতি বিজাতীয়জলে বিদেশী-কক্ষে।
হিন্দু আমরা নিজের ধর্ম্ম নিজ জাতি ভাষা আকড়ি ধরি'
বিশ্বজাতির বিস্ময় ভেদি' ভীষ্মের মত বাঁচিব মরি'।

উকীল। *

মোরা আইন কেতাবের পোকা,
নহিত কেহই বোকা,
যারে বাগে পাই, রকমে সকমে
হলটি বসাই চোখা।
মোদের শুনি' ইংরিজি বুলি
মক্কেল যায় ভুলি;
অমানুষ ভাবি হাজার সেলামে
পায়ে ঢালে টাকা-ঝুলি।

---

* সুর-সংযোগে গান করা চলে, অথচ বিনা সুরে সভা সমিতিতে পাঠ করাও যাইতে পারে।

তাতে কেহ হয় ডাহা ফতুর,
সানন্দে নাচে চতুর,
কাহারো ভিটায় ঘুঘু চড়ে আহা
কেহ হয় চির-আতুর।
মোদের বার লাইব্রেরী হলে
(শত) সমব্যবসায়ি-দলে
রেঙ্কী বড় কি রাসবিহারী
এই নিয়ে বাদ চলে।
বিশ্ব-বিত্তার আগার
বছরে দুইটি বার
প্রসব করিছে হাজারে হাজার
ইয়ং জুনিয়ার।
মোদের হলে নাই সিট চেয়ার,
কারু নাই তাতে কেয়ার,
মাটিতে অথবা পাটিতে বসিয়া
খাটিছে ল-ইয়ার।
কোথাও তড়িতের দ্রুত পাখা,
(তাতে) ঘুমটি যায়না রাখা,
ঢুলু ঢুলু মাথা ঢলে বেয়াদব
Daily paper এ ঢাকা।
উঠে প্রাইভেট রুমে তর্ক
'বীর বটে বিসমর্ক'
তাস পাশা ব্রীজ বিজিক্ দাবায়
নেমে আসে সুখ-স্বর্গ।

আমরা সহরে দিয়াছি পাড়ি,
সমাজেরো ধার ধারি,
সাদাসীদা-চাল্ বামুন গুলোর
দেমাক্ বেড়েছে ভারি।—
তাই চটি ও চাদরে চটি,
গাউনে টাউনে রটি,
মনু দায়ভাগ জ্যোতিষ বচন
শিখিয়াছি মোরা ক'টি।
বাহিরে ফরাস লণ্ঠন,
ভিতর বাড়ীমে ঠন্ ঠন্,
(কিন্তু) গোপন খাদ্য পানীয়ের তরে
পকেটে বাজে ঝন্ ঝন্।
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কাউন্সিল,
(তাতে) ঢুকিতে এনার্জি জীল,—
কেবা দেখে গণে মাসের প্রথমে
কত যায় রাহা বিল ?
মিউনিসিপাল ভোটে
কেন্‌ভাসিংএর চোটে,
'চেয়ার মানব'-চাতক কণ্ঠে
'রা-সাহেব'-রস ফোটে।
কর্পোরেশনে P. K. R.
C. A. T., D. O. G. শত আর,
কত বা বলিব খেতাবের কেতা
হ, য, ব, র, ল, লেটার।

ব্যব্‌সা মোদের স্বাধীন,
নহি চাকুরিয়া দীন,
দিনকে বানাই রজনী আমরা
রজনীকে গড়ি দিন।

খুলি নানা রকমের ফণ্ড্‌,
নাইক জামিন বণ্ড্‌
যৌথ কারবারে দেশ-উপকারে
হরি কত মূলধন।

নিয়ে স্বত্বের মামলা,
আসে কত গেঁয়ে আমলা,
স্বত্ব রাখিতে সত্যকে দলি
(যবে) পরিনা মিথ্যা শাম্‌লা।

মোরা সব সব-জ্যান্তা
বাই-ল ফাইল পাস্তা,
নজিরের জোড়ে মুন্সেফ জজে
লেগে যায় তাক্‌ ধাঁধাঁ।

প্রভো হে জনমে জনমে
(যেন) জনমি উকীল-ভবনে,
'জীবন-কাহিনী রচিব জমকে'
উচ্চ বাসনা মনে॥

ই-ব্রা-হি-ম।

বিশ্ববিদ্যা-সাগরের ছাপ জুড়িয়া নামের পাছে,
বন্ধুদের বামা বিনয় বচনে জানায় বাবার কাছে
"আমেরিকা কিবা বিলাতে জাপানে জার্ম্মাণে যথা রুচি
...অনুমতি যদি হয়...তবে আমি...গণিনা অশুচিশুচি
বিদেশের বায়ু শিখায় যা সব এদেশ কি পারে তাহা ?"
শুনি সে বারতা পিতার হৃদয় ভাবিছে বাহবা বাহা ;
স্নেহের বাঁধন শ্লথ যদি হয় কি হবে শেষের গতি ?
এই ভাবি শেষে প্রকাশিল পিতা আপনার শুভ মতি ;
হৃদয়মাণিক কলাপাণি-পারে ধুইতে আপন মলা
যেতে চায় যাক্, যথন যা রীতি, শোভেনা কিছুই বলা ;
"শোনোরে বাছনি তোমার জননী কি বলেন যাক্ শোনা।"
বলেন জননী, সেত ভাল কথা, তবে বাবা বাছা সোণা !
বিয়েটি তোমার হয়ে যাক্ আগে বৌমা আস্থন ঘরে
বিলাতে অথবা বিলাত পেরিয়ে যেতে চাও যাবে পরে।"

হ'য়ে গেল বিয়ে, বধূ ঘরে দিয়ে বিলাতে চলিল বামা ;
ছু'বছর পরে সিভিলের পাশ নিয়ে যে-ই দেশে নামা
শোনে আচম্বিত, একি বিপরীত, পিতা মাতা কাশীবাসী
বধূকে তাহার দিয়ে গেল ঘরে শ্বশুর মশায় আসি'।
চাটিগাঁ সহরে পাহাড় উপরে খাসা সরকারী বাসা,
বামাকান্ত বোস্ ভারত সিভিল, ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসা,

"কালের হাওয়া" মাসিক পত্র। ১৩৩২, পৌষ।

সাহেবী ফ্যাসনে বিলিতি ধরণে কাটান দিবস রাতি,
সহর ভরিয়া জ্বলে ধিকি ধিকি তাঁহার যশের ভাতি।
কেহ বলে ভাই, শুনেছ সবাই, কথাটা কি তবে খাঁটি
সাহেবের ঘরে হিন্দুরমণী থাকে সুখে পরিপাটি ?
বি, কে, বোস্ কিবা পি, কে, বোস্ তাঁর নামটি জানিনি ঠিক্
ম্যাজিষ্টর তিনি তাঁহার ঘরণী জানেনা দিগবিদিক্ ;
স্বামী যদি চলে পচিমের দিকে তিনি যান পূবমুখে,
অথচ তাঁদের জীবন যাপন হতেছে পরম সুখে।

এ ছয় বছরে মা ষেটের বরে চারিটি স্বরগ দূত
পিতা ও মাতার জুড়েছে অঙ্ক, এ নহে কিছু অদ্ভুত।
খোকারা সকলে সাহেবের চালে মেয়েটী মেমের মত
করে চলা-ফেরা, চরে গাড়ী ঘোড়া, আর বা বলিব কত ?
শিশুদেরে মুখে মা শিখান সুখে ভারত-রামাণ কথা
পিতা বলে ড্যাম, ছিছি শেম্ শেম্, ওসব মুণ্ডু মাথা
শিখিয়ে তোমরা শিশুদেরে মরা অকালে করিতে চাও
জাননা কেমন বীর নেল্‌সন্ অথবা ক্রমোয়েল তা-ও।
শুনেছ কি নাম কে নেপোলিয়ান কাইজার মহাবীর ?
ভীমার্জ্জুন রাম, বুজরকি কথা, রাবণ সে দশশির !

হেসে ঢলাঢলি করে বলাবলি চাটিগাঁর লোক সবে
শরীরের রংএ বাঙ্গালীই বটে ধরমে ক্রীস্তান্ হবে।
বেয়ারা খানসামা বাবুর্চ্চি পিয়ন সকলি মুসলমান,
গির্জ্জা মজিদে চার্চ্চে মন্দিরে ভুলে তিনি নাহি যান।

দ্বিতীয় প্রস্থ হিন্দু চাকর পাচক নফর ঝি
প্রিয়ার হুকুমে রয়েছে নিরত, বেশী কথা কব কি—
ভোর বেলা উঠি' চা হালুয়া রুটি সাহেব সেবন করে,
পতি-বিনোদিনী সাজান সে সব অন্দাতরে নিজ করে।
বাজারের কেনা মাংস ডিম্ব পলাণ্ডু ইত্যাদি
তৈয়ার করিতে রহিয়াছে বাঁধা বিজাতি ভৃত্যাদি।

পতি ও পত্নী দু'রকম-রুচি শুচিবায়ু ঘরে বাহিরে,
আহারে বিহারে বসনে শয়নে রূপের অন্ত নাহিরে!
ডাকেন জননী ডাকেন জনক খাবি আয় কোথা কে?
ঐ দেখ দেখ মার পাত ঘিরে সবাই বসেছে যে।
স্নান দান ধ্যান, লক্ষ্মীনারাণ, শনিবারে শনিসেবা,
ব্রত ও পার্ব্বণ সাহেবের ঘরে কখন দেখেছে কেবা?

শিশুরা সকলে মায়ের মহলে লোটে স্বরগের সুধা,
পিতা মহাশয় চামচে কাঁটায় মিটান বিলিতি ক্ষুধা।
ই-ব্রা-হি-মের খিচুড়ী বাতাসে পিতার উদার মন
গণ্ডীতে বাঁধা চাহে না থাকিতে, কিন্তু সে শিশুগণ
বাহিরে বিলিতি ভিতরে হিন্দু, পরে যে কি হবে জানে কে?
ওদের বংশ কেমন বা হবে? ভাবী কথা শুধু জানে সে॥

বর্ত্তমান আর্য্য সমাজ। *

(কবির দলের গান)

দেশের দুঃখের দশা, দুঃখ-হরা তারা
তোর চরণে জানাই।
করে' এল-এ, বি-এ, এম-এ পাশ
ঘরে ভাত নাই পরের দাস, শুধু হা হুতাশ
সুখের মুখে ছাই।

(ফুকার)

মাগো—একটি ছেলে মানুষ করতে
স্কুল কলেজে দিলে পড়তে
বহুৎ অর্থ বিনাশ হয় তার তরে,
একটু ব্রিটিশ-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লে উচ্চ শিক্ষিত বলে
মা—মাগো,
তবু চাকরী পাওয়া বিষম ঠেকা,
উমেদারীর ঘী-তৈল মাখা,
বাড়ী থেকে পেলে টাকা বাবুর খাসা-খরচ চলে।

(মিল চিতান)

এখন চাল চলন আর পোষাক-পরা বিদেশী ফ্যাসনে,
দেশে বিদেশী সুশিক্ষার টানে
গুড্ মর্ণিং-এ প্রণাম গেলো।

---

* ঢাকা, শক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে কবির দলের গীত। ১৩৩১ সন, মাঘ
রচয়িতা—শ্রীযুক্ত হরিচরণ আচার্য্য।

(মোড়া)

এইত হ'ল শিক্ষা,
এখন রক্ষাকালী কর রক্ষা,
নৈলে সব ফুরাল।

(ডাইনা পঞ্চ)

কোট পেন্টুলেনের সভ্যতার দায়,
(আরো)—চোগা চাপকান বুট জুতা পায়,
চক্ষে চশমা নব্য শিক্ষার ফল।
দেখলে অনুমান হয়
এই বুঝি সেই হনুমানের দল।
ঘুচায়ে হিন্দুত্বের দাবী
চলন চালন সব সাহেবী,
মুখে পাউডার মেখে দেশী বিবি
ভাঙ্গা ঘর করতেছে আলো।

(টেক)

শিক্ষায় শিক্ষায় সোণার ভারত
ভিক্ষার পথে এলো।
দেশে সদাচার আর নাইকো মোটে,
নাই স্নান-সন্ধ্যা গঙ্গার ঘাটে,
গুটি সূতার যজ্ঞসূত্র গলে ;
বৃদ্ধ ঠাকুর দাদার মৃত্যুর পরে
গোত্র গেলেম ভুলে,
মা, মা—গো ;

এখন জুতা পা'য় পায়খানায় যাওয়া,
নাই হাত-মাটি ঘটিধোয়া,
ভূতের রান্না প্রেতের খাওয়া
যত জাহাজে হোটেলে।

(মিল চিতান)

আগে মহদ্ গুণে মহামান্য ছিল ভারতবাসী
যত যোগী তপস্বী আর্য্য ঋষি
কলির কালগ্রাসে পৈল।

(অন্তরা)

ভারতে মুখ তুলে চাও মুক্তকেশী!
আবার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মাও এনে
ব্যাস বাল্মীকাদি আর্য্য ঋষি।
নাই সে তীর্থের ক্রিয়াকাণ্ড
অসভ্যের কাজ গয়া পিণ্ড
করতে যায় কে অর্থদণ্ড
শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, কাশী
ছোঁয়না—বেলপাতা আর তুলসীপাতা
চা-পাতার আদরটা বেড়েছে বেশী।
ভারতে মুখ তুলে চাও মুক্তকেশী।

(পর চিতান)

আগে—সংস্কৃত বাঙ্গ্লা পড়ে'
ধর্ম্মের জোরে, সুখে থাকৃত দেশ।

করত গীতা-ভাগবত-পুরাণ-পাঠ,
ধান বিনে জান্‌তনা পাট,
দেশে চাঁদের হাট, লক্ষ্মী-সমাবেশ।

(৩নং যুবকার)

কেহ—করে' পৈতৃক সর্ব্বস্বান্ত
পাশ করে' এন্‌ট্রান্স পর্য্যন্ত
পড়া ক্ষান্ত ঘোর অভাবে পড়ে'।
কেহ ধরা দেখে সরার মত,
ইংলিশপড়ার জোরে, মা-মাগো,
কারো—একুল সেকুল গেল প্রভু,
নাই কোন ব্যবসার কাবু,
কেউ সেজে ফটটিং বাবু
শুধু—বাপ-জ্যাঠামি করে।

ব্রাহ্মণ

[১ম অংশ]

নমস্কার লহ নমস্কার,
জনম লভিলে দেব উত্তমাঙ্গ হ'তে বিধাতার ;
নমস্কার চরণে তোমার।
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র সৃষ্ট বটে একই পিতার,
নহেত ঔরস-জাত পিতারই বিধান মত
শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হ'তে ক্রমে জনম সবার
নমস্কার লহ নমস্কার।
মাথা হতে জন্মহেতু বিপ্র শুধু ব্যস্ত নিয়ে মস্তিষ্কের ভার,
বাহুজ বাহুর কাজে, বৈশ্য বাণিজ্যের সাজে.
শূদ্র—সেও ক্ষুদ্র নহে—ক্ষত্রের সেবার ;
বিপ্রপদে কোটী নমস্কার।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে ত্রিগুণা প্রকৃতি,
গুণ কর্ম্ম ভেদে বিধি চারিবর্ণ সৃজে।
সত্ত্বগুণে শ্রেষ্ঠবর্ণ. সত্ত্বরজে রাজা,
রজঃ-তমে বৈশ্যশক্তি, তমঃ শূদ্র নিজে ;
সর্ব্বদেশে সর্ব্ববর্ণে ওই মাত্র সৃষ্টির ব্যাপার—
ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে ;

* 'নিখিল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনে পঠিত। স্থান, ভট্টপল্লী। ১৩৩০, চৈত্র। "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকায় মুদ্রিত। কলিকাতা, ১১৫ (A) আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ১৩৩১, বৈশাখ।

রাজনীতি, শস্ত্র-রিপু, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য-আগার
করে আলিঙ্গন নিত্য বিধাতার প্রলয় ফুৎকার,
কার শক্তি সহিবারে ঈশানের বিষাণ-চীৎকার?
ধর্ম্মবিনা ব্রহ্ম বিনা অন্য সব নশ্বর অসার,
হে ব্রাহ্মণ! লহ নমস্কার।

ব্রাহ্মণের কৃপাবলে লুঠি মোরা জ্ঞানের ভাণ্ডার,
সুদূরে অজ্ঞান রাশি পলাইল দশদিশি
বিজ্ঞানরশ্মিতে তাঁর নিভিল আঁধার,
নমস্কার লহ নমস্কার।
আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, জ্যামিতি ও ভূগোল খগোল
প্রাচীনভারতে কিগো তোলে নাই মত্ত মহারোল?
ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞাবুদ্ধি করিল যে কত আবিষ্কার,
দানে ধ্যানে তপে জপে কেবা বিশ্বে সমান তাঁহার?
নমস্কার লহ নমস্কার।
মরীচি অঙ্গিরা আদি সপ্তঋষি দীপ্ত সপ্ত ভানু,
স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ বৈবস্বত আদি সপ্ত মনু
তুলেছিল এক দিন বিশ্বমাঝে প্রলয় হুঙ্কার,
সে হুঙ্কারে নেচেছিল সাহঙ্কারে প্রণব-ওঙ্কার।
বিপ্রপদে কোটি নমস্কার।
শশাঙ্কে কলঙ্করাশি, ক্ষতাঙ্ক বাসবে,
জরা প্রাপ্তি যযাতি রাজার—
ইতিহাস রেখে গেছে বিপ্র-মর্য্যাদার;
কপিলের কোপানলে ভস্মীভূত অগণিত সগরসন্তান,

প্রদীপ্ত সাত্ত্বিকতেজে রজোগুণ হয় খান খান্,
ভার্গব পৃথিবীভার ঘুচাইল একবিংশবার,
ধরে বিপ্র-পদ-চিহ্ন মহাবিষ্ণু হৃদয়মাঝার,
নমস্কার চরণে তোমার।

অগস্ত্য করিল যবে যোগবলে সমুদ্রশোষণ,
দণ্ডক রাজার রাজ্য ব্রহ্মতেজে অরণ্য ভীষণ,
সেই তেজঃ সেই শক্তি একেবারে নহে নির্ব্বাপিত
তোমার ও আমার মাঝে সেই বহ্নি ভস্ম-আচ্ছাদিত,
কর উদ্দীপিত উহা, ধরিবে সে প্রলয় আকার,
সমগ্র বসুধা আসি লুঠিবে যে পদতলে তার,
বিপ্রপদে কোটি নমস্কার।

দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা অস্ত্রগুরু বিদিত জগতে,
অগ্নি, বায়ু. জলবাণ কত শত বরষে চকিতে,
ব্রহ্মমন্ত্র-শক্তিপূত জৃম্ভকাস্ত্র সম্মোহন বাণ
রাজাবৈরী বিজ্ঞানেরে করেছিল নত হতমান ;
নাই যে অর্ণবযান, বিমান-পুষ্পকরথে জড়তা প্রসার,
ভুলিয়া জড়ের মোহ, অজর ভারত ধবে অমরতা-সার,
বিপ্রপদে কোটি নমস্কার।

চড়ক সুশ্রুত আদি মহাঋষি মনীষিপ্রবর
রসায়নে রসাভিজ্ঞ ;—বেদান্ত ডিমিণ্ড নাদে সাক্ষাৎ শঙ্কর,
শ্রীরামমোহন রাজা, রামকৃষ্ণ-সেবা-সম্প্রদায় ;
গোরাচাঁদ ভাসাইল বসুমতী প্রেমের বন্যায় ;
মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী লোকনাথ, বামা,
ত্রৈলিঙ্গ, ভাস্কর স্বামী, তুলসী ও দয়ানন্দ আর

সকলি যে বিপ্রগুরু বিশ্বগুরু ব্রহ্ম-অবতার,
হে ব্রাহ্মণ লহ নমস্কার।
কঠোর সাত্ত্বিক ধর্ম্ম লইয়ে মাথায়,
যজ্ঞের অনলধূম পাতায় পাতায়—
বিজন আশ্রম দেশে পুণ্যের প্রসার
কোন্ জাতি করে বারবার, রক্ষিবারে আর্য্য-সদাচার ?
বিপ্রপদে কোটি নমস্কার।

পরার্থে স্বার্থেরে বলি দিলা যবে হেলায় ভূসুর,
চাহে নাই তাঁরা কভু রাজ্য-ভোগ বিলাসের পুর,
সেই ত ব্রাহ্মণজাত ; পাপী তাঁরে বলে কিনা ধূর্ত্ত স্বার্থপর !
রসনা স্খলিত হ'ক্, যাক্ রসাতলে তেমন পামর।
নমস্কার লহ বিপ্রবর।

পাঠান মোগল শক্তি ছেয়েছিল একদিন সমগ্র ভারত,
বিশ্বব্যাপী ছিল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-অধিকার,
স্মার্ত্ত রঘু নিবারিল হিন্দুদের ধ্বংস-হাহাকার ;
শ্রুতি স্মৃতি মনু অত্রি বিষ্ণু ও হারীত
যাজ্ঞবল্ক্য গায় বর্ণধর্ম্ম-জয়কার
বিপ্রপদে কোটি নমস্কার।

ব্রাহ্মণ-শোণিত নিয়ে এখনও বেঁচে আছে কত কোটি প্রাণ,
এখনও দিকে দিকে বিদারি' অম্বর উঠে কত পুণ্য সামগান,
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানে হইয়া অমর
মরিয়াও বেঁচে আছে কত দ্বিজ পৃথিবী উপর ;
নমস্কার লহ বিপ্রবর।

তাঁদের চরণ ধূলি লইতে মাথায়, প্রাণ কত চায়
এবে শুধু করি হায় হায় ; যায় ধর্ম্ম যায় !
আবার উঠিবে কিগো সমগ্র ভারত জুড়ি বেদের ঝঙ্কার ?
ব্রাহ্মণের দীপ্ততেজঃ আকাশে বাতাসে কভু ভাতিবে কি আর
ঘুচিবে কি ধরা হ'তে অজ্ঞানতা-অমঙ্গল অধর্ম্ম-আঁধার ?
বল দেব পরব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-জ্ঞান-পারাবার ;
নমস্কার লহ নমস্কার !

নিশ্চয় নিশ্চয় পুনঃ দূরে যাবে অজ্ঞানতা অধর্ম্ম আঁধার,
দাও শক্তি শক্তিমন্ ! দাও ভক্তি নিষ্ঠা সদাচার,
উঠ জাগ বিপ্রবংশ ! মোহ-নিদ্রা কর পরিহার,
লভ সবে জগতের নিত্য নব কোটি নমস্কার ;
প্রণিপাত চরণে তোমার ।

ব্রাহ্মণ।

[২য় অংশ]

অতীতের গাঁথা স্মরিয়া স্মরিয়া ফুকারিয়া কাঁদে চিত্ত,
কি ছিল মোদের কিবা নাই এবে হারিয়েছি কোন বিত্ত ?
মাভৈঃ, এখনো হই নাই সবে অতীত-শক্তিহারা,
বুকে হাত দিয়ে দেখো জ্বলে তথা ক্ষীণ রক্তেরি ধারা—
পূর্ব্বপুরুষ পুণ্যকীর্ত্তি মহাঋষিগণ দিলেন যা,—
অমর শাশ্বত জীবন-শোণিতে অনলের রাশি নিভেনি তা।
ধর্ম্মরাজ্যে বিশালা নগরী গড়েছিল যাঁরা ধর্ম্মপ্রাণ,
আমরা যে সেই ঋষি-শাণ্ডিল্য কশ্যপ ভরদ্বাজ-সন্তান।
বাৎস সাবর্ণ বশিষ্ঠ গর্গ আমাদের মাঝে নাই কি আজ ?
গোতম শৌনক পরাশর ঋষি রাজে দেশভরা ছদ্ম-সাজ !
অঙ্গিরা ভৃগু মৈত্রেয়াণী অত্রি দধীচি বৃহস্পতি,
জমদগ্নির অগ্নির কণা জ্বলেনা কি দেহে একটি রতি ?

বীর্য্যবিহীন আর্য্য-আচার-শূন্য নহেত সকল দেশ।
মন্ত্র-ওষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভুজগ সমান ক্ষীণবেশ !
কোন্ যাদুবলে আমরা সকলে ছলে কৌশলে লাঞ্ছিত ?
ভুলিয়াছি যত আপনার কিছু বিলাস লালসে মূর্চ্ছিত !
ভেঙে দাও সবে যাদু বুজরুকি ভেল্কীর গড়া অসার প্রাণ,
আর্য্যজনের ধর সংযম ব্রহ্মচর্য্য অমূল দান।

* "পূর্ব্ববঙ্গ প্রাদেশিক ব্রাহ্মণ সভায়" পঠিত। স্থান, ঢাকা জিলা, মহেশ্বরদী পরগণা। "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকায় মুদ্রিত। ১৩৩১, ফাল্গুন।

সন্ধ্যামন্ত্রে অমোঘ শক্তি, তন্ত্রে বিপুল সাধনা,
সিদ্ধিমার্গ করে প্রসারিত, ভক্তি আঁচলে বাঁধনা—
সেই মহাধন, ওহে মহাজন-সন্তান তুমি ধন্য,
স্বর্গ ডুবায়ে নরকে আদর হবে তব কোন্ জন্য ?
ধর্ম্ম ও ভাষা শিক্ষা আচার ভারতে মহান্ নিত্য,
বেদ-বেদান্ত স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ-কাহিনী সত্য—
করে পরকাশ, মিথ্যা-বিনাশ, আকড়িয়া ধর তাহা,
জ্ঞানে বিজ্ঞানে নব রসায়নে তবেই বাহবা বাহা !

ক্ষাত্র শক্তি লভিতে বাসনা হৃদয়ে যাহার জাগে,
সত্ত্ব থাকিবে পিছু পিছু তথা, রজোগুণ যাবে আগে।
পিতা পিতামহে নিন্দিয়া চির ভুলিয়া বংশ নাম,
পর-ইতিহাসে বিজ্ঞতা কভু হয় না সফলকাম।
ঐ-ত স্বজাতি-স্বদেশদ্রোহিতা, জাতি-ধর্ম্ম-নাশ ঐ বটে,
বিজাতি আচার আহার আকার ঐরূপে ঢুকে ঘটে ঘটে।
"ভুলো ভগবান্ হও শয়তান" বলে কি কোনও ধর্ম্মে ?
আজ কেন তবে ভগবদভাব প্রকট সকল কর্ম্মে ?
দ্বিজের চিহ্ন যজ্ঞসূত্র মর্য্যাদা তার স্বর্গ যে,
প্রণমি' তাহায় নিত্য শান্ত লভিবে অপবর্গ সে।

বসনে ভূষণে অশনে আসনে সংযমী যাঁরা বিপ্র,
ব্যসন ফ্যাসন্ দলে পদতলে লভে চিতে সুখ ক্ষিপ্র,
স্বার্থত্যাগের মধুর মন্ত্রে আজো ব্রাহ্মণ দীক্ষিত,
গুরুর ভবনে টোলের ছেলেরা সন্তানবৎ শিক্ষিত।

বিনা খরচায় লভে তারা সবে ভবে অমূল্য রত্ন,
স্বার্থবিহীন বিদ্যা প্রদানে তেমন কাহার যত্ন ?
প্রাচীন যা-কিছু শুদ্ধ সত্য, নন্দিত পূত ধন,
ত্রিকালদর্শী ঋষি যাঁরা সবে বন্দিত-শ্রীচরণ,
দৃষ্টি যাঁদের সূক্ষ্ম সবল, কালের প্রাচীর ভেদে,
তাঁদেরি বাক্য বেদবাণী, বৃথা মরির কেনবা খেদে—
নিন্দিত যাহা নন্দিত নহে স্থূলদর্শীকে মানি' ?
অন্ধ দেখাবে অন্ধেরে পথ, এনহে কলুষ ঘানি !
বর্ত্তমানের যা-কিছু বৃহৎ মহৎ গৌরব-হেতু,
প্রাচীনের সাথে গড়িয়াছে যাহা চিরবন্ধন-সেতু,
আরোহি' তাহায় পার হ'ব সবে ভবে অজ্ঞান নদী,
এস ব্রাহ্মণ, মুক্তির পথে শান্তি লভিবে যদি।

ঐ দেখ দেখ অদূরে তোমার উজল আলোক-শিখা,
পূরব আকাশ রাঙিয়া শোভে, পর পর জয় টীকা—
অবনত শিরে, চিরকাল কিরে রহিবি কালের কোপে ?
মহাকাল ঐ গর্জ্জিছে শোনো দলিয়া বিষাদ-ক্ষোভে,
ভেরী বাজে ঐ গর্জ্জন সনে মৃদু গম্ভীর শান্ত
"কি ভয় কি ভয় ? অভয় অভয়" ভাষা তার অবিশ্রান্ত।
ধ্বনিছে শ্রবণে মধুর স্বননে, "মাভৈঃ মাভৈঃ বৎস রে
ঘুচিবে নিখিল দুঃখ যে তোর হেরিবি অচির বৎসরে
ধাঁধিয়া নয়ন তপন-বরণ উদিবে দিব্য মূর্ত্তি যে
বুঁজ আঁখি বুঁজ, নারিবি সহিতে পরমানন্দ স্ফূর্ত্তি সে।

সংযত করি' বাহিরিন্দ্রিয় খোঁজ অন্তরে অন্তর্যামী,
মহান্ বৃহৎ ব্রাহ্মণ তুই, পরম ঈশান জগৎস্বামী
নিখিল-বিশ্ব-ব্যাপী সে বিরাট গুণাতীত তবু পরম গুণী,
ধর্ম্মজগতে বর্ণ-সৃষ্টি যাহার ইচ্ছায় আগমে শুনি,
সত্তা যাহার বাহিরে মিথ্যা ভিতরে সত্য চিন্ময়,
প্রজ্ঞান-ঘন সেই মহাগগনে হউক সবার চিত্তলয়।"

আশা। *

আশার আলোক দেখায়ে আমায়
গভীর তিমিরে ডুবায়োনা,
ক্ষীণ আলো-রেখা রেখো আশু করি'
তবু আশা দিয়ে ছলিও না।
চির তরে আমি তব জ্যোতিঃ চাই
চাইনাত বিভো! ক্ষণিক আলো
আলোকের আশে আলোকের ধ্যানে
মিশে যাই তবে সেওত ভালো।

* ব্রহ্মবিদ্যা। চৈত্র, ১৩২২ সাল।

কালের হাওয়া। *

(আমরা) স্বদেশ করিব উদ্ধার।
রসনার তাপে নাচিবে আকাশ,
হুজুগের দাপে কাঁপিবে বাতাস,
তলে তলে বটে মিটি মিটি জলে স্বার্থেরি পূরো পসার।
স্বদেশ করিব উদ্ধার।

হইব সকলে দেশের ভক্ত,
দেশ-মাতৃকায় চিরানুরক্ত,
বিদেশের জলে বিদেশীয় চালে সাজিব মস্ত ব্যারিষ্টার।

স্বদেশের ধূলি স্বদেশের বুলি
দু'দিনে সকলি যাইব যে ভুলি'
সুযোগ খুঁজিব দেশের লোকেরে বকিতে 'নেটিব্' নচ্ছার।

খাওয়া নাওয়া সব বিলিতি ফ্যাসনে
চলিবে; নতুবা বাঁচিব কেমনে
(যদি) ভোরে উঠি ডিম, রুটি নাহি লুটি হবে না কোষ্ঠ পরিষ্কার।

ধর্ম্মের কথা চায়ের টেবিলে
কর্ম্মকাহিনী টেনিসে ও বলে,
কে বলে বাঙ্গালী কাঙ্গাল ভাতের বিশ টাকা মাস চুরুট যার?

---

* "কালের হাওয়া' মাসিকপত্র। ১৩৩২, বৈশাখ। কলিকাতা, ১২নং হরীতকী বাগান লেন।

মুখে মুখে শুধু পরিব খদ্দর,
মিহি শাটে কোটে সাজিব ভদ্দর,
পরের বেলায় দ্বিগুণ রকিব লুকিয়ে আত্ম-অহঙ্কার।

গৃহিনী দু'দিন তাঁত স্থতো নিয়ে
কাটাবে হুজুগে, তার পরে গিয়ে—
পান্নালালের দোকানের সেরা কিনিবে কাপড় রেশমী-পাড়।

অস্পৃশ্যতাটি করিব বর্জ্জন,
কত না করিব আরও তর্জ্জন,
অশুচি মুচির বেদনা নেহারি' বহিবে না রুচি-অশ্রুধার।

আপনারে লয়ে থাকিব মাতিয়া,
আপনার যশে উঠিব নাচিয়া,
পরের ব্যথায় গলিয়া গলিয়া শোকে দুঃখে হিয়া কাঁদেবা কার?

লাটবেলাটের সভাগুলি যত,
দেশ-উদ্ধারে কণ্টক শত,
কথায় কথায় উপাড়িব তাহা, ব্যুরোক্রেশীর ভাঙ্গ্‌ব দ্বার।

কাজের সময়ে ভায়ে ভায়ে রেষ,
দেশ-ভরা শুধু জাতি-বিদ্বেষ,
সাহারাণপুরে হিন্দুমোস্লেম করে সব আশা চূরমার।

রাজনীতি চাল চালিব সকলে,
কল্পরস-রঙ্গে মাতিব সদলে,
জীর্ণ দীর্ণ ক্ষীণ বপু সবে পঙ্গু করিব সরকার।

সরকারী কাজে যারা আছে রত,
তাদিগকে আগে করিব আনত,
সহযোগী সাথে করিব না কভু মিত্রবাক্য ব্যবহার।

লঘুপথ যাহা ধরিব তাহারে,
স্বাধীনতা হবে বিহারে, আহারে,
গুরুপথ যাহা ছাড়িব সকলি জাতীয় ধর্ম্ম সদাচার।

শাসন শাস্ত্র মানিব না কেহ,
চাহিব না কেউ সংযমের দেহ,
শৃঙ্খলা! শুধু নামেই থাকিবে; স্বাধীন আমরা ভয় কি আর?

এদেশের ভাষা এদেশের জাতি
রকমারি কত, কেবা দেয় পাতি—
বিদ্‌খুটে যত; হ'ক্‌ একজাতি—একই ভাষাতে প্রসার।

আমাদের জল আমাদের বায়ু
নোংড়া নীরস নাশে পরমায়ু,
বিদেশী যা-কিছু সকলি যে ভাল ঝক্‌ঝকে তোফা দিলবাহার।

আমেরিকা কিবা বিলাতে জাপানে
ইটালি ফ্রান্সে কিবা জার্ম্মাণে,
ভাঙি' লাখো টাকা জ্ঞান-সন্ধানে রহিব বিশাল জলধিপার।

জুতার বুরুষ ছাতার কালাই,
বিদ্যা লভিয়া হাজার বালাই,
বিলাসিতা-ঘর উজ্জ্বল করিব মোরা জ্বলন্ত কুল-অঙ্গার।
বিদেশী সমাজে যাহা কিছু ভালো—
শিখিবনা তাহা; চাহিবনা আলো,
উপাধি-বৃষ্টি চাতকের মতো চাহিব বছরে দুইটিবার।
বংশের নামে চটে হ'ব লাল,
পিতৃ-পিতামহ আপদ জঞ্জাল,
তারা ছিল বটে দ্বিপদ, আমরা হইয়াছি সবে জানোয়ার।
স্বদেশ করিব উদ্ধার।

ক্ষুদ্র। *

নৈশ তারকা আকাশে থাকিয়া উপহাসে জীব-জগতে
ক্ষুদ্র তারার ক্ষুদ্র উপাদান পেরেছে কে কবে গণিতে?
পরাভূত যত বিজ্ঞানচয় বৈজ্ঞানিক যত অবনত,
নক্ষত্রলোকের তত্ত্ব বিচারে সারা ধরা আজি পরাজিত!
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক যাঁহারা দেখে গেছে নখ-দর্পণে
তাঁদের মহিমা, তাঁদের প্রভাব ক্ষুদ্র তারার জাগে না মনে।
ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্র ধারণা, জগৎ ক্ষুদ্র তাহার কাছে,
জানে না ক্ষুদ্র, কাল-কোলে কত সুদূরস্মৃতি জড়ানো আছে।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু হ'তে অণু মহানেরও মহীয়ান্
অপার অনন্ত ভগবানে জানি' ক্ষুদ্রে মিশে গেছে কত মহান্।

* ব্রহ্মবিদ্যা। ১৩৩২, চৈত্র।

মহিলা-মঙ্গল।

কন্যার জন্ম। *

দীনের ভবনে উঠে হুলাহুলি রাঙিয়া সবুজ-পাতা,
পাড়ার শিশুর কল-কোলাহল,
পাখী-কলরবে বাতাস চাঁচল,
বহু আশা পরে রায়দের বধূ হইলেন আজি মাতা।

ওয়া ওয়া কাঁদে শিশুর কণ্ঠ, ধাই বলে হ'লো কন্যা,
কারো মুখে হাসি, কারো মুখ কালো,
লুকাল অকালে আকাশের আলো,
কেউ কাটে জিভ্; নারীর মহলে শুকাল বচন-বন্যা।

ঠান্‌দিদি বলে 'বেঁচে থাক বাছা, চাতকের বারি-ধারা,
নাহি ছিল আশা হবে যে সন্তান,
সদয় বুঝি বা হ'ল ভগবান্‌,
মেয়ে হ'ল বেশ, ছেলে কি হবে না? হ'তে নাই আশা-হারা।

কেউ বলে "তবু-তবু-এই-এই, ছেলে হ'ল সুসন্তান—'
অপরা বলিছে "ও কি কথা দিদি,
নামখোদা শিশু গড়ে নাই বিধি,
কেন তবে বলো' কোন্ সে কারণে মেয়ে হবে কুসন্তান?"

* "সৌরভ" ১৩৩১, আশ্বিন।

মেয়ে হ'ল বেশ, চাঁদের আলোয় উজলিবে সারা গেহ,
কচি হাসি মুখে আধ আধ বুলি,
দেখি' শুনি' মাতা যাবে আত্ম ভুলি'
চুমো খেয়ে মুখে পুলকে পূরিবে মনঃ প্রাণ সারা দেহ।"

সখী বলে "আজি মেয়ের জনমে সই মম হ'ল মাতা,
মা-ত নয় শুধু, হলেন শাশুড়ী,
কে জানে বিধির শুভ কারিকুরি,
কোন্ কুলে কোথা রয়েছে জামাই, বলিতে পারেন ধাতা।

সবুর কর না বছর কয়েক বাছিব সকলে পাত্র ;
রূপে গুণে মানে বিনয় বচনে
বিদ্যা-বিভবে পাব যেই জনে,
সে হবে জামাই ; কে জানে নিজের ছেলে দহিবে না গাত্র ?

পুত্রের যশে পিতার কীর্ত্তি-কুল-যশঃ যদি বাড়ে,
পূর্ব্বপুরুষ পায় যদি জল
পিতা পিতামহে শ্রদ্ধা অচল
রহে যদি তবে, সে বটে পুত্র, বাখানে সকলে তারে।

একটি কন্যা সাত ছেলে-সম যদি সুপাত্রে দত্তা,
স্বামিসোহাগিনী নিয়ম-অধীনা,
ধনীর ঘরণী তবু রহে দীনা,
সমাজ সরম সতীর মহিমা নাহি যদি করে হত্যা।

কি বাতাস এল বাংলার গায়ে কন্যা হইল পণ্য,
বরের বাজারে জ্বলেছে আগুন.
বর-দুর্ভিক্ষ ; কপালে আগুন—
বাংলা মায়ের ; বাঙ্গালী সবে করিলে ধরণী ধন্য।

বরযাত্রী (ব্যঙ্গকাব্য)

দিনের পর দিন বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে মেয়েদের বিবাহ-ব্যাপারটি কতদূর যে গুরুতর সমস্যাময় হইয়া উঠিতেছে তাহা ভুক্তভোগী অভিভাবকগণ ভিন্ন অপর কেহ ততটা অনুভব করিতে পারিবেন না। মেয়ে শিক্ষিতা হউক, গুণবতী হউক, সুন্দরী হউক বা কুৎসিতাই হউক, সেদিকে ততটা নজর নাই, নজর শুধু নগদ টাকায়, যৌতুকে, অলঙ্কারে ও তত্ত্বের ভেটে।

ওদিকে পাত্র-পুঙ্গবের পুরুষত্ব আছে কিনা—পৌরুষ আছে কিনা—পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা আছে কিনা, কচি বয়সেই কয়টা গুপ্ত ব্যাধি শরীরের ভিতর ঢুকিয়া আছে ; পাত্র দ্বিতীয়পক্ষ তৃতীয়পক্ষ বা বিপক্ষ, সসন্তান, অসন্তান বা কুসন্তান, সে সকল দিকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ নাই, প্রবৃত্তিও নাই। দশ টাকা বেতনের "চাকুরে-বাবু" হইলেই দশশ টাকা তার পণের ডাক। পনেরো টাকা হইলেত আর কথাই নাই, সে যে তখন ম্যাট্রিক। শ্রীশ্রীবিশ্ববিদ্যালয়ের অপার করুণায় সে যে তখন এক দরজা পার হইয়াছে।

ছেলেদের পাশ-পত্র দেখিয়া পাত্রত্ব নির্দ্ধারণ করা এবং তদনুযায়ী পণের টাকা বৃদ্ধি করা অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। বর্ত্তমানে বহু বহু বি, এ; বি, এস্ সি; এম, এ; এম্, এস্ সি বেকার বসিয়া আছেন; কেহ কেহ বা মনের গ্লানিতে আত্মহত্যা করিয়া অনুতাপের হাত এড়াইতেছেন (অমৃতবাজার দেখুন, 16. 9. 23 and 7. 7. 26. দৈনিক বসুমতী ২২।২৩ মাঘ, ১৩৩২) কোন কোন উদারহৃদয় মহাত্মা প্রকাশ্যে পণের টাকা দাবী না করিয়া যৌতুকে ও অলঙ্কারে অপ্রকাশ্যে (indirectly) পণের টাকার দ্বিগুণ ত্রিগুণ হাকিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। "ধরি মাছ না ছুঁই পাণি।"

সমাজের এ-হেন সঙ্কটকালে "বরযাত্রী"-কাব্যের প্রকাশ। এই ক্ষুদ্র কাব্যের প্রচলনে সমাজের উপকার হইবে কি না-হইবে ইহার উত্তর দিবে '**কাল**।'

বরযাত্রী (ব্যঙ্গকাব্য) *

প্রথমঃ সর্গঃ।

স্থান—কলিকাতা, ত্রিতল ছাত্রাবাস। সময়—এক প্রহর বেলা।

নলিন দত্ত চিঠি পড়িতেছিল—

"গোপেনের বিয়ে—" গোঁফে তাড়া দিয়ে হাঁকিল নলিন দত্ত,
মেসে (১) যত ছেলে পুঁথি রেখে ফেলে চিঠিতে ঝুকিল মত্ত।
পাঠান্তর (২)
(চটং চটাৎ বাবুরা হঠাৎ চিঠি দেখিবারে ধায়।
সে-চিঠি নিমিষে কোথা গেছে মিশে শত শত টুকড়ায়।)
"হ'লইবা তাই, কালেজ কামাই, আমরা বরের যাত্রী;
ডোন্‌টু কেয়ার (৩) কি বল পেয়ার, শুধুইত এক রাত্রি!"
ছেলের মহলে দলে দলে দলে গাল-কামানোর ঘটা!
"ধোবাটা অকেজো আসিল না আজো,—ঐ যা বাজিল ন'টা। (৪)
খুলিয়ে কোব্‌রা গদা ও গোব্‌রা বুরুশে ব্যায়াম ঝারে,
সাবানের রাশি নিয়ে নিশি কাশী—সপাং কলের ধারে।
গোছা গোছা চুল মাথায় প্রতুল রবিঠাকুরের চেলা,
রাঙা তেল হাতে কোঁকড়ানো মাথে মেখে নিছে এই বেলা,

---

* পূর্ব্ববঙ্গ প্রাদেশিক সভার পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত।

(১) মেস—হোষ্টেল, বোর্ডিং-হাউজ, ছাত্রাবাস।

(২) In the Chittagong edition.

(৩) Don't care—মাভৈঃ, কুছ্ পরোয়া নেই;

(৪) অত্র পাঠান্তরং পরিদৃশ্যতে (old edition.)
"ধোবাটা কী পাজি, আসিল না আজি, সাধে আমি তারে চটা!"

সারিয়ে স্নানটা জুড়াল প্রাণটা পুলকে পুরিল চিত্ত,
বেহায়া যাহারা কটা কুচেহারা তাদের চড়িল পিত্ত ;—
মাথে পাউডার আহা কি বাহার ! কেহ খোঁজে পমেটম্,
এসেন্স আতরে, কাপড়ে চাদরে, বন্ধ হইল দম্। (১)
ডাল ভাত রুটি মুখে গুঁজি ছুটি সাজো সাজো রণে ব্যস্ত।
ছড়ি-তরবারি সুটেরী-পাগড়ী, অভিযান বটে মস্ত ! (২)
রুমাল-নিশান চুরুট-বিষাণ চশমার দূরবীণ্,
কামিজে ও কোটে কঞ্চুক লোটে, দেহলতা বটে ক্ষীণ। (৩)
আঙুলে আঙুলে আংটিমহলে মেটালেই গড়া গ্লোভ্,
বক্ষ রিষ্ট চারী ঘড়ি রকমারী মিটায় ঢালের ক্ষোভ। (৪)

ইতি শ্রীশ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যবিশারদ কৃতে
বরযাত্রী কাব্যে, ইয়ারবর্গানাং
সাজসজ্জা নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

---

(১) পাঠান্তর, (বাঁকুড়া সংস্করণ)
খোলে লেবেণ্ডার যা খুসি যাহার কেহ মাথে অটো কেওড়া,
চন্দন-বনে গন্ধবিহীন যথা শোভে তরু ভেওড়া।
(২) যুদ্ধের সাজসজ্জা ছড়িরূপ তরবারি এবং মাথায় সুন্দর টেরীরূপ পাগড়ী।
(৩) কঞ্চুক—সাজোয়া, বর্ম্ম, তনুত্রাণ, Armour
(৪) মেটাল—Metal, ধাতব পদার্থ, সোনা রূপা ইত্যাদি।
গ্লোভ্—Glove, দস্তানা, অঙ্গুলিত্রাণ।
রিষ্ট্—Wrist, হাতের কব্জা। বুকে ঘড়ী, হাতে ঘড়ী।

অথ দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

স্থান—মেসের বাহিরে রাজপথ।

সময়—বেলা দশটা।

দাঁড়াইল গাড়ী সারি সারি সারি তাই তাড়াতাড়ি চাপিয়া,
উতরিলা সবে হুরা হিপ্ রবে হাওড়া ষ্টেশনে,-নামিয়া—(১)
আহা কি বিষাদ, এ কিরে প্রমাদ! ঐ চলি' গেল গাড়ী!
টূলেট্ বটেত যাবনা মোটেত আবার ফিরিয়া বাড়ী। (২)
ডোন্‌টু কেয়ার কি বল পেয়ার তিনটায় গাড়ী ফের,
তাস-পাশা নিয়ে রহিব মাতিয়ে ভোগিতে হবে না জের।
"চাই মজিদার"—হাকিল হকার, "চাই মজিদার বিড়ী,"
"যা ব্যাটা যা সরে, থাকে যদি দেরে সিগার দু'চার কুড়ী।" (৩)
বসিল বাজার, হাজার হাজার অবাক্ যাত্রী দল।
সোডা লিমনেড্ ক্রীম্ জিঞ্জারেড্ কুল্‌পী বরফ জল,—(৪)
ডাব নারিকেল কচি শশা বেল কাট্‌তি বা হ'ল কত।
পরোটা মাংস কতক অংশ কারো হ'ল অভিমত।

১। হুর্‌রা হিপ—Hurrah Hip. (Hip Hip Hurrah) (হরিবোল্, উল্লাসের হল্লা।)

২। টূলেট্—Too late, বিলম্ব।

৩। হকার্—Hawker, ফেরীওয়ালা।

৪। লিমনেড্ ও জিঞ্জারেড্—মিঠাশরবৎ। ক্রীম্— শরবৎ।

গরমের দিনে গরম চা বিনে ঘুচেনা গায়ের ঘর্ম্ম,
জানে না বিজ্ঞান, কে রাখে সন্ধান, বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম? (১)
কন্যার খুড়া নিরীহ বেচারা নাই মুখে টুঁহু শব্দ।
থলিয়া খুলিয়া গণিয়া গণিয়া ঢালে টাকা, ভারী জব্দ।
কে জানে কেমন গোপনের মন এমন সময় হবে?
চলিছে সে আজি বীর-পতি সাজি, যুঝিতে নবীনাহবে।

ইতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃতে বরযাত্রী কাব্যে,
বরযাত্রিণাং ষ্টেশনে বিশ্রামোনাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ তৃতীয়-সর্গারম্ভঃ।

স্থান—পাত্রীর পিতার গ্রাম। কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী।
সময়—অপরাহ্ণ ৬টা।

বিজয় নগরে রায়দের ঘরে সাজানো বরের বাসা,
বরের ইয়ার কাতারে কাতার—যেই সেই-বাড়ী আসা—
বাকাইয়া নাসা "বাঃ বারে বাসা" বলে "বলিহারী যাই;
গায়ের মাঝারে গো-শালা পগাড়ে পায়নি কোথাও ঠাঁই?"
বাড়ীর কর্ত্তা ছাড়িয়ে কোর্ত্তা গাম্‌ছা গলায় পরি'
নগ্নচরণে ভগ্নবচনে বলিছে বিনতি করি'—

১। চা'র বিজ্ঞাপন-দাতারা শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই চা-পানের উপকারিতা বুঝাইয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন ইহা চা কাট্‌তি যাওয়ার ফন্দী।

"ত্রুটি শত শত, মুখে কব কত, সকলি ক্ষমিতে * *" (১)
"তা বেশ্ তা বেশ্ নাই ত্রুটিলেশ," বলিলা বাবুরা সবে!
বলে কাণে কাণে "এ হবে কে জানে, নাই আলো নাই গ্যাস্,
কে করে বাতাস পরাণ হতাশ, সাবাস এ ভূতের দেশ!
"হ্যাদে কোন্ হ্যায় প্রাণ বাহিরায়, পাখা নিয়ে আয় ক'টা।"
"তা-তা-তা হুজুর, হয়নি কসুর, ওই ছোট বড় শ'টা।
আপনারা সবে এক শত হবে, ভৃত্য কি নাই একটি?
এ নহে উচিত সমাজের রীত উল্টো চাপিতে জেরটি।" (১)
"এত বড় কথা! কটা তোর মাথা, কেরে বেটা পাজি গাধা!
কে আছিস্ ওরে, দেত বের করে'—কোথা গেলি ওরে মাধা।" (২)

* * * * * *

তবে ক্ষণপরে অতি সমাদরে সবার হইল ডাক,
বাঁচিল প্রাণটা মেজাজ ঠাণ্ডা, থামিল রাগীর রাগ।
নানা উপচারে থরে থরে থরে সাজানো মিঠাই মণ্ডা,
বিস্কুট ও চা নাই কিছু যা, তাহাতে কোনও ষণ্ডা—
বলে কষে' রোষে 'আজি কোন্ দোষে চা-খাওয়াটা রবে বন্ধ,
নিত্য-ক্রিয়ায় বাধা যদি পায় হ'তে পারে ভাল মন্দ!" (৩)

(১) বাবুরা কন্যাকর্ত্তার অনুরোধ শেষ হইতে দিল না। সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা।

১। বরের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ভৃত্য আসিবে ইহাই নিয়ম।

২। গরিবধন নীলমণি একটি মাত্র চাকর—"মাধা" বুঝি সঙ্গে ছিল।

৩। চা-সেবনটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। দুধচিনি সহ কি জললবণ সহ সে তত্ত্ব জানা নাই। "স্বাস্থ্যতত্ত্ব।"

সেথা কেহ বলে মোলায়েম গলে "হালুয়া চলেনা মম,
এর প্রতিকার হবে না কি আর, আমি একপদে কম ?" (১)
খাবার সময়ে কর্ত্তা সভয়ে অদূরে দাড়িয়ে পাংশু,
গণে বিপত্তি শুনে' আপত্তি তুলিছে কে এক অংশু—
"মাংস ভোজনে নিষেধ স্বপনে এ কথা বলেছি কত,
বিনিময় তবে নাহি কেন হবে এর পরিমাণ মত ?" (২)
"রেতের বেলায় দধি কেবা খায়" শ্যামাদাস রায় রোষে,
"চিনি-পাতা দই পাবে নাক কই," শুনে' সে পাতাই চোষে।
তাম্বুল-দানে এলাচির টানে গরজে বা কেহ রুক্ষ,
না পেয়ে সিগার গণ্ডা দু'চার ফুলিছে অপর মূর্খ।
প্রাচীনের দল নত হতবল সবল বালক-দলে,
অপমান-ভয়ে মুখটি তুলিয়ে কাকেও কিছু না বলে!

ইতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যবিশারদ-কৃতে
বরযাত্রীকাব্যে বরপক্ষভক্ষণং নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

১। পাঠান্তর "প্রতিকার তবে কেন বা না হবে—"ইত্যাদি। আমি এক পদে কম-মানে-আমার যে এক পদ কম হইল, অথবা উৎপাতের বেলায় সকলেই যখন চারপেয়ে জানোয়ার, তবে আমি কেন এক পোয়া কম থাকিব ?

২। বিনিময়—বদল, substitute. মাংসভোজন নাকি স্বপ্নেও নিষিদ্ধ হয় ? 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

ইদানীং চতুর্থঃ সর্গঃ সমারভ্যতে।

স্থান—বিবাহ-প্রাঙ্গণ।

সময়—রাত্রি এক প্রহর।

বিশাল চাঁদোয়া-তলে
বরপক্ষ দলে দলে,
কেহ কল্‌কে, কেহ নলে
বসিয়াছে কুতূহলে
নেহারিবে পরিণয়।
অদূরে মঙ্গল ঘট
কনকের ছোট্ট মঠ,
তাতে শ্রীধরের পট
—বক্র চক্রধর নট,
দেবসাক্ষী অভিনয়॥
পূর্ব্বমুখে গর্ব্বী বর
খর্ব্ব করি দুই কর,
ধ্যানে যথা যোগিবর
সহেনা সহেনা তর
উপবিষ্ট আসনে।
আশে পাশে ভদ্র যত
নিমন্ত্রিত অভ্যাগত,
কত শত কব কত
বিয়ের বাখানে রত
পরস্পর ভাষণে।

আচমন-সমাপনে,
স্বস্তিবাক্য অবসানে,
ভাঙ্গিয়া যোগীর ধ্যানে
—চকোরেরে সুধাদানে
'চন্দ্রিকার' আগমন।
বাজিল দামামা ঢোল
উঠিল আনন্দ রোল,
হুলুধ্বনি হট্টগোল
নানা মুখে নানা বোল
হর্ষে ধরা নিমগন।

ইতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যবিশারদ কৃতে
বরযাত্রী কাব্যে "ছাদ্‌নাতলা"-বর্ণনং নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অথাতঃ পঞ্চমঃ সর্গঃ।

দৃশ্য—বরের যৌতুক সামগ্রী।

বাবুদের প্রাণ করে আনচান কোথায় কি পাবে ত্রুটী,
এথায় সেথায় উকি ঝুঁকি চায় খুঁজিবারে নাটি খুটি।
কৌতুকে ভাসি যৌতুকরাশি গণিছে বরের পিতা,
ফর্দ্দের মাঝে তালিকা যা আছে বুঝিতেও নারে কী তা! (১)
কাড়িয়া ফর্দ্দ আচ্ছা মর্দ্দ দাঁড়াল বরের মামা,
ভগিনীপতিকে ঠেলিয়া শ্যালকে জানায় মুরুব্বিয়ানা।
ঠারে ইঙ্গিতে মুখ ভঙ্গীতে ডাকিল দলের লোকে,
ইয়ারের দল রেডিই সকল দাঁড়াইল কেহ রুখে (২)
সাইকেল দেখি, নিশ্চয় মেকি—বোঝা গেল ফাঁকিপানা,
টিউব টায়ার দেখিব কি আর, ও যে আমাদের জানা।
হীরে ঘড়ী চেন খাটি সোণা-পেন্ রূপোর দোয়াত ডিবে,
আংটি এক জোড়া,—কি বলিস্ তোরা—চুক্তি ছাড়াও দিবে,
বোতাম সোণার সেট্ দুই চার দেখ্‌তো রয়েছে কোথা?
চশ্‌মা ও ছড়ী দিবে ত্বরবরি যদিও ছিল না কথা।
আল্‌মারা খাট সেগুনের পাট চেয়ার টেবিল আল্‌না,
জলচৌকী পৈটা শেল্‌ফ্ বক্‌স কৈতা? সেগুলো কি তবে মাল্‌না?
থালা ঘটি বাটি আছে সব খাটি, তোফা খাগড়ার কাঁসা,

১। বরের পিতা সেকেলে লোক। ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ।
২। রেডী = Ready = তৈয়ার।

রূপোর প্রস্থ, বটে গেরস্ত !—সব খাসা সবি খাসা। (১)
শাল আলোয়ান হবে বা কখান বছরের জামা কোট্,
থরম শ্লীপার ষ্টকিংস শূ আর ক্রম লেদারের বুট।
"এ কিগো মশাই, দেখিতে না পাই সাদা পাথরের হুকো,"
"বদলে তাহার রয়েছে রূপার করিতে হবে না দুঃখও।"
"তা বটে—তা হবে ;—শুনেছে কে কবে বিয়েতে দেবে না ছাতা,
গ্রীষ্ম বাদলে সকালে বিকালে বাঁচে কি উপায়ে মাথা ?"
"হইয়াছে ঘাট—বাঁশের সে ডাট, রহিয়াছে ঘরে কেনা,
—সিল্ক্ তাতে রয়,— আজ্ঞা যদি হয়, তবেই হইবে আনা।" (২)

ইতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যভারতী কৃতে
বরযাত্রী কাব্যে বরপক্ষীয় চক্ষুষা পাত্রস্থ
যৌতুকরাশি পরীক্ষণং নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

(১) এই জায়গায় একটু প্রশংসার বাণীও বাহির হইল।

(২) জার্ম্মাণ সিলভারের ডাট-ওয়ালা সিল্কের ছাতা দেওয়ার কথা ছিল, ফর্দ্দে লেখা ছিল তাই।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

দৃশ্য—কন্যার যৌতুক সামগ্রী।

ঢাকাই পারশী বোম্বে বেনারসী, সেমিজ বডিস্ কত,
সাবান স্নুরমা, তেল মনোরমা, এসেন্স আতর যত।
সাবিত্রী শাঁখা গড়েছে যা ঢাকা, যশোরে' চিরুণী চারু,
সতী সিন্দুর শোভা হিন্দুর অভাব নাহিক কারু।
শরীরে গহনা না যায় গণনা মাথায় সীঁথি ও চূড়,
সকল অঙ্গে নানান্ রঙ্গে ভূষণেই ভরপূর।
বীণা এছরাজ বাঁশী পাখোয়াজ হারমনিয়ম্ সারি,
"মেয়ে বটে তবে শিক্ষিতাই হবে, দাও সব দাবি ছাড়ি'।"
"—টাকা দু'হাজার, বেশী কি তা আর, ছেলেটি বটেত বি, এ,
ছ' ন' হাজারে কেবা পায় তারে ? মেলে না হত্তা দিয়ে।"

* * * *

"কি ভুল কি ভুল হয়ে গেছে গোল হয়নি ত সোণা-মাপা,
ডাকো শ্যাকরাকে—" থরথরি কাঁপে অদূরে মেয়ের কাকা—
—বলে "ভগবান্ রাখিবে কি মান ? দাদার অভাবে আমি
'চন্দ্রিকা' মায়ে মমতার ছায়ে পেলেছি দিবস যামী।
তাকে সপে দিতে পরহাতে চিতে কত না কষ্ট বাজে,
সোণা বা ক' ভরি তাতেও চাতুরী করিব বা কোন্ লাজে !"

ইতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ কৃতে,
বরযাত্রীকাব্যে কন্যায়া যৌতুকরাশি বর্ণনংনাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ; কন্যা-পিতৃব্যস্য বিষাদশ্চ।

উপসংহারে (১) সপ্তমঃ সর্গঃ

দৃশ্য—দুর্ব্বাসার ক্রোধ।

গর্জ্জিলা তবে "যা হবে তা হবে—শুনিব না কারো কথা,
কিছুতে বেহাই পাবে না রেহাই! হাঁকিলা বরের পিতা।
"এ বটে ঠাট্টা টাকার বাট্টা! ভরিতে দু'রতি ঘাট্‌তি!
কোন্ দেশী ভরি, সাবাস এ চুরি, মরি বাহাদুরে' কাট্‌তি!
তিরাশি দশানা ওজন জানে না, কে বলে আশিতে তোলা?
পালা কার সনে খেল নাই মনে? এ নহেক জুগী জোলা!
থামরে কানাই, আর কাজ নাই মেপে এ দ্বিতীয় প্রস্থ,
বোঝা গেছে সব, উঠে পড় সব; চাকুরে না ইনি মস্ত।" (২)

* * * *

এ কি শুনি হায় কি হবে উপায়? কোটি আকাশের বাজ
পড়ে বুঝি মাথে, সবে একসাথে, ধরি' নির্ম্মম গ্যাজ।
বাঙ্গালী সমাজ, নাই কিরে লাজ, নাই ঘরে পাণি-দানা,
কষ্টি বাহিরে, চশম্ নাহিরে, নাই আত্মপর জানা।
স্বার্থ খুঁজিয়া আত্মবলি দিয়া খোঁজে ব্যবসার পথ,
শোণিত-বেচার ব্যবসায় কার পূরে বলো মনোরথ?
কিবা লাফ ঝাঁপ কিবা বীরদাপ আকাশ পাতাল ক্ষুব্ধ,
ওয়েলিংটন জিনিছে যেমন ওয়াটার্লুতে যুদ্ধ।

---

(১) উপ (সমীপে) সংহার (বিনাশ)=উপসংহার। "শ্রাদ্ধ গড়ানর কাছাকাছি" ইত্যর্থঃ

(২) কানাই নামে এক জ্যাকড়াও বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিল।

দেশের মেজাজ বুঝিবে কে আজ সবে কাণা কাণা-কড়ির লাগি,
জীবনের ধনে প্রিয়জন মনে চায়নাত কেউ লইতে মাগি'
দোকানীর মত দেখে কত শত আশার স্বপন অসার অর্থ।
বিনয় বারতা, কে শুনে সে কথা, মমতা-হীনতা, জীবন ব্যর্থ।

ইতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দেবশর্ম্ম ভট্টাচার্য্য কৃতে
বরযাত্রী কাব্যে উপসংহার নামক সপ্তম সর্গ।

ভক্তি।

আজি হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া
কাঁহার অঙ্গুলী পরশে?
তিতিল নয়ন প্রেমঅশ্রুধারে
কাঁহার মূরতি দরশে?
ফুটি' উঠে গায় পুলকের ফুল
ক'ার আরাধনা লাগিয়া?
সে যে মায়াবী পুরুষ ভক্ত-হৃদয়ে
দিতেছে ভকতি মাখিয়া।

* ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। ১৩২০। আশ্বিন।

সন্ধ্যা-দীপ।

আলোর পথে আলোক-রথে
অস্তাচলে যায় দিনমণি,
আসিবে এখনি
গাঢ় অন্ধকারে ঢাকি' নিখিল অবনী
ভীষণা রজনী, ধনী তিমির-বরণী।

পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধকার
দৈত্যসম দল বল নিয়ে
ফেলিবে ছাইয়ে
ধরণী রাণীর অঙ্গ মসীধারা দিয়ে,
মলিনা ধরণী তাই বিষাদে সভয়ে, উঠে শিহরিয়ে।

দিগ্‌বধূ করিয়ে জটলা
আলিঙ্গনে বদ্ধা সখী,
সখী সহ রভসে চটুলা,
নারিবে হেরিতে একে অপরে বিভলা
দৃষ্টিহীন দিশাহারা, তিমিরে অচলা।

আশা-চক্রবাল, আকাশ পাতাল
একাকার সবাকার
কোথাও যে নাহি অন্তরাল,
বৃক্ষ লতা গিরি নদী প্রান্তর বিশাল
[illegible] [illegible]তাহারা নিষ্পন্দ [illegible]।

সন্ধ্যাবধূ যায় ; সে কোথায় ?
অন্ধকারে চুপি চুপি বাসকসজ্জায়।
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা
আত্মহারা, বাধে না লজ্জায়!
অই তার দিনলিপি শোণিতে মজ্জায়।

বিশ্বগ্রাসী দানবের দল—
—অন্ধকার—পদভরে
বসুমতী করে টলমল,
নাহি দীপ্তি নাহি জ্যোতি আলো ঝলমল,
বিষাদে মলিনা ধনী আঁখি ছলছল।

সে বিষাদ করিতে হরণ
কুমারী কন্যার হৃদে
অপূর্ব্ব পুলকে জাগে রাঙা শিহরণ,
হাতে নিয়ে সন্ধ্যাদীপ, আলোর কিরণ,
করে দূর ব্যাধি বিঘ্ন দুঃখ ও মরণ।

মৃত্তিকার পাত্রপুটে
সুরভিত ধূপ ধূম্র উঠে,
তুলসী তলায় ফুটে সন্ধ্যার প্রদীপ,
অন্ধকারে ভাঙি থান্ থান্
বালিকা-ললাটে শোভে গরবের টিপ।

রূপসী।

মুকুরে নেহারি আপন মূরতি
রসে ঢল ঢল রসিকা যুবতী,
মুচ্‌কিয়া হাসে গরবে।
প্রতিবিম্ব তার উঠিয়াছে ফুটি'
কেশগুচ্ছ পড়ে পদতলে লুটি'
বাখানে সে নিজে গরবে।

রূপের ছটায় দীপ্ত কক্ষ,
গরবে তাহার পূর্ণ বক্ষ
নিন্দে সে সারা জগতে।
কনক-কান্তি সুনীলবসনা,
বিম্ব-অধরা নিবিড়জঘনা,
(সেযে) সুন্দরীর সেরা মরতে।
দিব্য-দরশনে মানসমুকুরে
স্বরূপ নেহারি' মনোরমপুরে
শান্ত যাহার প্রকৃতি—

সেইত সুন্দর, অহমিকাহীন,
ধ্রুবজ্যোতি যার অসীমে বিলীন,
কে বলে সুন্দরী সে যুবতী'?

* লেখকের প্রথম বয়সের রচনা। "অবসর" নামক মাসিকপত্রে মুদ্রিত। ১৩২১, কার্ত্তিক।

ভারত নারী।

বিশ্বনারীর বিস্ময় ভেদি' বিশ্ববারা সে রমণীরত্ন,
বেদ-বেদিকায় উজলবিভায় জ্বালে বেদভাতি, কত না যত্ন।
গর্গবংশ-প্রসূতা গার্গী হোম হবি ঢালে ব্রহ্মযাগে।
মিথিলাধিপতি জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের চমক জাগে।
পুরাকালে পুরাতত্ত্ব-কথায় নারীরা ছিলনা নরের হেয়।
যাজ্ঞবল্ক্য-সহধর্ম্মিনী মৈত্রেয়ী খোঁজে শ্রেয় ও প্রেয়।
সাংখ্যদরশন-বক্তা কপিল, দেবহুতি তাঁর জননী মুক্তি—
লভিলা প্রকৃতিপুরুষ বিচারি' সুতমুখে শুনি পরম যুক্তি।
সূর্য্যবংশে গুরু বশিষ্ঠ জ্ঞানগরিষ্ঠ বিদিতকীর্ত্তি
বিদুষী তাঁহার পত্নী অরুণা (১) পতি গেহে জ্বালে জ্ঞানের বর্ত্তি।

সতীশিরোমণি গিরিশ-ঘরণী বাজাল অমর সতীর ডঙ্কা।
সীতা সাবিত্রী পুণ্য ভারতে তীর্থস্বরূপা যমুনা গঙ্গা।
নিষধাধিপতি নলের মহিষী দময়ন্তী সতী কলির কোপে,
পতিপরায়ণা বিবশা মলিনা, অতি দীনহীনা বিরহ ভোগে।
শ্রীবৎস রাজার মহিষী চিন্তা, শৈব্যা সে হরিশ্চন্দ্র রাজার,
স্বামিহারা সতী পায় পুনঃ পতি, রাজ্য জুড়িয়া আনন্দ বাজার।
আকাশের তারা ভাষা যদি পায় নারী মহিমার না পাবে শেষ।
লক্ষ রসনা লভে যদি কভু তবু মূক রবে বিস্মিত-বেশ।
বৃষকেতুমাতা কর্ণমহিষী অতিথিসেবার পূর্ণব্রত
সাধিলেন সুখে তনয় শীর্ষ ছেদিয়া অতিথি নিদেশরত।

* মহিলা সভার জন্য রচিত। (১) অরুণা = অরুন্ধতী।

সূর্য্যবংশে শর্য্যাতিরাজা কন্যা তাঁহার সতী সুকন্যা,
বল্মীকাবৃত চ্যবন ঋষিকে মাল্য প্রদানি হইল ধন্যা।—
পতিপরায়ণা সতী সুকন্যা, স্বামিসেবা তার দেবতা-ভক্তি,
অন্ধ স্বামীর ফিরাইল আঁখি, ফিরিল জড়ের যৌবন-শক্তি।
সঞ্জয় মাতা বিদুষী বিদুলা বীর্য্যবতী সে দুর্জ্জয় অতি,
বজ্রগভীর বচনে ফিরান যুদ্ধবিমুখ পুত্রের মতি।
প্রবীর-জননী জনা যে ভীষণা সাজান তনয়ে সমরসাজে,
স্বদেশ স্বজাতি মান বাঁচাইতে পুত্রে পাঠান মৃত্যুর মাঝে।
এই সে ভারত? এই কি আর্য্যবংশসম্ভূত বীরের দেশ?
বীরের রমণী অবীরার প্রায় প্রাণহীন কোটি পোষেন মেষ।
দখিণ ভারতে ভাস্করাচার্য্য ভাস্করসম গণিতাকাশে,
কন্যা তাঁহার লীলবতী, যার বিদ্যাবিভাতি দেশ বিদেশে।
উজ্জানী নগরে বিক্রমভূপ বরাহমিহির সভায় তাঁর,
পিতা ও পুত্র জ্যোতিষ-সাগরে তোলে তরঙ্গ প্রলয়াকার।
বরাহ শ্বশুর আকুল যখন জ্যোতির্গণনে ত্রুটির দোষে,
রন্ধনরতা সুতবধূ খনা নিমেষের মাঝে শ্বশুরে তোষে।
কোথা আজি সেই মেয়ের মহলে রন্ধনগৃহে বিদ্যাচর্চ্চা?
কোথা বা দ্রৌপদী রাঁধুনী-রাণী শ্বশুরঘরে যে বাঁচায় খরচা।
করুণা-কোমল কামিনী-হৃদয় কুসুমপেলব কুলিশসার,
রূপে গুণে বাসে ফুটে সেই ফুল, কোটি কোটি তায় ফলের ভার।
সন্ন্যাসি-স্বামি-সঙ্গিনী গোপা সন্ন্যাসিনী সে কোথায় আজ?
অকালে বিকলা বিফলজীবনা কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া বিনতসাজ?
নারীর মহলে নাই সে শিক্ষা পুরোণো দীক্ষা নাইত আর।
নূতন গঠনে নব জাগরণে নবীন শিক্ষায় ভিক্ষা সার।

ক্ষাত্রেয়-রমণী।

বীরাগ্রণী সেনাদল ঝলসিত-অসি
দলিছে অরাতিবৃন্দ সমরে দুর্ব্বার ;
সহসা নেহারি পিছু গণে পরমাদ
রণাঙ্গনে নাই রাজা যশোবন্ত বলী !—
পরিহরি যশোলিপ্সা ক্ষাত্রযশোভূমি
পলাইছে ধিক্ ধিক্ পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা !

কি বলিবে শাজাহান ভারত সম্রাট ?
কি ভাবিবে ধর্ম্মপ্রাণ জ্যেষ্ঠপুত্র দারা
পিতৃভক্ত, সাম্রাজ্যের ভাবী অধিকারী ?
কি মনে করিবে রাজভক্ত প্রজাগণ ?
হাসিবে শত্রুলক্ষ্মী অদৃষ্ট-আড়ালে।
ধর্ম্মের পতাকাতলে লইয়া আশ্রয়
পলায়িত হিন্দুসেনা অধর্ম্ম-প্রতাপে !

ক্রোধে ক্ষোভে হিন্দু-সৈন্য গর্জ্জিয়া ভীষণ
ছত্রভঙ্গ ছিন্ন অঙ্গ তবু মথে অরি,
নেহারি রঠোর-বীর্য্য শত সূর্য্য সম
নির্ভীক ঔরঙ্গ্জেব মানিছে বিস্ময় ;
মোরাদের লঘুচিত্তে প্রবেশিল ভয়।

কাঁপাইয়া "জয়শম্ভু"—নিনাদে গগন
সহস্র বীরেন্দ্র চুমি' পূত রণভূমি
রাখিলা অমর কীর্ত্তি, লভিলা ত্রিদিব।
উত্তপ্ত শোণিতস্রোতঃশিপ্রানদীবুকে

মিশিল কুক্ষণে, হায় মিশে যথা ম্লান
অস্তমিত সৌরকর নীল-সিন্ধু-জলে।

দূরে মারবার রাজ্য, মৌন রাজধানী—
পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি পাঠায়ে সমরে
যাপিছে বিনিদ্র যামী বিষণ্ণ আনন,
চিন্তায় আকুল প্রাণ কি হয় কি হয় ;
কে পারে গণিতে ভাবী জয় পরাজয় ?

হেনকালে শ্রান্ত ক্লান্ত বিরস বদন
উতরিলা সিংহদ্বারে যশোবন্ত রাজা,
দর দর স্বেদধারা ঝরে অশ্বদেহে,
শূল অসি চর্ম্ম বর্ম্ম মলিন শিথিল,
ঝটিকা-তাড়িত-অঙ্গ বিশাল বিটপী।
ধীরে ধীরে দ্বারে রাজা করে করাঘাত।

শুনি' বার্ত্তা 'মহামায়া' যশোবন্ত রাণী
আদেশিলা ওষ্ঠে কাটি' দশন দংশন
ভ্রূকুটি-কুটিল-নেত্র ভীষণ-মূরতি,
ভীষণা ভৈরবী যেন রুষ্টা ভব প্রতি।
"উদ্‌ঘাটিত নাহি কর দ্বার দ্বারপাল !
সাবধান, পুরী মাঝে নাহি যেন পশে
পরাজিত যশোবন্ত অযশের পতি।
বীর কভু ফিরে কিরে বৈরিপক্ষ হ'তে
বহিয়া কলঙ্কডালি যশের মুকুটে ?
হয় জয় নহে মৃত্যু ক্ষাত্র ধর্ম্ম-নীতি,
সে নীতি লঙ্ঘে যে পতি, লুপ্ত তাঁর প্রীতি।"

বিধবা।

(১)

পবিত্র মন্দিরতলে পুণ্যবারিস্নাতা
পুণ্যশীলা কে রমণী ? আঁখিযুগে পাতা
করুণার স্বচ্ছ মন্দাকিনী ? শুভ্রবেশ
শুভ্রকান্তি দিব্য পূতজ্যোতিঃ, নির্নিমেষ।
বীণাহীনা ভারতী-মূরতি, মৌনচ্ছন্দে
অন্তরে বাজিছে বীণা শততারে; গন্ধে
সুরভিত বায়ু, পত্র পুষ্প ধূপ দীপ
থরে থরে সুসজ্জিত, দেবতা-প্রতীক
সত্য শিব সুন্দরের ছবি - আসে নেমে'
অন্তরে বাহিরে ; গান যায় থেমে'
সস্নেহ পরশ লভি' জগতস্বামীর ;
বিমল কপোলে গলে মুক্ত আঁখিনীর।
স্বামি-হীনা লভে নিত্য সকাল সন্ধ্যায়
জগৎ-স্বামীর সঙ্গ, শঙ্কর-পূজায়।

(২)

স্বামি-সোহাগিনী ধনী রূপের গরবে
পতিসেবা দেবসেবা ভুলিয়া, নীরবে
অসমাপ্ত রেখেছিল যাহা, আজি তাহা
অসীমের সেবাধর্ম্ম তরে ছুটে, আহা!
নরে নরে হেরে নারী শত নারায়ণ,
'স্বামি-হারা পায় শত স্বামী অনুক্ষণ,—

এ কেমন ধারা ?' ভাবেধরা, 'একপ্রভু
একস্বামী সর্ব্ব ঘটে মঠে পটে বিভু
শতদেহে শত অংশে ব্যাপ্ত ব্যথাহারী ?'
নিখিলেরে কোল দেয় আত্মহারা নারী।
শতকাজে আপনারে দেয় বিলাইয়া,
সঞ্চিত নিবিড় স্নেহ গলিয়া গলিয়া
ঝরে পুত্র-কন্যাপ্রতি। সেবা ধর্ম্মব্রত
বিধবা সতত পর-উপকারে রত।

(৩)

সুকুমার গৃহশিল্প, সূক্ষ্ম চিত্রকলা,
পুণ্যকথা শোনা দুটো পুণ্যকথা বলা,
নগরে পল্লীতে কিম্বা মহিলা-সভায়
রামা'ণ-ভারত পাঠ, সন্তান শিক্ষায়
সহায়তা, বিধবার মহনীয় কাজ
জগতের নারীসঙ্ঘে দেয় চিরলাজ।
স্বামিহারা তরুণী তনয়া যার গেহে
মাতা পিতা তার কোন্ প্রাণে কোন্ স্নেহে
স্বীয় দেহে ধরিবেগো বিলাসের বেশ ?
লজ্জা নাহি বাসে চিতে, ছি ছি ঘৃণ্য দেশ!
যৌবনে যোগিনী কন্যা অকাল-প্রাচীনা
নিয়ম-সংযতা শুদ্ধা। প্রবীণ প্রবীণা
পিতা মাতা অনিয়ম রাশি হাসি হাসি'
সতত বরিবে ? উদ্দাম লালসা নাশি'

না ছাড়িবে আমিষভক্ষণ ? সর্ব্বক্ষণ
কন্থা যাবে করিবে গো ব্রহ্মে বিচরণ !

নিঃসন্তানা পতিহারা অবীরা ললনা
পরশিশু করিয়া আপন, স্নেহকণা
বিলায় তাহারে ; মাতৃত্বের জ্বালাময়ী
ক্ষুধা, লভে শান্তি সন্তান পালনে ; অয়ি ;
বঙ্গ বিধবাজননি।   তব কর্ম্মগাথা
জগতের শিরে শিরে সসম্ভ্রমে পাতা।

(৪)

একবর্ষে দ্বিবর্ষে বিধবা অথবা সপ্তমে
এ-ভারতে লক্ষ লক্ষ, অস্ফুট মরমে
না জাগিতে কল্পনার সুখ স্বপ্নলেশ,
না বাজিতে প্রভাতের সঙ্গীত অশেষ,
অপূর্ব্ব আলোকে ধরা না ধরিতে বেশ,
কুসুম কোরক চারু হয় গো নিঃশেষ !
বঙ্গভূমে বিরল যদিও, অন্যদেশে
শিশু-পরিণয় অগণন সর্ব্বনেশে ;
উষালোকে না ফুটিতে তপনের রেখা
কালবৈশাখীর মেঘে নাহি যায় দেখা
দিগ্ দিগন্তর, অন্ধকার, ম্লানজ্যোতি
সুদীর্ঘ দিবস ; হীরা চুণী মোতি
অশ্রুসিক্ত মৌনব্যথাভারে কায়াছাড়ি'
দিনান্তের অন্তরালে দিতে চায় পাড়ি।

নির্ম্মম মানব-রুচি হ'ক্ চূড়মার
স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল নারীরাজ্যে বিধাতার।

(৫)

শৈশবে কৈশোরে নর কোন্ সে নিয়মে
অপূর্ব্ব ভুবনালোক ছাড়ি' অন্ধতমে
করে আলিঙ্গন, মুদে আঁখি চিরতরে!
পরিণীতা বালিকার নগ্নবেশ নাহি স্মরে?
বিধাতৃ-বিধানে যদি বসুমতী চলে,
বিধাতার ক্রূর দৃষ্টিপাতে যদি গলে
কাঁচা সোণা বালক-প্রতিমা মৃত ভস্মস্তূপে;
যুবকের মৃত্যু তবে ভবে কোন্‌রূপে
রোধিবে যুবক? কিশোরী তরুণী বালা
যোড়শী যুবতী যদি মদনের মালা
পরে গলে অষ্টাদশে কিংবা তারো পরে;
বৈধব্য তাদের নাই কে বলিতে পারে?
বিধির বিধানে হয় মানব-জনম
মহাকাল হরে আয়ু, অদৃষ্ট চরম
উপহাসে মানবের অসীম কল্পনা
অকালে পুরুষ ত্যজে এ-ভব-যন্ত্রণা।

(৬)

পুরুষ সংযমহীন উদ্দাম প্রকৃতি
ব্রহ্মচর্য্য-বিবর্জ্জিত উচ্ছৃঙ্খল-মতি
বিবিধ ব্যাধির বীজ ধরিয়া স্বেচ্ছায়
স্বীয় অঙ্গে, সঙ্গোপনে আলিঙ্গিতে যায়

মহাকালে, অকালে ; হা কে রোধিবে গতি !
তারি অঙ্কে পাতে শির তরুণী যুবতী !

যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয়ের
মত্ত উন্মাদনা; না লভিতে দয়িতের
স্নিগ্ধ প্রেমকণা, স্বভাবের মৃদুঘাতে
তরুণী যুবতী যদি বসন্তের বাতে
আপনা হারায় ; কোমল বীণার তার
রিণি ঝিনি না বাজিতে পারে ছিঁড়িবার—
গোপনে ভবনকোণে কিংবা মুক্তপথে
পুষ্পবাণ-বাণাহত সারথির রথে ।

(৭)

বিবাহের পূর্ব্বে গুপ্ত বৈধব্যের ব্যথা
কুসুম পেলবা নারী প্রমূর্ত্ত-দেবতা
কোন্ পাপে কোন্ শাপে কোন্ সে নিয়মে
সহিবে নীরবভাবে অবলা-জনমে ?

(৮)

রমণী কাতরা নহে মাতৃত্বক্ষুধায়,
শতপুত্রপ্রসূ দেখ শান্তি নাহি পায় ।
পাশ্চাত্য রমণী কত শিক্ষার আলোকে
আলোকিত চিত্ত, দয়াধর্ম্মরতা, লোকে
নাহি খোঁজে রূপমুগ্ধ দেহপ্রিয় কামী,
জীবে জীবে খোঁজে যীশু জগতের স্বামী ।
স্বেচ্ছায় কুমারী এরা কঠোর-কোমলা
পর-উপকার-তরে চির-আত্মভোলা

নাহি জানে বৈধব্যের জ্বালা, নাহি মাগে
রুগ্ন পঙ্গু কামজ সন্তান, শুধু জাগে
অন্তরের বাণী 'জগতের সব প্রাণী
সম অধিকার পাবে, ইহা নাহি মানি।'
নারীর বৈধব্য ঘুচে পুরুষ-সংযমে,
নরের নরত্বলাভ ব্রহ্মবিদ্যাগমে।

মাতৃ-ঋণ। *

তখনো হয়নি কায়া
তখনো পড়েনি ছায়া আলোর ভিতর,—
অন্ধকার-সিন্ধু ভেদি'
বিন্দু যবে প্রবেশিল জননী-জঠর।
শুচিস্মিতা পতিব্রতা
শুভক্ষণে তেজোবহ্নি করিয়া ধারণ,
হরষমানস তবু
বিষাদের দশমাস সহে জ্বালাতন।
কল্পনার ব্রতাগারে
নিয়মের পুণ্যবাতি জ্বালিয়া উজল,—
রক্ষিলা জননি ওগো
দেখাতে সন্তানে তব চারু ভূমণ্ডল।

* সাহিত্য সংবাদ। ১৩৩১, ভাদ্র।

তোমারি করুণা-ধারা
জিয়াইল রক্তমাংসে প্রদানি' চেতন।
তোমারি মমতা মাগো
পোষিল এ দেহলতা হ'য়ে আচ্ছাদন।
তখনো হয়নি জ্ঞান
নাহি ছিল মানামান; শুধু কান্না হাসি,
সংসারের সুখ দুঃখ
ছিলনাত মনোমাঝে ঈর্ষ্যা দ্বেষ রাশি।
পুত্রের রোগের ছায়া
মাতৃঅঙ্গে কালো হ'য়ে পেয়েছে প্রকাশ
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি'
জাগি' দিবা বিভাবরী রয়েছ উদাস।
শুনি' 'মা মা' মিঠি বুলি
হরষে আপনা ভুলি' করিতে চুম্বন।
বিহগ-জননী প্রায়
সন্তানে স্নেহের ছায় রেখেছ জীবন।
পারে কি শোধিতে কেহ
জননীর পুণ্য স্নেহ— অমৃতের ধার।
সেবা ভক্তি শ্রদ্ধা বিনা
কণামাত্র ঋণশোধ নাহি হয় তাঁর।

পল্লীশ্রী।

পল্লীবীথির বল্লী-বিতানে গায়ে ঢলাঢলি ফুলের বালা
শ্বাস-মদিরায় অমিয়া বিলায় রঙীন নেশার চমক্ জ্বালা।
কুঞ্জে নিকুঞ্জে গুঞ্জনরত ষট্‌পদ কত সঞ্চরে,
চঞ্চল-শিখ অঞ্চলে দীপ হাসায় তুলসী মঞ্চ রে।
শাখিশাখে কুহু পাখী ডাকে মুহু প্রাণ হু হু হু হু কুসুমমাস।
কক্ষে কলসী বক্ষে সরসী চক্ষে চটুল রূপসী-হাস।
পল্লী-রমণী গৃহ-বিনোদিনী, আবিলতা-হারা মমতা-ধারা।
কটু কোন্দলে পটুতা কখনো দেয় না ভিতরে কুটতা-সাড়া।
পল্লীর কোলে মল্লিকা দোলে উল্লাসে হাসে মালতী যূঁথী।
সহরে নগরে লহরে লহরে নাই নাই এত বিভূতি-ভূতি।

সন্ধ্যা সকালে বন্দনা-কালে মন্দিরে যবে দিব্য গন্ধ,
কম্বু কাঁসর অম্বুদ নাদে ছড়ায় সমীরে মধুর ছন্দ।
খট খট খট্ বিকট শকট সহরের বুকে ; গায়ের মাঝে
ঝিল্লীরা তোলে পল্লীমায়ের মল্লারগীতি সকাল সাঁঝে।
বুকভরা আশা মাঠে যায় চাষা গো-মহিষ মেষ হাজার ধন।
চিত্ত তাহার বিলাস বিত্ত চাহে না, তার যে রাজার মন।
মাঠভরা ধূ ধূ ধান-পাট শুধু, রবির কিরণ পবন-দোলা,
তাঁত ঘরে ঘরে চরকার স্বরে পুরুষ রমণী আপন ভোলা!
ঐ দেখা যায় আকাশের গায় তাল নারিকেল গুবাক সারি,
কুটিরের পাছে কাননে কুঞ্জে প্রকৃতিরাণীর মুকুট ; তারি—

❀ অকালমৃত "পল্লীশ্রী" মাসিক পত্রিকার জন্য রচিত। ময়মনসিংহ।

পাদদেশে জল ছল ছল ছল কল কল কল দরিয়া রঙ্গে
বুকে নিয়ে সুখে নায়ের বহর মুখে মধুভাষা সাগর সঙ্গে
চলিছে মিশিতে, কি শোভা নিশীথে! সহরের প্রাণী অবাক্ তাক্!
পল্লীরাণীর সে শোভার তীর হয় বুঝি আজি চৌচির ফাঁক!
পানীয় অভাবে ম্যালেরিয়া-তাবে পেটে পিলে-পাত হাতপা কাঠি;
কি ভাবিতে আজ কি দেখিছ হায় গাঁয়ের শস্য শ্যামল মাটি?
আপনারে দিয়ে অপরে বিলিয়ে আপনি নিঃস্ব শকতি হীন,
পল্লী মায়ের পুরোণো সে শোভা যাচে ভগবানে ভক্ত দীন।

দীপান্বিতা। *

সান্ধ্য অন্ধকার ঘন ভেদিয়া নীরবে
হাসিছে উজল কিবা অনন্ত দেউটি,
হাসে যথা গাঢ় নীল আকাশের গায়
উদ্ভাসিয়া দশ দিক নক্ষত্রের কোটি।
ভূ-স্বর্গের নৈশ শোভা করি নিরীখণ
লাজে আজি তারা-রাজি রাজে না তেমন।
গোঠে বাটে মাঠে ঘাটে প্রাসাদ-শিখরে
কুটিরপ্রাঙ্গণে পথে দেবতা-মন্দিরে,
প্রদীপের মালা শোভে বনে উপবনে,
পরিজাতমালা যেন নন্দন কাননে।
মুহুর্ম্মুহু আলোকিয়া শ্যামল অম্বর
থধুপ জ্বলিছে উচ্চে, উচ্চ শব্দ করি’

* প্রতিভা। ১৩২২, পৌষ।

লুটিছে টুটিছে ভূমে, প্রলয়ে যেমতি
উল্কা সহ তারাদল ছুটোছুটি করি'
পড়ে ধরাতলে কিম্বা সাগরের জলে।
অথবা আকাশক্ষেত্রে গ্রহ উপগ্রহ
রাহু-আক্রমণ-ভয়ে, অতিষ্ঠ অধীর
লুটোপুটি খেয়ে যেন ঘোর আর্ত্তনাদে
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পড়ে চকিতে মহীতে।
মহোল্লাসে নিমগন বালকের দল
হর্ষ বিস্ফারিত নেত্রে নেহারে সুষমা
দেউটি-শোভিত-দেহ ধরণী রাণীর ;
অনন্ত কুসুমে যথা শরৎ প্রকৃতি
শত শতপত্রে যেন সরসীর নীর।
প্রদীপের সারি ধরি' ঘোর অন্ধকারে
আসিবেন বুঝি আজ চিদানন্দময়ী
করালবদনা শ্যামা ভীমা মুক্তকেশী
মূর্ত্তিমতী শক্তি, বিশ্বে শক্তি প্রদানিতে
করবাল-করা মোহ-অসুর নাশিতে।
ধ্যানে নিমগন চিত্ত ভক্ত পুরোহিত
নেহারিছে লক্ষদীপ অন্তরে বাহিরে।
উঠিল জলিয়া শিখা দ্বিগুণ বিভায়
নিশাকালে মহারোলে বাজিল দামামা,
সহসা ভাতিল দীপ্তি ভকত-আননে,
লুটিয়া পড়িল মুক্তি ভকতি চরণে॥

সভা সমিতি।

প্রারম্ভ সঙ্গীত। *

(Opening Song)

আজি—

ছন্দে ছন্দে বরণে গন্ধে খেলিছে পুলকে মধুর গান,
শারদ নিশীথে (১) কোমল কড়ির পঞ্চমে সাধা সাহানা তান।
আকাশে বাতাসে ছুটিছে রাগিণী,
চলিছে তটিনী উজান-বাহিনী,
জয় মা জননী কবিতার রাণী ভকতে আশিস্ কর মা দান।
সাজিয়ে মোহন মূরতি সাজে
বস মা মানস-সরোজ মাঝে,
এস মা বঙ্গে লইয়া সঙ্গে পূর্ণ শকতি নবীন প্রাণ।
ভারতী-কুঞ্জে ঝঙ্কারে অলি
রসে অলঙ্কারে ফোটে কত কলি
সুবাসে হাসে মানব-চিত্ত, ভুলিয়া দুঃখ ভুলিয়া মান।
অমর অমৃত গিরিশ কবি
বঙ্কিম হেম দ্বিজেন রবি
আঁকিল যে-ছবি মধু ও নবীন, সুরেন তাঁহার কি গাবে গান?

---

* ঢাকা, জগন্নাথ কলেজে "বনবীর" ও "গোড়ায় গলদ" অভিনয় উপলক্ষে রচিত ও গীত। 1918, September. পূজার ছুটির পূর্ব্বে।

(১) "শারদ নিশীথে" পদটির পরিবর্ত্তে কালোপযোগী পদ গড়ে' নিলে বছরের যে কোন সময়ে এই গান চল্‌তে পারে।

পুরস্কার-বিতরণী সভায়। *

(১) বরষে বরষে হরষে হরষে ভারতীর দান মাথে লই।
পুণ্য পুলক পীযূষ পরশে রসের সরসে ভাসিয়া রই।
আকাশ ভেদিয়া ছুড়িব লক্ষ্য,
অশনির মুখে পাতিব বক্ষ,
গৌরব-রবি হাসিবে উজল কীর্ত্তি রাখিব জগৎজয়ী।
মাতা-পিতা-গুরু-চরণে,
রহিব জীবনে মরণে
সমাগত সুধী মান্য মহান্ সদনে বিনয়ে আনত হই।

অথবা

(২) আজি—
মাতল হাওয়ার তালে তালে ঐ বাজেরে বাঁশী।
শিউলি ফুলের রাশে ভাসে শরৎ রাণীর হাসি।
নিচল নিথর প্রাণের মাঝে
সোণার কাঠির পরশ বাজে,
পরশ পেয়ে হরষ আসে আলস অবশ নাশি'।
(তোরা) আয় ছুটে আয় নিবি যদি
অমর নিধি নিরবধি
(এ যেঁ) উজল রতন জল্‌বে নূতন ভুবন পরকাশি'।
(তোরা) আয় ছুটে আয় সাগর পারে
(দেখ্‌না) কেবা জিতে কেবা হারে,
এপার থেকে অপর পারে সুখে যাবি ভাসি'।

---

* ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের জন্য রচিত ও গীত।

সভার শেষে। *

সভা যখন ভাঙ্‌বে তখন শেষের গান কি যাবো গেয়ে ?
হয়তো তখন কণ্ঠহারা মুখের পানে রব চেয়ে।
এখনো সে সুর লাগেনি বাজ্‌বে কি আর সেই রাগিণী.
প্রেমের ব্যথা সোণার তানে সান্ধ্য গগন ফেল্‌বে ছেয়ে।
এতদিন যে সেধেছি সুর দিনে রেতে আপন মনে,
ভাগ্যে যদি সেই সাধনা সমাপ্ত হয় এ জীবনে ;
এ জীবনের পুণ্যবাণী মানস বনের পদ্মখানি,
ভাসাব শেষ সাগর পানে বিশ্বগানের ধারা বেয়ে।

সুখে ও দুঃখে।

সুখ আমারে নাইবা দিলে সুখে কিবা কাজ
সুখে যদি তোমায় ভুলি পাব শুধুই লাজ।
দুঃখে শোকে তোমায় ডাকি,
তোমার নামেই মেতে থাকি,
তোমার নামে তোমার গানে হয় না যেন মাঝ
এই দুঃখেরি কাজ।

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনা।

গর্ব্বমত্ত উচ্চ শিরে
নিজ্‌কে ভেবে বড় ক'রে
বেড়াই যদি সভার মাঝে পরে' মানের সাজ,
তোমায় ভুলে থাক্‌ব বলে পেতে হবে লাজ।
চাই না তেমন সাজ,
দুঃখেরি মোর কাজ।

বেদনা।

করুণ নিশ্বাস মম বাতাসে মিশিয়া
পশে না কি প্রভো তব মহাবায়ু সনে?
মরমের ক্ষুব্ধগীতি আকাশে কাঁপিয়া
পায় না কি সীমা দেব তোমার শ্রবণে?
তুমি কি শ্রবণশূন্য পঞ্চবায়ুহীন?
তুমি প্রভো নহ কিহে বিশ্বমাঝে লীন?
স্রষ্টা তুমি শুনিবে না সৃষ্টির সংবাদ,
কর্ত্তা তুমি মিটাবে না বাদ বিসংবাদ?
কে তবে কাঁদিবে ভবে বল দয়াময়
তুমি যদি না মুছাবে মরমের ব্যথা?
ঘুচাবে না ভীতিহারা এ ভবের ভয়
সন্তানের শোক-অশ্রু দুঃখ কাতরতা?
মাতা পিতা ভ্রাতা তুমি, বিশ্ব তোমা মাঝে,
টলিবে না চিত্ত তব এ বিশ্বের কাজে?

সঙ্গীত।

সুপ্ত গরিমা জাগিল লুপ্ত বিভূতি লভিয়া।
হরষে পুলকে ভূলোকে দ্যুলোকে
উঠে আনন্দ নাচিয়া।
লুপ্ত বিভূতি লভিয়া।

যাঁহার মোহন কিরণ-বিভাতি ভাতিছে ভুবনে বনে,
তাঁহারি গরবে গরবিতা ধরা হাসে প্রফুল্ল মনে,
নব-অনুভূতি মথিয়া।

(প্রভো) পূরিল হৃদয়-কামনা, সিদ্ধ সবার সাধনা,
বরষে বরষে চলি যেন হেসে' পুণ্য পরশ মাখিয়া,
তব পুণ্য পরশ মাখিয়া।

তোমারি করুণা-রাশি দশদিশি পরকাশি'
স্মৃতি ও মর্ম্মে জীবন-কর্ম্মে থাকে যেন সদা ভাসিয়া॥

* এই গান কোন কার্য্যের আরম্ভে, মধ্যে বা শেষে সকল সময়েই গীত হতে পারে।

মাল্যদান সঙ্গীত।

(Garlanding Song.)

ভকতি শ্রদ্ধা-পূরিত-চিত্ত-সাগর-সুধা সিঞ্চনে
মঞ্জুল ফুল মালাটি গাঁথিয়া, লইয়া আকিঞ্চন-হে
আসিয়াছি দীন সাজি'
তোমারে পরাতে আজি
লও লও সুধী পর পর গলে ধর ধর মালা যতনে।

দিগ দিগন্ত উজ্জ্বল করা জ্ঞানের আলোক লভিতে,
দৈন্য কালিমা ঘুচায়ে নিবিড় পুণ্য পরশে শোভিতে
রয়েছে বাসনা চির,
ওহে বাঞ্ছিত ধীর,
চিত্ত-মুকুর রহে যেন পূত করুণাগঙ্গা বারিতে।
ফুলের পরশে ফুলের গন্ধে রূপে রসে মোহে গুণে,
ফুলেরি মতন কোমল ব্যথায় দেবতা সঙ্গীত শুনে,
আজি এ নব বরষে,
জীবন প্রভাতে হরষে
শোক-দুঃখ-হরা চির সুখ ভরা জাগে আনন্দ মনে।

* ঢাকা বিভাগের মহামান্য কমিশনার মহোদয় "জামালপুর" গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি হওয়ার কালে। 1926, May.

বিদায় সঙ্গীত।

(Farewell Song)

বন্ধু-বিরহে।

আজি এ লগনে গগনে পবনে করুণ বাঁশরী বাজে।
হিমানী-জড়িত জড়তা-ললাটে বিষাদের রেখা রাজে।
নিখিল অকালে চাঁদিনী রজনী আঁধারে মগনা ধরা,
কাহার বিরহে দহে এই হিয়া আলোকে পুলকে ভরা।
মলিন ইন্দু, নীরবে সিন্ধু কাঁদিছে নিচল সাজে
বন্ধু সে জানে বন্ধু-বিরহে কি বেদনা হৃদি মাঝে।

অথবা

সন্ধ্যারাণীর আঁচলখানি পাত্‌ল ধীরে ধীরে,
জ্যোৎস্না-রাশি, বিমল হাসি খেল্‌বে তীরে নীরে।
জুট্‌ল হঠাৎ অকাল কুয়াসা,
দিকে দিকে বিষাদ নিরাশা,
গগন ছেয়ে আঁধার এল, দিগবধূরে ঘিরে।
ছিল আশা জ্বলবে গো বাতি,
কাটবে সুখে সারাটা রাতি,
দম্‌কা বায়ে নিব্‌ছে আলো জ্বল্‌বে কি আর ফিরে?

✲ ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দত্ত এম্, এ, বি, টি মহাশয়ের বগুড়া জিলাস্কুলে হেড্‌মাষ্টারের পদে গমনকালে রচিত ও গীত।

প্রারম্ভ সঙ্গীত।

(Opening Song)

জয় জয় সতি সুর-ভারতি ভারত-সুখকারিণি।
ইন্দুকিরণ-কুন্দকুসুম-সুন্দর রুচিধারিণি॥

ত্বমসি শরণ মিহ বুধজন-সকল কলুষ নাশিনী!
করুণাসিন্ধু-জীবনবিন্দু দানৈর্বুধ-তোষিণী।

ত্বমসি ভারতি সজ্জনগতিরিহ ত্রিতাপ হারিণী।
ত্বমসি শক্তিরেকভক্তিরত্র মুক্তিদায়িনী।

এহি এহি দেহি দেহি জ্ঞানমাত্মরূপিণি।
দেহি কর্ম্ম দেহি শর্ম্ম ধর্ম্মভাববর্দ্ধিনী॥

বাদয় ইহ পুন রহরহঃ সুন্দর পরিবাদিনীং
ভব ভৈরব নটদীপক-রাগে জন মোহিনী।

* পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের ৩৫ বার্ষিক অধিবেশনে গীত। ১৯১৪, ১৩ই ফেব্রুয়ারী।
রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় ৺প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বাণী আবাহন।

ফুলে ফুলে ভরা কুঞ্জ-কানন, গুঞ্জরে অলি পুলকে ;
ফুর ফুর ফুর মলয় মারুত বহিছে ভূলোকে দ্যুলোকে।
হরষ-আবেশে কোয়েলা দোয়েল কিবা সঙ্গীত গাহে।
তাম্রবরণ আম্রপল্লবে মুঞ্জরী রসে নাহে।
ধব ধব ধব ধবলবরণা ভারতীর হাসি রাশি
গহনে পবনে তপনে চন্দ্রে উঠিয়াছে পরকাশি।
বেদ-বিজ্ঞানে ছন্দে ও গানে ঝঙ্কার উঠে শান্ত।
বীণা নিনাদিনি ! কর আমোদিত ভকত-হৃদয়-প্রান্ত !

ভারতী

এস—নন্দিত করি' নিখিলচিত্ত মণ্ডিতকরি' ধরণী,
নন্দন ফুল গন্ধ মথিয়া এস মা বিশদ-বরণী।
বিশ্ববীণার গোপন তন্ত্রে ঝঙ্কারি নবসুর,
উজল আলোকে ভূলোকে দ্যুলোকে কালিমা করমা দূর।
সাজাও অর্ঘ্য ভকতবৃন্দ, বাজাও বোধনশঙ্খ ;
জয় মা ভারতি ! দাও মা সুমতি, নাশ অজ্ঞান-পঙ্ক।

---

* বর্দ্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুলের জন্য রচিত ; ১৩২৬। ১২ই বৈশাখ, শ্রীপঞ্চমী।
+ জামালপুর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল। ময়মনসিংহ। ১৩৩২, ৪ঠা মাঘ।

বাণী-বন্দনা।

(আজি)

মন্দ-মলয় হিল্লোলে খেলে
হৃদয়ে অতুলানন্দ,
দিকে দিকে দিকে ভূলোকে পুলকে
উঠিছে বেদের ছন্দঃ।
নন্দিত করি' নিখিল-চিত্ত
মণ্ডিত করি' ধরণী,
নন্দনফুল গন্ধ লইয়া
আসিছে বিশদবরণী।
রসালের ডালে কোকিলা কুহরে
ভ্রমরা গুঞ্জরে কুঞ্জে.
"জয় মা"—নিনাদে দাড়াল ভক্ত
সাঞ্জলি পুঞ্জে পুঞ্জে।
ভারত ভরিয়া ভারতীভক্ত
ভারতী পূজায় মত্ত;
"জয় মা ভারতি" দাও মা সুমতি
চাহিনা অপর বিত্ত।

সভা-সঙ্গীত।

(আজ) আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও!
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধূলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমেরি জালে
আজ সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
অরুণ আলোর সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয় হ'তে ধাওয়া, প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥
আজ নিখিলের এই আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও;
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

মুসলমান-সমাজ।

প্রার্থনা-সঙ্গীত।

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার-দিবস-স্বামী।
কি গাহিব গান হে চির মহান, তুমি হে অন্তর্যামী॥
দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়ে, তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়ে;
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি, তোমারি করুণাকামী।
সরল সরস ধরম পন্থা মোদেরে দাও ওগো বলি,
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমারি প্রিয়জন গেছে চলি।
যে পথে তোমারি চির অভিশাপ, যে পথে তোমার চির পরিতাপ
হে মহাচালক! মোদেরে কখনো করো না সে পথগামী॥

পরিচয়। §

প্রশ্ন (গানের সুরে)

(১) বল বল ভাই,
একটী কথা আম্‌রা জান্‌তে চাই।
জান্‌তে পেলে হ'ব খুসী
মনে আশা কর্‌ছি তাই,
বল বল ভাই।

✽ মক্তব, মাদ্রাসা, এবং অপর যে কোন বিদ্যালয়ের মোস্লেম ছাত্রদের উপযোগী।

§ জামালপুর মিড্‌ল মাদ্রাসার গীত। ১৯২৬।

আচকান্ পায়জামা পরি'
শিরে তুর্কি টুপী ধরি'
হাতে ছাতা পায়ে জুতা
কেবা তোরা আমার ভাই ?
বল বল ভাই
একটী কথা আমরা জান্‌তে চাই।

(২) নাই কি তোদের রূপার ছড়ি
পাঁচশ টাকার চশমা ঘড়ি,
মাথায় টেরী মুখে বিড়ী
তা যে তোদের কিছুই নাই।
বল বল ভাই, একটী কথা ... ... চাই।

(৩) দেখ্‌লে তোদের পুণ্য ছবি,
মনে পড়ে আল্লা-নবি,
কোন বাগানের কুসুম তোরা ?
কোন্ সমাজে তোদের ঠাঁই ?
বল বল ভাই, একটী কথা ... ... চাই।

(উত্তর)

(১) মোস্‌লেম-তনয় মোরা মোস্‌লেম-তনয়।
প্রাণটী খুলে আজ্‌কে মোদের দিচ্ছি পরিচয়।
মোরা মোসলেম-তনয় ।।। thrice (তিনবার)
যাচ্ছি মোরা শিক্ষালয়ে, ভায়ে ভায়ে আপন হয়ে

খোদার নামে দূর করেছি সকল পাপের ভয়।
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thrice

(২) সত্য আল্লা সত্য নবী বলছিরে ভাই আমরা সবি
নমাজ রোজা হজ্জ জাকাৎ, করতে মোদের হয়—
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thrice

(৩) পঞ্চ সন্ধ্যা পড়ছি নমাজ, আজান দিয়ে ডাকছি সমাজ
বিশ্বজোড়া ঐক্য মোদের জগৎ-ভরা জয়
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thrice

(৪) শিরে টুপী, হাতে কোরাণ, সবাই মোরা ধর্ম্মপরাণ
শিক্ষা মোদের ধর্ম্ম বিধান শাস্ত্রে মোদের কয়
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thrice

(৫) আরবী মোদের ধর্ম্মভাষা, উর্দ্দু শিখ্তে কর্‌ছি আশা
ধর্ম্মমন্দির হচ্ছে মোদের আরবী বিদ্যালয়—
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thrice

(৬) আরবী রছুল আরবী কোরাণ, বেহেস্তের আরবী জবান,
ধর্ম্ম গুরুর বাক্য ভাইরে মিথ্যা কভু নয়—
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thr ce

(৭) ছেড়ে ভিক্ষা ধরছি শিক্ষা পাশে করিব সব পরীক্ষা
রাজ-ভাষা আর মাতৃভাষাও শিখ্তে মোদের হয়।
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thrice

(৮) পরছিলে ফিন্‌ফিনে ধুতি, কাটছিলে ভাই মৈত্রী সাঁথি
মাথায় টুপী আছে মোদের, জাতের পরিচয়।
মোরা মোসলেম তনয় ॥। thrice

(৯) পরি না মোরা স্বর্ণ ঘড়ি, ছুই না কভু চশমা ছড়ি
অপব্যয়ে হয় মহাপাপ শাস্ত্রে মোদের কয়।
মোরা মোসলেম তনয় thrice

(১০) বলি না কভু মিথ্যা কথা, দেই না কারো মনে ব্যথা।
গুরুভক্ত, অনুরক্ত আমরা সমুদয়।
মোরা মোসলেম-তনয় ।।। thrice

উর্দ্দূ গান।

(১)

ইয়ারাব্ হে বখ্‌শে দেনা বান্দেকো কামে তেরা।
মাহ্‌রোমে রাহ্‌না জায়ে মৌলা গোলামে তেরা॥
জব্ তক্ হে দেল বোগল্‌মে হারদম্ হোইয়াদে তেরি।
জবতক্ জোবাঁ হে মুঁহ্‌মে জারি হেনামে তেরা॥
ইমানে কি কাহেঙ্গে—ইমানে হে হামারা।
আহ্‌মদ রাছুলে তেরা মাছ্ হাফ্ কালামেতেরা॥
শাম্‌ছোদ্দোহা মোহাম্মদ বাদ্ রোদ্দোজা মোহাম্মদ্
হে নুরে পাকে রৌশন্ হায় ছোব্‌হো শামে তেরা॥

✽ চামানে কাওালি হইতে।
✽ চামানে বেনজির হইতে উদ্ধৃত।

হে তুহি দেনেওয়ালা পাছ্তিছেহে বলন্দি।
আছ্ফাল্ মোকামে তেরা, আলা মোকামে তেরা ॥
মাহ্রোমে কেওঁ রাহেঁমাই, জিভর্ কে কেওঁ নালোঁ মাই।
দেতাহে রেজ্কে ছব্কো-হে ফয়জে আমে তেরা ॥

(২)

আজিজো আলমে ফানিছে জব্ আপ্না গোজার্ হোগা।
নিকল্ এছ্ মোল্ কেছে জেরে জমিঁ জঙ্গল্ মে ঘর্ হোগা ॥
আন্ধেরাতঙ্গে ওয়েহ্ ঘর্ হে না তকৃয়াহেনা বেস্তর্ হে
মাকাঁ ভি পুর্ খতর্ হোগা না আঙ্গন্ আওর্ না দর্ হোগা
হোওয়াহে দেল্ মেরা জের্ ও জবর্ উছ্দিন্ কি আফৎছে
কে জেছ্ দিন্ ইয়ে জমিঁ ও আছমাঁ জের ও জবর হোগা ॥
না জাঁনে হাম্ কে ছিকো ওঁা নাকোই হাম্কো জানেহে।
নাহি পাহচানে মালেকৃছে কাহোকেওঁ কার গোজার্ হোগা ॥
তু বকৃতা কিয়াহে আয় রমজাঁ নাহোমাইউছে রহ্মৎছে।
তেরে ছের্ পর্ শাফিয়ে আছিয়াঁ থায়রোল্ বাশার্ হোগা ॥

THE COLONISTS.

(A dialogue)

Teacher. (To the boys in the class.) I have a new play for you my dear boys. I will be the founder of a colony in a distant country, where there are very few people. Suppose, we are too many in our country and we are going to settle in the distant province. You are people of different trades and professions coming to offer yourselves to go with me.

(To "A" what are you, sir ?

A. I am a farmer, sir.

Teacher. Very well, farming is the chief thing we have to depend upon. So we must have you. But you must be a working farmer, not an idle one. Who comes next.

B. I am a curpenter, Sir.

Teacher. A most necessary man that could offer. We shall find for you work enough, never fear. There will be houses to build, fenees to make, and all sorts of wooden furniture to provide. I engage you gladly, now for the next.

C. I am a blacksmith, Sir.

T. An excellent companion for the Carpenter. We cannot do without either of you. So you may bring your bellows & anvil, and we shall

* From the Junior Madrassa, Jamalpur, Mymensingh, 1926.

let you have enough work to do. Who comes next ?

D. I am a tailor, Sir

T. Well, we must have you. We can't go naked ; so there will be work for the tailor. But you must not be above mending & patching I hope ; for we must not mind patched clothes while we work in the woods or in the field.

D. I am not so, Sir.

T. Then I engage you. Now for the next ?

E. I am a Goldsmith and Jeweller, Sir

T. Oh my friend, you may find your way to a worse place than a new colony to set up your trade in. We shall have no work for you. You may bring us ruin or we may have you starving,

Who comes next ?

F. I am a doctor, Sir.

T. Then, sir, you are very welcome. Health is the first of blessings ; and if you can give us that, you will be a valuable aid indeed. Of course you know the doctrine "prevention is better than cure ?" Now for the Next ?

G. I am a lawyer, Sir.

T. I am sorry, we can't afford to have you. When we shall be rich enough to go to law, we shall let you know. Who comes next ?

H. I am a school-master, Sir,

T. That is a very noble profession. But you

shall find not high works for us. Still we shall have you. Although we are to be hard working and plain; we don't intend to be ignorant of the world. You shall teach us reading, writing, and a little Arithmetic.

H. With all my heart, Sir.

T. Then I engage you. Who comes next?

I. I am a potter, Sir.

T. Yes, we shall have you. You will make us pots to cook our food in. I engage you.

Who comes next with so bold an air?

J. I am, a soddier, Sir.

T. Then, sir. I am sorry, we can't have you. We are all peaceful people and I hope, we shall have no occasion to fight. We shall all defend ourselves when we are attacked by others. For, self-defence in each of us is a soldier, we shall have no need of soldiers by trade.

শিক্ষকের বিদায়ে ! *

(সঙ্গীত)

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া ?
পুত্র-কল্প প্রিয় শিষ্যদলে যেতেছ আজি কি বলিয়া ?
মোরা ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
(তোমার) শুভ্র-স্মৃতিটুকু ল'য়ে যাব কিহে গৃহে ফিরে ?
তব উপদেশ সুধা-বাণী
তব সৌম্য মূরতি খানি,
(আজি) বিদায়ের দিনে পুণ্য কিরণে উঠিছে হৃদয়ে জ্বলিয়া
আজি কি দিয়া শুধিব ঋণ হে,
মুগ্ধ প্রাণের প্রীতিটুকু ছাড়া, কি আছে, আমরা দীন হে ।
তুমি কীর্ত্তি-বিমানে চড়িয়া যশের মুকুট পরিয়া
দীর্ঘ জীবন লভ, সুখে থাকো, যেয়োনা মোদেরে ছলিয়া ।

* প্রাপ্ত । অজ্ঞাত লেখক ।

পাঁচ ইন্দ্রিয়।

(আবৃত্তি)

লাল রংএর নিশান হাতে প্রথম বালকের প্রবেশ। নিশানে লেখা রয়েছে চক্ষু (রূপ, ক্ষিতি)

১ম বালক। আমি চক্ষু, আমা ছাড়া ধরা অন্ধকার,
(চক্ষু) চক্ষু মুদ্‌লে সাদা কালা সবই একাকার।
গর্ব্ব আমি করিনাকো চক্ষু নিয়ে মোটে,
কর্‌লে তালাস অন্ধ কাণা হাজার হাজার জোটে।
আজ অবধি কর্‌ছি শপথ চক্ষু দুটী নিয়ে
দেখ্‌ব নাকো বিশ্রী কিছু মন্দ ঠাঁয়ে গিয়ে,
সুশ্রী যাহা শুদ্ধ যাহা পবিত্র নির্ম্মল,
হে ভগবান্, তাহাই হ'ক্ আমার সম্বল।

সাদা নিশান হস্তে দ্বিতীয় বালকের প্রবেশ। নিশানে লেখা রয়েছে জিহ্বা (রস, অপ্)

২য় বালক। দোকান ভরা মণ্ডা মিঠাই বাগান ভরা ফল।
(জিহ্বা) ইচ্ছা কর্‌লে এ রসনায় চলে'যায় সকল।
কিন্তু শেষে ধরবে যখন উদরাময় রোগে,
বুঝবে মজা এ রসনা কতই কষ্ট ভোগে।
শরীর হবে শুক্‌নো কাঠি, মাথার মগজ ঘোলা।
জীবন শুধু বৃথাই যাবে ভগবানে ভোলা।
আজ অবধি কর্‌ছি শপথ রসনা-সংযম,
চির জীবন করব রক্ষা আহারের নিয়ম।

* "শিশুসাথী" (প্রথম বর্ষ) ১৩২৯, চৈত্র।

ধূসরবর্ণ নিশান হস্তে তৃতীয় বালকের প্রবেশ। নিশানে লেখা
রয়েছে নাসিকা (গন্ধ, তেজঃ)

৩য় বালক। বাঃ কি মজা, কি সুগন্ধ, আতর দেলখোস্,
দশ টাকাতে মিলে বটে এক তোলার এক ডোস্,
পঁচিশ টাকা থাকলে হাতে ভাবনা কিসের আর,
বাবুগিরির চরম সীমা একই লাফে পার।
বনের ফুলে গাছের মূলে চন্দনেরি সারে—
যে সুগন্ধ, মন্দলোকে জান্‌তে কি তা পারে ?

হল্‌দে নিশান হাতে চতুর্থ বালক। নিশানে লেখা
ত্বক্ (স্পর্শ, মরুৎ)

৪র্থ বালক। আকাশ ভরা বাতাস খেলে খবর রাখে কে ?
(ত্বক্) ফাগুন মাসের আগুন হাওয়া কেবা দেখেছে ?
চোক্ দিয়ে তা যায় না দেখা, পরশ করা চাই।
আমি চর্ম্ম, আমার মর্ম্ম বুঝে কি সবাই ?
কচি শিশু মায়ের মুখে চুমো যখন খায়,
কি যে আমি কি গুণ আমায়, তখন বুঝা যায়।
আমার মাঝে ময়লা বাজে, করবে পরিষ্কার।
দক্রু বিখাজ চর্ম্মরোগে ধরবে না ত আর।

নীল রংএর নিশান হাতে পঞ্চম বালক। নিশানে লেখা
কর্ণ (শব্দ, ব্যোম)

৫ম বালক। রাজার বাড়ীর রোশন চৌকি কি সুন্দর বাজে
(কর্ণ) কোকিল পাখীর কুহু কুহু পাতার ঝোপের মাঝে,
কিবা মিষ্টি পড়ে বৃষ্টি ঝম্‌ঝমাঝম্, ঝম্।
মুনি ঋষি গায় ভোলানাথ বম্ ববম্, বম্।

আজ অবধি কর্‌ছি শপথ শুনব না কুভাষা,
সুকথাই শুন্‌ব শুধু, জীবন যাবে খাসা।

সকলে। নয়ন রসনা নাসা চর্ম্ম ও শ্রবণ,
রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দের বাহন।
ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম্ এই পঞ্চভূত
এ জগতের উপাদান নহেত অদ্ভুত।
পাঁচ ইন্দ্রিয় সুস্থ যদি রহে চিরকাল,
থাকব সুখে সুস্থ দেহে; তুচ্ছ মহাকাল।

(সকলের প্রস্থান)

শক্তি পূজা। *

পাড়ায় পাড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে মেঘের নাদে ঢাক বাজে,
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ের বুক নাচে
ধিন্‌তা ধিনা, আসবে কিনা সবার ঘরে দুর্গা মা,
দুঃখহরা মায়ের কৃপায় দুর্গতি আর থাক্‌বে না।
শিউলি ফুলের রাশে রাশে শরৎরাণী হাসেরে
সাদা সাদা চামর দোলে নদীর ধারে কাসরে।
নদীর জলে পুলক খেলে ধোয়াতে মার রাঙা পা,
ফুলের রেণু নিয়ে পবন কপালে টিপ দিয়ে যা।
গাছে গাছে নাচে কত শ্যামা দোয়েল চন্দনা,
মনের সুখে গায় তারা আজ শরৎরাণীর বন্দনা।

---

* 'শিশুসাথী'। ১৩৩১ ভাদ্র।

আকাশ ভরা লক্ষ তারা রেতের বেলায় ঝক্ ঝকে,
চাঁদের আলো দেয় আরতি রূপোর থালায় চক্ চকে।
বাগান ভরা ছড়া ছড়া রস্তাতে রূপ ধরেনা,
কচু হলুদ জয়ন্তীতে কাঁচা সোণার ঝরণা—
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরে কেমন কাঁচা বেলে ডালিমে,
বলে অশোক মানকচু আর "নেরে রূপের ডালি নে"
ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলানো লক্ষ্মী-মায়ের হরিত কেশ,
নবীন রসে নবীন রাগে নয়টি পাতার নবীন বেশ।
পাতায় লতায় মায়ের পূজো ফলে ফুলে মৃত্তিকায়,
মায়ের ভক্ত বঙ্গদেশ-এ সংযমেরি কীর্ত্তি গায়।
সকল কাজে সিদ্ধি পাওয়া কার না মনে বাসনা,
সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজায় পূরে সবার সাধনা,
ধনুর্ব্বাণে শক্তহাতে নাশ্তে রিপু-আর্ত্তিকে
ভক্তিভরে হও প্রণত শক্তিধর কার্ত্তিকে।
কে বলে এই বঙ্গভূমি যুদ্ধবিদ্যায় অন্ধকার?
প্রাচীন কালের অস্ত্র শস্ত্র শুন্‌বে শিশু চমৎকার!
আদিহীনা ভগবতী দশ হাতে তাঁর প্রহরণ,
মহিষমর্দ্দিনী ভীমা অসুর সনে করেন রণ।
ডান হাতে তাঁর ত্রিশূল অসি চক্র গদা তীক্ষ্ণ শর,
বামে খেটক পোক্ত ধনু ভুজঙ্গ-পাশ ভয়ঙ্কর।
শঙ্কাহারী অঙ্কুশাস্ত্র, ঘণ্টা কিংবা পরশু,
প্রতি অস্ত্র মন্ত্রপূত নাশে অসুরের অসু।
শক্তিময়ী নারীর দেহে এত শক্তি বর্ত্তমান।
আজকে মোরা শক্তিহারা, অবিদ্যারই অভিমান!

শক্তিপূজার ঢাক বাজে আজ বঙ্গশক্তি জাগো গো!
বঙ্গবালা রঙ্গ ছাড়ো, ব্যঙ্গ কেন মাগো গো।
শক্তিহীনা বঙ্গভূমি মিথ্যা কথা প্রহসন।
পুত্রে করো শক্তিধারী, আজ যে মায়ের জাগরণ।
শানাই সনে বাজবে বীণা বীণাপাণির করে রে,
পুঁথির গানে বীণার তানে মনপ্রাণ হরে রে।
এ আনন্দে বন্দে সবে মৃত্যুজয়ী সদা শিব
মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেও তরবে যদি কলির জীব।

সোণার গাঁ (বা সুবর্ণগ্রাম)

সোণার ভারতে সোণার বঙ্গে, সোণার সুবর্ণগ্রাম,
"স্বর্ণভূষিত" আদিম জাতির এইত প্রাচীন ধাম।
স্বর্ণপ্রসূতি স্বর্ণগামে-এ শোনা-কথা সোণা-বৃষ্টি,
বলে জনবাদে এই হেতুবাদে 'সোণার গাঁ'-নামসৃষ্টি।
স্মৃতিচূড়ামণি-রঘুনন্দন-গ্রন্থবচনে লেখা
লৌহিত্যনদ-পূরব সীমায় স্বর্ণগ্রামের রেখা। ১।
লক্ষা মেঘনা ব্রহ্মপুত্রে বেষ্টিত যার ভূমি,
পুরীর পরিখা মেন্দিখালি গিয়াছে যাহারে চুমি'

---

* সোণার গাঁ পরগণাস্থিত হাড়িয়া গ্রামের বিরাট সভায় পঠিত। ১৩৩০, ১৫ই পৌষ।

১। "লৌহিত্যাৎ পূর্ব্বতো বঙ্গ:, বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদয়ঃ।"

আজিকে সে সব নদ নদী মাঝে রাজে না নৌবহর।
"জাঙ্গালিয়া" জনপদ-পাদে নাইত নাবিক লস্কর।
এই নগরীর ঠাঁয় ঠাঁয় কত অতীতের স্মৃতি গাঁথা,
খালে ও জঙ্গলে ভগ্ন দেউলে পরকাশে মৌন ব্যথা।
রাজ্য গড়িল হিন্দু নৃপতি দনুজমর্দ্দন-রাজ,
স্মরিলে যাঁহার কীর্ত্তি-ভারতী বাজে বুকে শত বাজ।
পাঠান ভূপতি গিয়াস উদ্দীন, ঈশা খাঁ মস্‌নদ্ আলি,
অমর করিয়া গিয়াছে সকলে এই নগরীর ধূলি।
"শের শার" সেই বিশালবর্ত্ম আজিও বর্ত্তমান,
বঙ্গ হইতে পঞ্চনদে সে কেবা করে অভিযান?

মগড়া-পারের বক্ষ উপরি রাজধানী আজি লুপ্ত,
রম্য-কর্ম্ম-খচিত-হর্ম্ম্য বসুধা-বিবরে গুপ্ত।
"নহবতাগারে" প্রহরে প্রহরে বাজে না 'বাদশা-ঘড়ী,'
তহবিলে আজি নাই তহশীল, নাই সে বিশালা পুরী।
'গোয়ালদী' গ্রামে মস্‌জিদ মৌন, নাই সে হোসেন শাহ,
সন্ধ্যা সকালে নমাজের কালে কে বা ডাকে আল্লাহ্।
'দলৈরবাগের' সেনাদলপতি দলে কি অরাতিদল?
হামছাদী গাঁয়ে কোথা আজি রাজা প্রখর বুদ্ধিবল;
আমিনপুরেতে শুধু আছে নাম 'সহর সোণারগাঁও'
'ক্রোড়ী বাড়ী'তে কোথা ক্রোড়পতি? কেহ নাহি করে রাও।
নাহি নাহি সেই দর্গা দুর্গ দীর্ঘিকা কত শত।
হায় 'দম্‌দমা দুর্গ' দুর্গম ভূমিতে হয়েছে নত।

ব্রহ্মপুত্র-জলে এখনোত খেলে প্রকৃতি কত না খেলা। ২।
'লাঙলবন্ধ' 'পঞ্চমী ঘাটে' তীরে নীরে বসে মেলা।
কুলুকুলু নাদে নদ মেঘনাদ সাগরের পানে ধায়,
ধরে না এখন স্বর্ণজননী সোণার ভূষণ গায়।
সোণারগাঁয়ের সূক্ষ্ম শুভ্র মঞ্জুল মসলিন,
মিহি চাল আর কার্পাস কৃষি সকলি হয়েছে লীন।

বেদকলরবে কাঁপে কি এখন প্রতি ব্রাহ্মণ গেহ।
'বৈদ্যবাজার' যশোভূমি যাঁর মৃত সে বৈদ্য-দেহ।
পুরাতন গাঁথা স্মরিয়া স্মরিয়া ফুকারিয়া কাঁদে চিত্ত।
কুপথে মজিয়া কাঙাল সাজিয়া হারিয়েছি সব বিত্ত।
শাখি-শাখে বসি' পাখী শত শত আজিও প্রভাতী গায়।
ফুল-পরিমল পরশিয়া বহে আজিও মলয় বায়।
সে মধুর গানে সে মিঠা পবনে জুড়াইয়া স্বীয় অঙ্গ।
জাগুক আবার সুবর্ণগ্রাম, জাগুক আবার বঙ্গ।

২। ১৩০৯ সনে, বৈশাখ মাসে লাঙ্গলবন্ধের প্রলয়ঙ্কর ঝড় তুফান স্মরণীয়।

ধনী ও দরিদ্র।

(আবৃত্তির জন্য)

প্রথম বালক

লক্ষপতি ধনিপুত্র, পিতার অভাবে
উত্তরাধিকার বলে—লভে সুবিস্তৃত
ভূমিখণ্ড, দাসদাসী পরিবৃত কত
রম্য হর্ম্ম্যরাজি মর্ম্মর প্রস্তর-গাঁথা
অথবা কাঞ্চনে। বর্ণ তার স্বচ্ছ শুভ্র.
গোলাপী রংএর আভা ফুটে সর্ব্ব গায়,
কিন্তু হায়! ঐ দেহ শীত-আক্রমণে
সদাভীত, দুদিনের পুরাণো বসন
ত্যজে সে যে জীর্ণ ভাবি, কি গ্লানি বা কভু
সে বসনে নাহি হবে সম্ভ্রম-রক্ষণ।
তেমন বিস্তৃত রাজ্য তত বড় ভোগ
মনে লয় মম, নাহি বাঞ্ছে কেহ ভবে
যদিও সে লভে উহা অবাধ নিষ্কর!

দ্বিতীয় বালকের প্রবেশ—

ধনীর নন্দন সদা চিন্তায় ব্যাকুল
কখন বা ভাঙ্গে ব্যাঙ্ক, কখন বা হবে
ভস্মীভূত বিরাট বাণিজ্য গেহ, কিংবা
ফুৎকারে উড়ে যাবে নশ্বর দৌলৎ।

✣ জিলাস্কুল ম্যাগাজিন। ময়মনসিংহ। 1922, Puja Issue ইংরেজীর ছায়া।

কিবা দশা হবে তবে হায়! নাহি রবে
নবনীত দেহ কুসুমের পেলবতা,
শক্তিহীন ভুজযুগ নারিবে আৰ্জ্জিতে
জীবিকা উপায়। তেমন বিস্তৃত রাজ্য
তত বড় জমিদারী ভোগ, মনে লয়
মম চিত্তে, নাহি বাঞ্ছে কেহ ক্ষণতরে
যদিও সে লভে উহা অবাধ নিষ্কর।

তৃতীয় বালকের প্রবেশ—

আরো শুন ধনীর বারতা, শুন শুন ;
অভাবে অভাবে কাল কাটে ধনি-সুত,
পরিপাক-শক্তির অভাবে নাহি মিটে
লুব্ধ আশা রাজভোগ্য ভোজ্য-ভক্ষণের।
পাকস্থলী অগ্নিশূন্য, প্রাণ কত চায়
কিন্তু হায় নাহি পায় সম্বরিতে দেহে
কণামাত্র। এলায়িত বলহীন বপু
আরাম কেদারা'পরি, হতাশ নয়নে
নিরখে অদূরে তার দীন দুঃখী প্রজা
কত সুখে কৃষি কার্য্যে করে পরিশ্রম।
আর শুনে কৃষকের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পবন
উদ্দীপিত করে যাহা ক্ষুধার অনল।
কে চায় বিশাল ধন রাজত্ব তেমন?
মনে লয় মম, নাহি বাঞ্ছে কেহ ভবে
যদিও সে লভে উহা অবাধ নিষ্কর।

প্রথম বালক—

কি সম্পত্তি লভে ভবে উত্তরাধিকারে
দীনস্থত ? কি বা আছে তার পিতৃধন ?
বজ্রবাহু, বক্ষ সুবিশাল, সমুন্নত দেহ,
উৎসাহে পূরিত সদা বীর্য্যবত্তা তার ;
দুই হস্ত ভৃত্য সহ সাধে শত কাজ
শ্রমসাধ্য, কৃষিক্ষেত্রে অথবা স্বালয়ে।
এমন বাঞ্ছিত ধনে অধিকারী যেবা
মনে লয় মম, পরাক্রান্ত নৃপতিও
মাগে সেই ধন রাজ্যধন বিনিময়ে তার।

দ্বিতীয় বালক—

উত্তরাধিকার-সূত্রে কিবা লভে দীন ?
সাধনায় সিদ্ধিলাভ ; পূর্ণ মনস্কাম
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত কাজে। কর্ম্মবশে
জন্ম তার কৃষকের কুলে, তবু দীন
লভে তৃপ্তি, লভে শান্তি আপনার কাজে।
আর লভে কর্ম্মতরে সদা ব্যগ্র হৃদি
গভীর সাগর সম কর্ম্ম সমাপনে
মহানন্দে নৃত্য করে অন্তরে বাহিরে।
আহা কি আনন্দ তার, স্বর্গীয় অপার !
তেমন স্বর্গীয় ধনে অধিকারী যেবা
সে সম্পত্তি নরশ্রেষ্ঠ হিংসে মনে মনে।

তৃতীয় বালক—

আরো শুন কি সম্পত্তি লভে ধনিসুত।
আজন্ম অভ্যস্ত শিশু সহিষ্ণুতা গুণে,
দীনতায় ধীরতায় কৈশোরে বাড়িয়া
লভে যুবা মহোৎসাহ অদম্য উদ্যম,
দুঃখ কষ্ট দলে পদতলে; কাঁদে চিত্ত
করুণায় তার করিবারে পর-উপকার;
উপকৃত পতিত মানব শত, লভি, তার
কৃপাকণা, ধূলিরাশি কুটীর-প্রাঙ্গণে
গণে মনে মনে উহা স্বরগের বেণু।
এমন সম্পত্তি দিব্য বাঞ্ছে লভিবারে
রাজ্য ধন বিনিময়ে সুর-নরপতি।

প্রথম বালক—

শুন ওহে ধনীর নন্দন! শুন শুন,
শ্রেষ্ঠ পরিশ্রম এক আছে তোমা তরে
নহে ন্যূন নহে হীন যাহা বসুধার
অন্যবিধ পরিশ্রম পাশে; এই শ্রমে
নাহি আনে শরীরের বর্ণ মলিনতা,
নাহি দানে বাধা কভু তাহা
রাজকীয় সুখভোগ্য ভোজন ভোজনে।
"নিঃস্ব জনে ধন দান" এ শ্রমের নাম;
হস্ত-অলঙ্কার উহা—অমূল্য ভূষণ—।
গোলাপী গায়ের বিভা হয় প্রভাহীন

জীবনের শেষে, নাহি অনশ্বর কিছু
এ নশ্বর ধরামাঝে। ধনীর রাজত্ব ক্ষেত্রে
দানরূপ মহাশস্য অতি পুষ্টিকর।
অমূল্য এ মহারত্নলাভ, মনে হয়
সার্থকতা করে সম্পাদন ধনিকের
ধনরাশি ভোগে, সে-ই শুধু ধনযোগ্য।

দ্বিতীয় বালক—

শুন তুমি দীনের তনয়, কি ভয় কি ভয়?
গ্লানি যেন নাহি আসে স্মরিয়া দীনতা
নামে মাত্র ধনী যাঁরা মান্য মহাশয়
নহে তাঁরা তোমা হ'তে সুখী ধনবান্।
দীন হ'তে দীনতর ধনী কত শত
কব কত জীবন্মৃত এই ধরাতলে।
বিনাশ্রমে আত্মার বিকাশ দীর্ঘ আয়ু
লভিয়াছে কেবা কবে এ ভব-ভবনে।
পরিশ্রম, সুখ-নিদ্রা নিশাযোগে
মানবের কাম্যধন, এমন সম্পদ
করতল গত যার, হকনা সে দীন,
সে দীনতা শতগুণে শ্রেয়ঃ সবাকার।

তৃতীয় বালক—

আয়ুঃশেষে কিবা ভেদ ধনীর নন্দনে
আর দরিদ্র তনয়ে? দেহ অন্তে দোঁহে
অধিকারী তুল্য রাজত্বের, সে রাজত্ব
চারি হস্ত মাত্র ভূমি তৃণ-আচ্ছাদিত

কবর-গহ্বর কিংবা জ্বলন্ত শ্মশান।
উভয়েই প্রিয়পুত্র এক জনকের
মহান্ ঈশ্বর যিনি সর্ব্বব্যাপী বিভু
চিদানন্দ চিরজ্যোতি ভূমা স্বপ্রকাশ।
পিতৃধনে অধিকার লভিবারে যদি
থাকে চিত্তে বাসনা প্রবল, হও দোঁহে
ঈশভক্ত, নিত্য কর উপাসনা তাঁর,
প্রীতিস্নেহ-কৃপাকণাতরে কর সদা
সাধু অনুষ্ঠান, পরিহর অলসতা।
এমন সম্পত্তি দিবা দেব-আশীর্ব্বাদ
জীবনের শ্রেষ্ঠধন অক্ষয় অমর।

(অভিবাদন পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান)

ভারতে ভারতবর্ষ-ভারতীর গান

ভাষাহত মুগ্ধ কবি, রুদ্ধ বীণা-তান ;
ভারত-গৌরব-রবি বিজ্ঞান-বিভায়
জগতের তমোনাশ নাহি করে আর।
এই সে ভারত ভূমি ? লক্ষ ঋষি যথা
মানবের রক্ষা তরে গড়ে শাস্ত্র বিধি ?
ক্ষত্রিয় অযুত জ্বালে দীপ্ত বীর্য্যানল
আর্য্যভূমে। সেই বহ্নি জ্বলিবে কি আর ?
জাগিবে কি সেই হর্ষ সেই উন্মাদনা ?
উদাত্তের সামচ্ছন্দঃ ভাতিবে কি কভু
কোবিদ-কোকিল-কণ্ঠে ? পরশি' শ্রবণ
মধু সুধাধারা যাহা শাশ্বতীর চিতে
ঢালিবে, আঁকিবে রঙ্গে রসের রচনা ?

নিদ্রিত সন্তান জাগো, ধর দিব্য গান,
ভারতে ভারতবর্ষ-ভারতীর দান।

ভারতী।

আজি—খেলিছে পুলক প্রকৃতি অঙ্গে,
ঊষারাণী হাসে হরষে রঙ্গে,
তরুশাখে গায় কোকিল পাপিয়া—
নব বসন্ত দরশে।
আম্র মুকুলে মধু পরিমলে
তাম্র বরণ পল্লব তলে
রচিছে যে কবি কম্র আসন
বাণী বরণ লালসে।
উজল ঊষায় রজত ভূষায়
বীণাপাণি বাণী আসিছে ধরায়,
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে
রাগ রাগিণী ঝঙ্কারে,
নন্দন জাত কুসুম গন্ধে,
বন্দনা গীতি মধুর ছন্দে
নন্দিত চিত ভকত কণ্ঠ
নাদিত গভীর ওঙ্কারে।

* ঢাকা, পোগোজ স্কুলের জন্য রচিত।

খোকা বাবুর সাইকেল।

দেখ দেখ খোকা বাবু আসে চড়ি' সাইকেল
বুক মুখ তাজা যেন সেনাপতি জেনারেল্।
বাজে বাঁশী ভোঃ ভোস্, টুং টাং বাজে বেল্।
সাম্‌নেওয়ালা ভাগো সব, আরে মলো গো টু হেল্।
আসে যদি শত্রু হাজার হবে না সে হার্ট-ফেল্।
যমের বাড়ী পাইয়ে দেবে ছুঁড়ে' তার বর্শা শেল।
হাসি হাসি মুখখানি খোকা চড়ে সাইকেল,
বড় হয়ে ঘোড়া চড়ে' হবে সেনা জেনারেল।
রাজপথে ধায় খোকা, ভেঙে গেল হুইসেল্।
বাবা ছিল পথে শোয়া, তার'পরে সাইকেল!
ঘেউ ঘেউ ডাকে বাঘা, লোকে বলে "বে-আক্কেল!—
কে হে তুমি ছোড়া বাবু নাই হুস্ নাই খেল?

সরে' পরো, ঐ আসে লাল মাথা, যাবে জেল্।
চারদিকে চোক্ রেখে পথে নিবে সাইকেল।"

আমরা চারিটি ভাই।

(ছেলেদের আবৃত্তির জন্য)

বালক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

১ম বালক। আমরা চারিটি ভাই
এ ধরার আলো লভিবার আগে
ছিনু কোথা জানা নাই।

২য় বালক। আমরা চারিটি ভাই,
আসিয়াছি সবে একই ভবনে,
পালিত হ'য়েছি এক মার স্তনে,
পিতার যতনে জননীর স্নেহে
আপনা ভুলিয়া যাই।

৩য় বালক। আমরা চারিটি ভাই
এক পাঠশালে সকলেই পড়ি,
একই গুরুদেব হাতে দিল খড়ি,
এক প্রাণে মোরা একই অন্নে
লালিত হ'য়েছি তাই।

১ম বালক। আমরা চারিটি ভাই,
চিরদিন রব গাঁথা প্রাণে প্রাণে,
একে সুর দিব অপরের গানে
বিস্মিত ভীত শত্রুবর্গ
পালাতে পাবেনা ঠাঁই।

২য় বালক। আমরা চারিটি ভাই
বাধা বিঘ্ন যত দলি' পদতলে,
অতুল বিদ্যা লভিব সকলে,
বিদ্যা-আলোকে ভূলোকে দ্যুলোকে
ছড়াইব রোস্‌নাই।

৩য় বালক। আমরা চারিটি ভাই,
স্বাস্থ্য রাখিব অটুট্ অহত,
রোগ শোক জড়া হইবে নিহত
মৃত্যু আসিয়া অকালে এ-দেহে
নাহি পাবে সীমা ঠাঁই।

৪র্থ বালক। আমরা চারিটি ভাই
শক্তি রাখিব ভিতরে বাহিরে,
অকারণে কারে বিঁধিবনা তীরে
ক্ষমাগুণে আর বিমল স্বভাবে
ভগবানে যদি পাই।

১ম বালক। আমি হব পূতচিত্ত,
রাখিব পিতৃ-পুরুষ-কীর্ত্তি,
ভূতলে গড়িব স্বরগ-ভিত্তি,
দীনজনে দয়া পর উপকার
হবে মম ব্রত নিত্য।

২য় বালক। আমি হ'ব বিচারক,
দুষ্ট শাসনে শিষ্ট পালনে
পুষ্ট রাখিব জগতের জনে
রাজার কার্য্যে জন-সাহায্যে
নাহি হব প্রতারক।

৩য় বালক। হ'ব আমি বৈদ্যরাজ
সুস্থ রাখিব পীড়িতের নাড়ী,
অমিয়া বিলাব ঘুরি' বাড়ী বাড়ী,
জুড়ী-গাড়ী হবে বাহন আমার
অঙ্গে জড়োয়া সাজ।

৪র্থ বালক। আমি হ'ব জ্ঞানদাতা,
ভিক্ষার পথে শিক্ষা প্রদান,
জীবনের ব্রত হইবে প্রধান,
সুখে ও দুঃখে হরষে বিষাদে
শরণ জগৎ-পাতা।

সকলে। আমরা চারিটি ভাই
পূজনীয় জনে, বিভুর চরণে
বিনয়ে প্রণতি জানাই।

(অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান)

কে, কে, কে। *

(ছেলেদের আবৃত্তির জন্য)

কৃষ্ণ কিঙ্কর নামটি তাহার খেলার মাঠে কেষ্ট ;
ছেলে বেলা-ই নাম কিনেছে খেলোয়ার সে শ্রেষ্ঠ।
ফুটবল আর টেনিস্ ক্রিকেট্ হাডুডুডুর ভক্ত,
গোল্লা-বাড়ে মল্লরামের পাল্লা মেলাই শক্ত।
গোল্লা যত এক্জামিনে,—লাড্ডু, জিরো শূন্য ;
সরস্বতীর প্রসাদ পেতে করেনি সে পুণ্য।
পথে ঘাটে, খেলার মাঠে, ছেলেদের মজ্‌লিসে,
সকল ঠাঁয়ে কৃষ্ণ কিঙ্কর ; ভাবনা তাহার কিসে—
বড় একটা ক্লাবের সাথে ম্যাচ্ হবে তার টিমের
মেডেলগুলো জিতে আন্‌বে রূপোর কিংবা টিনের।
বয়স্ তাহার তেরো বটে খবর রাখে ঢের্ ও,
ক্লাসে যারা পুঁথির পোকা, নজর যাদের নেড়ো—
বলে তাদের "বই পড়ে' আর পরীক্ষায় পাশ দিয়ে
শ্বশুর বাড়ীর হাজার তোড়া লুঠ্‌বি তোরা গিয়ে।
এই দেখ্ আমি– " পড়লো ঘিরে সবে কেষ্টর ঘাড়ে,
দেখে একটা রূপোর শিল্ড্ ; কেহ বল্‌ছে না-রে—
কেষ্ট একটা মানুষ বটে হবেই কোনো কালে,
নৈলে তাহার এমন খেয়াল এম্‌নি শিশুকালে ?

* শিশুসাথী। ১৩৩৩ শ্রাবণ।

খেলায় পাওয়া পুরস্কারের টাকাগুলো দিয়ে
শিল্ড্ গড়েছে, দিবে ওটা কম্পিটিশন নিয়ে
জিতবে যে-দল, ফোর্-ফিট ও নাইন্-ইঞ্চির মাঝে ;
এমন একটা বাহাদুরি কেবল তারেই সাজে।"

* * * *

পরীক্ষাটা কোনো মতে চোক্ বুজে' সে দিলে,
বেরুলো ফল, থার্ড ডিভিশন্ ! কাঁপলো না তার পিলে ;
কলকাতার এক কলেজ-ঘরে নাম লিখালো ছাত্র,
ছেলেরা সব বুঝে নিলে কেষ্টা বটে পাত্র।
গড়ের মাঠে খেলে কেষ্ট,—সাহেব সুবো—"সাবাস"।
ম্যাজিষ্ট্রেটের সার্টিফিকেট পেয়ে, বিদ্যা-আবাস—
ছেড়ে চল্‌ল কে, কে, কে,—কৃষ্ণ কিঙ্কর কালী,
বাঙ্গ্‌লার ব্যাটা কলম ফেলে হলো আজি ঢালী।
সেনার দলে ভর্ত্তি হ'লো দেড়শো টাকায় গোড়া,
পাঁচশো টাকায় মার্‌বে পেন্সন, মারবে হাতী ঘোড়া।
কিরীচ বন্দুক, কুচ কাওয়াজ, সেপাই-পাগড়ী মাথে।
কেষ্ট এখন,—গোঁফে তারা,—ভগবান্ তার সাথে।

বুক ফুলিয়ে দেশ-রক্ষায় মাত্‌ল এখন সে ;
মাসের শেষে ইনিশিয়াল K.—K.—K.।

মান্‌কে—মাধা

(ছেলেদের আবৃত্তির জন্য ।)

মান্‌কে মাধা দুই পাকা চোর একই গাঁয়ে বাস,
চোরের জ্বালায় গাঁয়ের মাঝে লেগেই আছে ত্রাস ।
রাত হ'লে আর যায়না দেখা কোথায় মান্‌কে মাধা,
চৌকিদার সব হদ্দ হয়রাণ, ভাবে আমরা গাধা —
দিনের বেলা বামালশুদ্ধ আন্‌বো টুটি ধরে'
থানায় নিয়ে করবো হাজির পূর্ব্ব হাজত ঘরে ।

নামজ্যাদা চোর মান্‌কে মাধা পাত্তা পাওয়া ভার,
কোথায় থাকে, কোন্‌বা বেশে জানে সাধ্য কার ?
বাড়ী যখন আসে তারা সাধ্য কি কেউ বলে
"মানকে মাধা চোরের ধাড়ী" ; তারা তখন চলে—
মাথায় টিকি নাকে তিলক মাণিক মাধব নাম,
পরমভক্ত সদ্‌গেরস্ত মাছে মাংসে বাম ।
মালামালের চিহ্ন কিছু নাইক তাদের পাশে,
খুন্তী শাবল চাকু দড়ি ;—লোকে তখন হাসে ।

অদূরে এক মস্ত বড় গয়লা করে বাস ।
ইচ্ছা হ'ল প্রভুদের, তার করবে সর্ব্বনাশ ।
মান্‌কে মাধা আচ্ছা চতুর ফাকটি পেয়ে আজ
চুপি চুপি দু'জনাতে ধরলে ব্যবসা-সাজ ।

---

* ময়মনসিংহ জিলাস্কুল ম্যাগাজিন । ১৩৩১, গ্রীষ্ম সংখ্যা ।

নিঝুম রাতি নাইক বাতি, ঢুকে' আঁধার ঘরে,
মাণিকচন্দ্র হাত বাড়ালেন সিন্দুকের উপরে।
সেথায় একটা মেটে পাতিল তাতে পড়্‌ল হাত,
ঠাণ্ডা পেয়ে, কামড় খেয়ে সটান্ ভূমিসাৎ।
মেধো বলে "আস্ত বোকা, পাতিল ভরা দৈ,
মিঠা-দৈ-এ বোল্‌তার কামড় তাতেই ঢং ঐ ?
এই দেখ্ আমি কেমন করে' খুলব টাকার তোড়া,"
এই-না বলে' হাত বাড়ালো যেম্নি মেধো চোরা,
পাতিল'পরে হাত পড়িল ; ওরে বাপ্‌রে বাপ্,
পড়লো ঢলে মান্‌কের উপর ; ভীষণ গোখ্‌রো সাপ
গরম পেয়ে ঘুমুচ্ছিল পেলের ভিতর সুখে,
মানুষের হাত গায়ে পেয়ে ছোবল্ দিলে রুখে।
রাত্ পোহাল, পাঁচ গায়ের লোক গয়লা-বাড়ী ভরা।
মান্‌কে মাধা অক্কা পেয়ে ছেড়ে গেছে ধরা।

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, কথা নয় ত মিছে।
লোকের চখে ধূলি দেও ত, ধর্ম্ম আছেন পিছে।

পাষণ্ড দৈত্য।

(ছেলেদের আবৃত্তির জন্য)

পাড়ার যত জোয়ান ছেলে বুকের পাটা এই বড়,
কুস্তিগিরির বাংলা-ঘরে ভোর-সকালে হয় জড়।
বুক্‌ডনে আর মুগুর ভাজায় কার চেয়ে কে বেশী কম,
পাখীর আগে কেবা জাগে, কে করে খুব পরিশ্রম,
হাতের মাস্‌ল্‌ শক্ত কাহার, রক্ত কাহার টুসটুসে,
চোখে কাহার তীব্র দৃষ্টি বহ্নি-সৃষ্টি ফুসফুসে ?
এই নিয়ে হয় নিত্য নূতন দেহ-পুষ্টির পরীক্ষা।
মনের সুখে শিষ্যদলে ওস্তাদজি দেন সুশিক্ষা।

দত্তকুলে জন্ম তাঁহার নামটি ওস্তাদ প্রসন্ন,
নামের ডাকে তার প্রতাপে চোর ডাকাত বিষণ্ণ।
পাড়ার যত চাষা ভুষা, কাগজ কলম নাই জানা,
মুখের ভাষা নয়ত খাসা, বেঠিক বলে ঠিকানা,
মহেশ বল্‌তে মহিষ বলে খগেশকে খরগোষ ;
ডাকে তারা প্রসন্নকে 'পাষণ্ড' ; কার দোষ ?
প্রসন্ন আর দত্ত মিলে "পাষণ্ড দৈত্য"
নামে যাঁহার পালায় দূরে ভূত পিশাচ দৈত্য।

জংলা-মাঝে বাঘ এসেছে চুপ চুপ চুপ।
বাংলা ঘরে পালোয়ানদের নাই সে ধাপ ধুপ।

* "রাজভোগ" মাসিকপত্র। ১৩৩১ চৈত্র ও বৈশাখ। ঢাকা।

ওস্তাদজি দৈত্য মশায় ডোণ্ট্ কেয়ার চলে।
ভাবে মনে মারবে সে বাঘ, কাণ দুটো তার মলে'।
তখনো যে হয়নি সন্ধ্যা, পশ্চিমাকাশ লাল,
জংলাপথে চল্‌ছে দত্ত ; বাপ্‌রে ভীষণ কাল—
সাম্‌নে বসা ঘাপ্‌টি মেরে, জনমানব নাই কাছে,
এবার বুঝি দৈত্য মশা'র প্রাণটা নাহি বাঁচে।
রক্তখেকো আগুন চোখো যেই দিলে বাঘ লাফ,
জ্ঞান-হারা না হয় পাষণ্ড, না ডাকে বাপ্ বাপ্।
হাতে একটা লাউ ছিল তার বাজার হ'তে কেনা,
বাঘের মুখে ধরল সেটা ; হ'ল তখন চেনা—
শমন কাকে বলে, ঘুষি কীল চাপড়ের ঘায়,
ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল পড়্‌ল বিষম দায়।
গণ্ডা গণ্ডা মুষ্ট্যাঘাতে ঠাণ্ডা বাঘের প্রাণ,
পাষণ্ড দৈত্যের তখন বাড়ল বেজায় মান।

বালকের আশা।

হ'ব যখন বড় আমি
হ'ব ভাল চাষী।
গোয়াল ভরা থাক্‌বে গরু
চষ্‌ব জমি, হোক্‌না মরু,
চাষের গুণে ফুলে ফুলে
উঠবে বিপুল হাসি

ভোর না হ'তে লাঙ্গল নিয়ে
নিত্য যাব মাঠে,
সারাটি দিন খাট্‌ব ক্ষেতে,
বাড়্‌বে শক্তি মোটা ভাতে,
মনের সুখে ফিরব ঘরে
ভানু বস্‌লে পাটে।

হব যখন বড় আমি
হব কর্ম্মকার
পিট্‌ব লোহা লালে লাল,
গড়্‌ব বন্দুক দা কোদাল,
কপাল বেয়ে মুক্তাধারা
পড়্‌বে ঘামের ধার।

সবল হাতে মার্‌ব ঘা
ঝন্ ঠন্ ঝন্,
পড়্‌বে হাতুড় নেহাই 'পরে
ছুট্‌বে আগুন চারিধারে
অবাক হ'য়ে ভাব্‌বে পথিক
'ঐ আমাদের ধন।

আমি যখন বড় হ'ব
হব ভাল তাঁতী,
স্বাধীন মনে নিজের ঘরে
মাকু শানা তানা ধরে'
গান গাব আর, বুন্‌ব কাপড়
চাদর নানা জাতি।

রং বেরংএর সুতা দিয়ে
বুন্‌ব কত পাড়,
কত ছবি কত লতা
পাড়ে থাক্‌বে কত পাতা
ঝক্ ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ তক্
দেখ্‌তে কি বাহার।

আমি যখন বড় হ'ব
হ'ব সওদাগর।
পাল উড়ায়ে সাগর দিয়ে,
যাব চৌদ্দ ডিঙা নিয়ে,
তরঙ্গ-গর্জ্জনে কভু
হ'ব না কাতর।
কোন্ দূরে সে সোণার দেশে
আছে সাগর-পারে,
আনতে যেয়ে হীরামণি
করব সেথা বিকি কিনি
ডিঙ্গা ভরে' আন্‌ব জহর
চূণী ভারে-ভারে।

* "শিশু" ১৩১৯। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ। শ্রীরসিকচন্দ্র বসু। পরিমার্জ্জিত।

আমরা দুটি বোন্।

আমরা দুটি বোন্
এক বোটাতে ফোটা দুটি
ফুলের মতন,
দেহ দুটি ভিন্ন বটে
এক প্রাণ মন,
আমরা দুটি বোন্।

আমরা দুটি বোন্
দু'জনাতে ঝগড়া ঝাটি
করিনা কখন,
গলা ধরি' খেলি বেড়ি
সদা হৃষ্ট মন।
আমরা দুটি বোন

আমরা দুটি বোন্
খাবার পেলে অন্যে ফেলে
খাইনাক কখন।
বসন ভূষণ করি ধারণ
যার যেটি'তে মন!
আমরা দুটি বোন্।

❁ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নন্দী পরিপোষিত ভূতপূর্ব্ব 'শিশু হইতে। ১৩১৯। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ।

আমরা দুটি বোন্
সত্য ছেড়ে মিথ্যা কথা
বলি না কখন,
ফুলের মত সুবাস দিয়ে
তুষি সবার মন,
আমরা দুটি বোন্।

বাণী-সঙ্গীত।

রূপসাগরে চাঁদের আলো
দেখ্‌বি যদি ছুটে আয়; [সবে ছুটে আয়]।
ভুবনভরা আলোর ছটা কিবা ঘটা ও-রাঙা পায়।
সবে ছুটে আয়, ছুটে আয়; দেখ্‌বি যদি ছুটে আয়।
আকাশ উজল বাতাস উজল,
বসন ভূষণ রূপে ঝলমল,
ঝর ঝর ঝরে' গিরি নির্ঝর নদীরূপে কল কল—
সাগরের পানে ধায়।
সবে ছুটে আয়, ছুটে আয়; তোরা দেখ্‌বি যদি ছুটে আয়!
রূপ সাগরে ইত্যাদি।

দেবতা দানব আঁজি
যুক্তকরে ভক্ত সাজি
ছাড়্‌ল নিজের ভেদজ্ঞান, গাইছে শুধুই মায়ের নাম,
[তাদের] মুখে শুধু জয়মা ধ্বনি, বুকে সাহস আশীষ মাথায় ;
সারা বিশ্ব ধূলায় পড়ি' মায়ের পায়ে অঙ্গ লুটায়।
মায়ের পূজার তরে ধূলায় পড়ি অঙ্গ লুটায়।
রূপসাগরে চাঁদের আলো ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

The Scholar...
The Charge of the Light Brigade
Elegy ...(selected stanzas)
Seven ages of Man ... Shakespere
Portia's speech on Mercy (from Merchant of Venice) Do
Antonio's speech (Julias Ceaser) Do
Shylock (dialogue) ... Do
The little star.. unknown
Thou art O God ... T. Moore
All from God ... Godfrey Thr.rg
Little by little ...
A happy life ... Sir H: Wotten
The Aspiration of Youth ... J. Montegomery
King Canute and his Courtiers
The Brook ... A Tennyson
A Psalm of Life .. H. W. Longfellow
Casabianca ... Mrs Hemans

Courage, Brother ... Norman Mc. Leod
Alexander Selkerk
Alexander and the Robber
Selected dialogue from La Miserable ... Victor Hugo
Death the Leveller ... J. Shirley.
Nose and Eyes (On Spectacles)

Selected speeches from different books.

চন্দ্রগুপ্ত ... ১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য
নন্দ, পারিষদগণ, চাণক্য, বাচাল, কাত্যায়ন।

কর্ণার্জ্জুন ... জামদগ্ন্য ও কর্ণ

সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার ... গিরিশ ঘোষ

দ্রোণ ও একলব্য ... সুরেন্ ভট্টাচার্য্য কৃত দক্ষিণা নাটক হইতে

ইহা ছাড়া, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জীবেন্দ্র দত্ত, যতীন বাগ্চি, পরিমল ঘোষ, শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, দুর্গামোহন কুশারী, ডাঃ নৃপেন্ বসু, অক্রূরচন্দ্র ধর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনী রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদা মজুমদার প্রভৃতির আবৃত্তির উপযোগী সরস কবিতা সমূহ সন্নিবিষ্ট হইবে॥